সেখহাটির নীলকুঠি

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ,

প্রাপ্তিস্থান :—
নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী।
সকল প্রকার পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
২৫।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক :—
শ্রীমাখন লাল পিপলাই।
নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী।
২৫।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বি, রায় প্রেস।
৪৪, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গীয় পিতৃদেব

প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের উদ্দেশে

তর্পণাঞ্জলি।

বাবা,

আপনার শুভ ইচ্ছায় ও স্নেহে যাহার উন্মেষ, আপনার কাছে শোনা ঘটনার উপর যাহার ভিত্তি, সেই "সেখহাটির নীলকুঠি" প্রকাশিত হইল।

আমার এই উপন্যাসখানি আপনার চরণ-পদ্মে ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম।

ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না, অশ্রুজলেও যাহার উপলব্ধি হয় না ভাবের সেই গঙ্গাধারা ভাবগ্রাহী আপনি গ্রহণ করুন।

ইতি—

আপনার

শৈলেশ

সেখহাটির

নীলকুঠি

—৹*৹—

লাটপ্রাসাদে।

(১)

বঙ্গাব্দ ১২৬৬। ইংরাজি ১৮৬০ সাল। চৈত্র মাস। নীহারের মুক্তাহার পাতাবাহারের কিংখাবের উপরে দুলিতে দুলিতে তরুণ উষার অরুণরাগে সবে মাত্র রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় উর্দ্দিপরা কৃপাণ আঁটা উষ্ণীষ ধরা শিখ সিপাহী সশব্যস্তে বড়লাট সাহেবের সদর দরজা খুলিয়া দিল। একখানি জীর্ণ ছ্যাকড়া গাড়ী শব্দে দিক্ বিদীর্ণ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে ফটকে প্রবেশ করিল। লুঙ্গী পরা কোচম্যানের হাতের বেত সাঁই সাঁই শব্দে শীর্ণ অশ্বিনী নন্দনের সফেনপুঞ্জ পৃষ্ঠ দুটি জীর্ণ করিয়া তুলিল। তাহারা এক নিঃশ্বাসে গাড়ীবারান্দার সোপানের তলে আসিয়া থামিল ও ঘোরতর ভাবে হাঁপাইতে লাগিল। সে দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া চোগা চাপকান আঁটা পাগড়ী পরা চশমাধারী শ্মশ্রুবহুল ক্ষীণকায় আরোহী একতাড়া কাগজ হস্তে ক্ষিপ্র পদে গাড়ী হইতে নামিয়াই কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তিতা না মানিয়া সরাসরি খাস কামরার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সৌম্য মূর্ত্তি লর্ড ক্যানিং চেয়ারে ফাইলের স্তূপের মধ্যে উদ্বিগ্ন-চিত্তে বসিয়াছিলেন। সুরভিত গোলাপ–

গন্ধ চায়ের পরিপূর্ণ পেয়ালা অনাস্বাদিত; ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমিয়াছিল। আগন্তুক প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"হ্যালো হরিশ! এই আইন সম্বন্ধে তুমি কি বিবেচনা কর?" এই বলিয়া তিনি তাঁহার সুবলিত দক্ষিণ বাহুর করপল্লব নবাগতের দিকে সাগ্রহে বাড়াইয়া দিলেন। আগন্তুক হিন্দু প্যাট্রিয়েট পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বড়লাট বাহাদুরের প্রসারিত কর-পল্লব সসম্মানে মর্দ্দন করিয়া নম্র কোমল তথাপি দৃঢ়গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মি লর্ড! এ সম্বন্ধে আমার ধারণা বড়ই খারাপ।" সৌম্য মুখ গম্ভীর হইল। লর্ড ক্যানিং বলিলেন—"অঙ্গীকার পালন কর্ত্তে মানুষ ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য যদি কুলোকের পরামর্শে মানুষ সেই অঙ্গীকার পালন কর্ত্তে না চায়, তবে গভর্ণমেণ্টের কি উচিত নয়—ন্যায় ও ধর্ম্মমতের সমর্থনের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

হরিশ। নিশ্চয়ই উচিত।

লর্ড। তবে তুমি এই আইনকে দোষ দিচ্চ কেন? নীল বুনিবার জন্য কৃষকেরা অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, এখন কুলোকের উত্তেজনায় তাহারা নীল বুনিতে অস্বীকার করিতেছে তাই আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে তাহাদের চুক্তির সর্ত্ত বজায় রাখিতে বাধ্য করা হইতেছে মাত্র। ইহাতে দোষ কি?

হরিশ। মি লর্ড! ক্ষমা কর্ব্বেন। আমেরিকায় দাসপ্রথা প্রচলনের সময় এইরূপ আইন ছিল। সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর কোন সভ্য দেশে আর এরূপ আইন হয় নাই।

লর্ড। সে কি!

হরিশ। প্রথমতঃ—দেখুন, চুক্তি হয় দুইপক্ষে, স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায়; তবেই সেই চুক্তি ও সেই অঙ্গীকার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ চুক্তি এবং অঙ্গীকার

বলিয়া গণ্য হয়; তাহা পালন করিতে চুক্তি ও অঙ্গীকারকারিগণ বাধ্য। কিন্তু যে চুক্তির মূলে জবরদস্তি সে চুক্তি পালন কর্ত্তে কি প্রজা বাধ্য?

লর্ড। না সেতো স্বেচ্ছামূলক চুক্তি নয়?

হরিশ। তবেই দেখুন ব্যাপারটা কি? একপক্ষে নীলকর প্রবল প্রতাপশালী কুটনীতিজ্ঞ, ভীষণ জবরদস্ত অপরপক্ষে ভীরু দুর্ব্বল নিঃসহায় নিঃসম্বল নিরক্ষর প্রজা নীলকরের ইঙ্গিতের ক্রীড়াপুত্তলি। কেহই নীলকরের সঙ্গে নীল বুনিতে চুক্তি করে নাই। গভর্ণমেণ্টের নাম লইয়া মাত্র যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের নীল বুনিবার জন্য নীলকরেরা হুকুম দিতেছিল; ভয়চকিত প্রজা অনন্যোপায় হইয়া তাহাই মানিয়া আসিতেছিল। বাস্তবিক সেরূপ দরে নীল বোনা অসম্ভব। আজ নীলকর বেগতিক দেখিয়া নিজেদের বে-আইনী হুকুম চুক্তি মূলক সর্ত্ত বলিয়া দাবী করিতেছে এবং পুরুষানুক্রমিক একটি কাল্পনিক ঋণের বোঝা প্রজার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাকে নীলকরের নিকট আত্মবিক্রিত এই দেখাইতে চাহিতেছে—সত্য ও অপক্ষপাতিতার তুলাদণ্ডে তুলিত হইলে মি লর্ড! দেখিবেন এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য হবে। যদি আইন করিয়া প্রজাকে এই নামতঃ পারিশ্রমিক কিন্তু কার্য্যতঃ জুলুম করা বেগার দিতে ও নীলকরের দাবীকৃত ঋণ শোধ দিতে বাধ্য করা যায়—তবে হয় প্রজা সগোষ্ঠী অনশনে মারা যাবে নয়—মরিয়া হইয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিবে।

লর্ড। বিদ্রোহ! বাঙ্গালী প্রজা বিদ্রোহ কর্ব্বে? তুমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চো হরিশ?

হরিশ। মিঃ লর্ড! সত্য অনেক সময় স্বপ্নের কল্পনার চেয়েও অভিনব হয়। বাংলার কৃষীবল একতার বন্ধনহীন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, খণ্ড বিখণ্ড অবস্থায় বহনশীল স্রোতে ভাসমান টোপাপানার মত ছিল। স্থানীয়

শক্তিমানেরা যে দিকে চালাইত সেই দিকে চলিত—আজ নীলকরের অত্যাচারের প্রবল উত্তেজনা তাহাদের নিকট বিষম সঙ্কটময় সমস্যা আনিয়াছে; হয় ভূপৃষ্ঠ হইতে অনাহারে সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া তিরোধান—নয় সংঘশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সমুত্থান। মিঃ লর্ড! বঙ্গের কৃষীবল ধীরে ধীরে এই দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে জানিবেন। তাই এই বিচ্ছিন্ন টোপাপানার দল এমন ঘন সন্নিবিষ্ট দূর প্রসারী জাল প্রস্তুত করিতেছে, যাহাতে সাম্রাজ্যের তরীখানি অচিরে অচল হবে।

লর্ড। ব্যাপার কি এতই গুরুতর?

হরিশ। মিঃ লর্ড! প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর ক'রে নীল বোনান যাবে না এক কথায় আমি বল্‌লাম। যদি জোর করা যায় বিদ্রোহ হবে। সিপাহিরা বিদ্রোহী হয়েছিল সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ। কিন্তু বাংলায় যদি বিদ্রোহ হয় তবে তার কারণ প্রতি বাঙ্গালী কৃষকের অন্নবস্ত্র সংস্থানের মূলে নিহিত থাক্‌বে। কুলোকের উত্তেজনা তাহাতে স্ফুলিঙ্গ যোগাতে পারে সত্য কিন্তু তাহাতে নিত্য ইন্ধন যোগাবে নীলকরের দুর্ব্যবহার ও নীল চাষের বিসদৃশ ব্যবস্থা ও প্রণালী।

লর্ড। তবে কোন্ পথ অবলম্বন করা যায়?

হরিশ। অপক্ষপাতিতা ও ন্যায়পরতার পথ।

লর্ড। কি রকম!

হরিশ। মিলর্ড! দিল্লির মিউটিনির পর এত বড় উদ্বেগ-পূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার নিকট আর উপস্থিত হয় নাই।

লর্ড। হরিশ! সে সময় তোমারি লেখনীর ঐন্দ্রজালিক শক্তি উদ্বেজিত বঙ্গদেশকে সংযত রেখেছিল, তাকে রাজদ্রোহিতার কলঙ্কে লিপ্ত হ'তে দেয় নি।

হরিশ। যদি আমার এ ক্ষুদ্র লেখনীতে ইন্দ্রজাল ব'লে কিছু থাকে তবে নিশ্চয় জানবেন, মিলর্ড! তাহা আর কিছুই নয় কেবলমাত্র আপনার ন্যায়-নিষ্ঠা, অপক্ষপাতিতা, সাদায়-কালায় সমদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি সমবেদনার দৃঢ়তার উপর সরল, সত্য, অটুট বিশ্বাস। আজ সারা বাংলা দেশের অবস্থা হয়েছে ঠিক যেন শুক্‌নো খড়ের গাদা, বারুদের স্তূপের উপর সাজান। একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন আর সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। প্রস্তুত থাকুন মি লর্ড! প্রজা-দ্রোহের দীপ্ত বহ্নি-শিখা সহ্য কর্‌বার জন্য।

লর্ড। প্রজা-দ্রোহ হ'তে দিব না।

হরিশ। কি কর্‌বেন?

লর্ড। বাধ্যতা-মূলক আইন বন্ধ কর্‌বো।

হরিশ। মি লর্ড! মি লর্ড! ঐ একটি কথা, আপনার মুখের ঐ একটি কথা—আজ ব্রিটিশ রাজের জয়স্তম্ভ হিমাদ্রির উত্তুঙ্গতম শৃঙ্গ হ'তে বঙ্গোপসাগরের নিম্নতম তল পর্য্যন্ত অচল প্রতিষ্ঠ করিল। লক্ষ লক্ষ প্রজার আকুল অনুভূতি আজ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের দেহে প্রত্যক্ষ হ'য়ে আপনাকে সানন্দে অভিবাদন কচ্চে। ব্রিটিশ রাজের জয় জয়কার হৌক। প্রজায় প্রজায় সমদৃষ্টি, সাদায় কালায় অভেদ ভাব, সে রাজ্যের ভিত্তি অক্ষয় করুক। নীলকর আপনার প্রজা, বাঙ্গালীও আপনার প্রজা। প্রজায় প্রজায় বিসদৃশ ভাব রাখবেন না, রাখবেন না।

লর্ড। তাই হবে হরিশ! সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার যদি কেহ অকৃত্রিম বন্ধু থাকে তবে সে তুমি, আর তোমার জন্য তোমার বাঙ্গালি জাতিকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখি। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে।

হরিশ। মি লর্ড! যতক্ষণ হরিশের দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাক্‌বে,

যতক্ষণ তার কণ্ঠশ্বাস নাভিশ্বাসে পরিণত না হবে, ততক্ষণ বাঙ্গালীর কল্যাণকামী হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপ্রতিনিধি, আপনার অনুরোধ দেবাজ্ঞার ন্যায় বর্ণে বর্ণে পালিত হবে, নিশ্চিন্ত থাকুন।

লর্ড। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ধন্যবাদ। আমার অনুরোধ এই যে, প্রজাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়পরতা ও অপক্ষ-পাতিতার প্রতি বিশ্বাস কর্ত্তে বল। আজ নীল চাষের যে কমিশন বস্‌লো স্বয়ং ছোট লাট সাহেব সে সম্বন্ধে সরজমীন তদারক করিবেন, এই তদন্তের সময় পর্য্যন্ত প্রজাকে সংযত ও শান্ত রাখ—তারা যেন নিজের হাতে নিজে আইন না নেয়, নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে রক্ত গঙ্গায় দেশ ভাসাইয়া—আমার হাত দুর্ব্বল ক'রে না দেয়। যদি তদন্তের সময় প্রজাপক্ষ নিজেদের অভিযোগের সত্যতা সপ্রমাণিত কর্ত্তে পারে তবে ঠিক জেনো আশ্বিন মাসেই এই আইন রদ হ'য়ে যাবে আর বাহাল হবে না।

হরিশ। নিশ্চিন্ত থাকুন মি লর্ড! ছোটলাট বাহাদুরের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজাপক্ষ সংযত থাক্‌বে, সে জন্য হরিশ দায়ী থাক্‌লো—কিন্তু তার পরের তাল আপনাকে সামলাইতে হবে।

এই বলিয়া প্রসারিত করপল্লব মর্দ্দন করিয়া হরিশ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। লাফাইতে লাফাইতে মিস্ ক্যানিং গৃহে প্রবেশ করিলেন। ড্যাডি ড্যাডি তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ, এই দেখ তোমার মর্ণিং টি এখনও পেয়ালায় সমান ভাবে র'য়েছে, তুমি একটুও খাও নি।

লর্ড। তুমি তো জান আমি কোল্‌ড টি ভালবাসি—

মিস্। আমাকে ভোলাচ্ছ! তুমি হরিশ বাবুর সঙ্গে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চা খাওয়ার কথা ভুলে গেছ। আচ্ছা বাবা! তুমি হরিশবাবুকে বারণ কর্ত্তে পার না?' কা'ল তার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তার

মেয়ে মলিনা কি সুন্দর মেয়ে, বাবা দেখ্‌লে তাকে আদর না করে থাক্‌তে পার না—সে বড় কান্‌তে লাগলো। হরিশবাবু বড় মদ খান, রাতে বাড়ী থাকেন না। এমন কলিক বেদনা হ'য়েছে যে, বেশীদিন বাঁচ্‌বেন না—হ্যাঁ বাবা তুমি বারণ ক'রে দাও না কেন ?

লর্ড। মা, মদে যাকে খায় সেকি বারণ মানে ? যদি ঐ দোষটি না থাক্‌তো তবে আজ হরিশ বাংলা দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক হ'তে পার্ত্তো।

"চল বাবা মা ডাক্‌চেন" বলিয়া মিস্ ক্যানিং বাবাকে ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গেলেন।



বরাহ দংষ্ট্রায় নেলী।

(২)

"নেলি" আয়র্ল্যাণ্ডের নীলনয়না সুন্দরী—গৌরাঙ্গী; উচ্ছল যৌবন-ভরে সরসা; স্বাস্থ্যের সাচ্ছল্যে পূর্ণাঙ্গী। পীনবাহু, পীনোন্নত স্তনে পীবর বক্ষ, পেলব অঙ্গ। সুশ্রোণী স্বচ্ছন্দগমনা। নেলির পিঙ্গল কেশদাম স্বর্ণাভ, ভুজঙ্গফণার মত কুঞ্চিত, এলায়িত হইলে চঞ্চল প্রবাহে সূর্য্যরশ্মির তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়—রাজহংসীর মত তাহার দীর্ঘগ্রীবা বাহিয়া পীন পৃষ্ঠদেশ আবরিয়া, নিতম্ববিম্ব ঘিরিয়া ঘিরিয়া, ছড়াইয়া পড়ে। রূপগর্ব্বিতা বিলাসিনী নেলি স্থুলাধরা; যৌবনমদমত্ত বাসনার লক্ষ ধারা—লালসামুগ্ধ নেলির হৃদয়ে আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘোরে—ক্ষুব্ধ কামনার রুদ্ধ গতি মাঝে মাঝে তাহাতে যে ঝঞ্ঝানিল তোলে তাহার প্রবল বাত্যার তাড়িত তপ্ত উচ্ছ্বাসে তাহার সুন্দর ললাট ও মসৃণ গণ্ডের লালিমায় কালিমার তামস রেখা ঢালিয়া দেয়, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য—আত্ম-গোপনে অভ্যস্ত শ্বেতাঙ্গ যুবতী তৎক্ষণাৎ তাহা সরাইয়া ফেলে। পুনরায় তাহার মুখখানি অস্তগামী সূর্য্যের আবিররাঙা কিরণে উচ্ছলিত সুপ্তমীন হ্রদের প্রসন্ন সলিলরাশির ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

নেলি নীলকর মরিসের সহধর্ম্মিণী, সেখহাটি কুঠির অধীশ্বরী। সেখহাটি কুঠিকে কেন্দ্র করিয়া ইচ্ছামতীর দুই তীর ঘিরিয়া ৫৪টী নীলকুঠি

এই কন্‌সার্ণের অন্তর্ভুক্ত। মরিস ও নেলি ভারতে তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

বেলা অপরাহ্ণ প্রায় ১টা। দীর্ঘকালব্যাপী ভূরিভোজন হাস্যের কলরোলে সাঙ্গ হোলো। বহুমূল্য সুস্বাদু সুরা কাচের পানপাত্রে সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। রঙ্গীন নেশার তরল উচ্ছ্বাস পান করিয়া নেলি ও মরিস প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অমনি মরিস তাহার পরিঘসঙ্কাশ বাহুদ্বয়ে প্রমত্ত যুবতীকে জড়াইয়া ধরিল। কবাট বক্ষে তাহাকে নিবিড় নিষ্পেষিত করিয়া—তাহার আরক্ত গণ্ডে অজস্র চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

মরিসের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইলে, নেলির তুষার শুভ্র বক্ষে ঘন ঘন স্পন্দন উঠিল; সতৃষ্ণ উষ্ণশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল। পুরুষের সকাম স্পর্শ তাহাকে লালসাক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—সে তাহার অসংন্যস্ত কেশপাশ সংন্যস্ত করিতে করিতে আপনাকে সামলাইয়া লইল, কিন্তু অনুরাগের রক্তরেখায় তাহার সারা দেহ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়কারার অন্ধতম গুহায় অবরুদ্ধ, অন্তরের শুদ্ধান্তঃপুরে লোকচক্ষুর মর্ম্মভেদী দৃষ্টিও যেখানে প্রবেশ না পাইয়া মর্ম্মাহত, সেই নিতান্ত নিবিড় নিরালার সঙ্গোপনে স্ফূর্ত্তি পাইল অনিন্দ্যসুন্দর তরুণের লোভনীয় মূর্ত্তি। অমনি দ্রুত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত প্রসাধন সাধিত করিয়া নেলি একটি হ্যাণ্ডব্যাগে অনেক রকম সেলাইয়ের ও শুশ্রূষার উপায়ন লইয়া চীন দেশীয় রঙীন কাগজের ছাতিটি মাথায় দিয়া ক্ষিপ্রপদে ভ্রমণে বাহির হইল। ছাতিটি নাড়িতে নাড়িতে ব্যাগটি দুলাইতে দুলাইতে আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গাতের কবি মূরের রচিত প্রেম-সঙ্গীতের করুণ সুরলহরী শিস দিয়া গাহিতে গাহিতে নেলি চলিল।

সেখহাট কন্‌সার্ণের কুঠি হইতে কুঠি অন্তরে যাইবার পথ বহু যোজন

ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড উঁচু করিয়া বাঁধা ছিল। তাহার দুইদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বর্ষাতরু দূরপ্রসারী শাখা প্রশাখায় পাতার মন্দির মাথায় গাঁথিয়া তরু-বীথিকার বনধারা রচিত করিয়াছিল। মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। চৈত্রমাসে দারুণ রৌদ্রে ছায়াশীতল সুউচ্চ সেই বাঁধান পথে ভ্রমণ বা অশ্বারোহণ শ্বেতাঙ্গ যুবক যুবতীরা চিত্তবিনোদনে বিলাসলীলার প্রকৃষ্ট প্রসাধন বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ছায়ায়ঢাকা পাখিডাকা স্নিগ্ধশীতল স্বজাতিপ্রিয় রাজপথে আজ নেলির রুচি হইল না। সে রৌদ্র-স্নিগ্ধ নদীতীর বাহী, নদীর ন্যায় সর্পগতি উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দীর্ঘ কসাড় বনে প্রায় অবলুপ্ত, উচ্চাবচ সরণি বাহিয়া চলিল।

সারা কসাড় বনে সাড়া পড়িয়াছিল; মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের সন্ধিক্ষণে রৌদ্রতাপের রুদ্রতার অন্তরালে সমগ্র প্রকৃতিব্যাপী যে সৌম্য সঙ্গীতধ্বনি তুলিয়া চিত্রবিচিত্র দেহ ফুটফুটে ছোট ছোট মনুয়াগুলি লাল লাল ঠোঁট লইয়া ইতস্ততঃ আহারের সন্ধানে ছুটিতে ছুটিতে যে সুরলহরীর অবাধ ফোয়ারা ছুটাইয়াছিল, ফেনিল সে তরঙ্গে, তরঙ্গায়িত হৃদয়ের উদ্দাম কল্পনা নিজের মধ্য দিয়া অবাধে ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে নেলি স্বপন রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিতেছিল।

সহসা সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। অজানিত ভীতিপ্রদ শব্দ ও তীব্র গন্ধে সে ভয়বিহ্বল হইল। সম্মুখে দেখিল ফেনশুভ্র সূক্ষ্মাগ্র, দুটি দৃঢ় দন্ত প্রসারিত করিয়া একটি বিশালকায় বন্য বরাহ তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তার গর্জ্জনের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মনুয়াগুলির মঞ্জু মধু বুলি কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে; দূরে টিট্টিভের হট্টিটির দুন্দুভি নাদে শ্বাপদ জন্তুর সন্নিধি জানাইয়া দিতেছে আর ফিঁয়ে উড়িতে উড়িতে চেঁচাইতেছে ও বরাহকে ঠোক্‌রাইবার চেষ্টা করিতেছে। শুঁড়ি পথ,

দুই পার্শ্বে কসাড়াস্তীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ নদীতটলগ্ন উচ্চ ভূমি। আত্মত্রাণের জন্য তরুণী যেমন এই ভূমি বাহিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি জুতার উচ্চ হিল অসমভূমিতে পড়ায় তাহার পা পিছ্‌লাইয়া, রংয়ের ফোয়ারা তোলা গাউনখানি কণ্টকগুল্মে ছিন্ন বিছিন্ন হইল, শুভ্র ত্বক্‌ ছিন্ন করিয়া রক্তধারা ছুটিল, দুধের তরঙ্গে আল্‌তার ধারা মিলিল, নেলি পড়িয়া গেল। বন্য বরাহের খড়্গদংষ্ট্রার ভীষণ স্পর্শানুভূতি ভাবিতে ভাবিতে নেলি শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করিবার উদ্দমের ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার লুপ্ত হইল।

সহসা সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত চার্ব্বাঙ্গী তন্বীর দেহযষ্টি উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্ষিপ্রগতি গেরুয়াধারী গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় সন্ন্যাসী জনৈক বঙ্গযুবা—দণ্ড হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল; ভূপতিত যুবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া বসিল। বৃষস্কন্ধ দৃঢ় করিয়া, সিংহগ্রীবা হেলাইয়া, প্রস্তরের মত মেরুদণ্ড কঠিন করিয়া সুবলিত পেশল উরু, দৃঢ় জানু জোরালো জঙ্ঘা সুসংন্যস্ত রাখিয়া স্ফীত-বক্ষে প্রসারিত দণ্ডে বরাহ আক্রমণের বেগ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না হইতেই সেই তীক্ষ্ণ অনমনীয়, ধূসর রোমসটার স্ফীত প্রবাহ, দৃঢ় মাংসপেশীর তড়িত্তরঙ্গ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, অতিকায় বরাহ যুবকের উপর আসিয়া পড়িল, সে ভীষণ সংঘাতে যুবকের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু তাহার দৃঢ়মুষ্টিধৃত দণ্ড স্খলিত না হইয়া বরাহের গতিবেগ নিবারণ করিল। পলক ফেলিতে না ফেলিতে শূকর ফিরিল এবং দ্রুততর বেগে আবার আসিল, আবার প্রহৃত হইল। পুনরায় আক্রমণ, কিন্তু যুবকের দণ্ড সমান অটুট—বরাহ দেখিল বেগতিক, শীকারতো ফস্‌কাইয়া গেলই এখন নিজেই বুঝি বা শীকার হয়—এবার ঋজু দেহে পলায়নের উদ্যোগ চলিল;—বিদ্যুতের ন্যায় যুবক লাফাইয়া উঠিল, হাতের দণ্ড বজ্রের ন্যায় পিছনের পা দুটির উপর পড়িল, ভগ্নপদে বরাহ

ভূপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র বাঁশিটী বাহির করিয়া যুবা, তিনটী ফুঁ দিল—সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বাবরি চুল, গলায় কণ্ঠী, হাতে তাগা, কানে দুল, গেরুয়া পরা বল্লমধারী তিনজন বাগ্‌দী যুবক আসিল ও বরাহকে ফলকাগ্রে বিদ্ধ করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া চলিল।

শ্বেতাঙ্গিনী ও সন্ন্যাসী।

(৩)

ইতি মধ্যে নেলি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ভয়বিহ্বলতা কাটিয়া গিয়াছিল কিন্তু চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত ঘটনাবলি তাহাকে এত বিস্ময়মুগ্ধ করিয়াছিল যে তখনও তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে নেলি দেখিল সন্ন্যাসী নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"আপনার লাগেনি তো?" ধন্যবাদ দিয়া সাগ্রহে তরুণী বলিল—"পবিত্র! তোমার ঐ সৌম্য মধুর মূর্ত্তি দেখে আমি কখনও মনের কোনেও স্থান দিতে পারিনি যে তোমাদ্বারা অতবড় দুর্দ্দান্ত ভয়ানক পশু এমন ভাবে দমিত বিধ্বস্ত হতে পারে।"

পবিত্র। এতে বাহাদুরি কিছু নাই মেমসাহেব। সুযোগ ও সুবিধা সংঘটন হলে সবাই এরকম পেরে থাকে।

নেলি। এতো সুযোগ সুবিধা সংঘটন নয়, এযে মাস্‌লের (muscle) সঙ্গে মাস্‌লের (muscle) সংঘর্ষণ, চাই শক্তি, চাই সাহস, চাই অসীম তৎপরতা। শোন আমার জীবনদাতা! আমি অনেক নীলকর শীকারী দেখেছি কিন্তু তোমার মত এমন প্রত্যুৎপন্নমতি; সহসা সমাসন্ন বিপত্তির মুখে এমন অবিচলিত ধীর অসমসাহসী লঘুহস্ত অতিবলসম্পন্ন মানুষ আমি দেখিনি।

প। আপনার স্নেহদৃষ্টির অনুগ্রহ আমার বর্ব্বরতাকেও সুন্দর

করে তুলেছে মেমসাহেব! মহীয়সা, বিদুষী নারী, আপনার নিদেশ—কটাক্ষে আমার ন্যায় নগণ্য লক্ষ ভৃত্য আপনার জন্য প্রাণ দিতে আস্‌বে, কিন্তু আপনার মত মান মর্য্যাদা বাড়াইয়া গুণের আদর করিতে জানেন এমন কত জন কর্ত্রী আছেন?

নেলি। এ স্নেহদৃষ্টি নয়—এ মান মর্য্যাদা দেওয়া নয়—এ গুণমুগ্ধ লুব্ধ হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা। পবিত্র আমি তোমায় ভালবাসি:—

নেলির চক্ষে অস্বাভাবিক দীপ্তি, গণ্ড দুটি রক্তরাঙা, অধর স্ফুরিত।

মাথার উপরে দোয়েলের সুধাকণ্ঠ রৌদ্র রঞ্জিত নীল আকাশ ছাপিয়া উঠিতেছিল। কসাড় বনের মধ্য হইতে পাপিয়া ঝঙ্কার তুলিতেছিল। দূরে ইচ্ছামতীর উদ্দাম প্রবাহের কল কল ধ্বনি অনিল সঞ্চালনে আসিয়া শ্রুতি সুখকর হইতেছিল।

সন্ন্যাসীর পদ্মপলাশ নেত্রের ভ্রমরকৃষ্ণ তারা দুটি বিস্ফারিত হইল অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন—ভালবাসা! মেমসাহেব! আপনি কি পরিহাস কচ্ছেন?

নেলি। পরিহাস! সংসারে যদি কখন সত্য কথা বলে থাকি তবে আজ এই নির্জ্জন স্থানে নীল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে বলচি অনিন্দ্যসুন্দর যুবক! যুবতী নেলির তুমি মনের মানুষ, তুমিতো সন্ন্যাসী নও তুমি যে কামিনীর কাম সাধনায় চির সার্থকতা!

ঝঞ্ঝানিল তাড়িত ক্ষুব্ধ সিন্ধুর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ মালা—রসম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ হৃদয়ের দুরধিগম্য তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস—তাহার তামসচ্ছায়া নেলির মুখমণ্ডল গাঢ় করিল।

সন্ন্যাসী ধীর কণ্ঠে বলিলেন "মেমসাহেব! অপানি কি পাগল!"

তরঙ্গরেখাহীন সুপ্তমীন হ্রদের মত সৌম্য প্রফুল্ল তাহার মুখ পদ্মে বাসনার কালো রেখার ক্ষীণতম চিহ্নও দেখা গেল না—স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবেগ উদ্বেগ শূন্য—ইহাকি আত্ম গোপনের অস্বাভাবিক শক্তি কিম্বা স্বভাব সিদ্ধ সংযম?

আত্মহারা নেলি বলিল—"পাগল! পবিত্র! তুমি কি জাননা বিলাতের কবির অক্ষয় উক্তি—প্রেমিক পাগল ও কবির মনস্তত্ত্ব একই ক্ষেত্রে একই সূত্রে আবদ্ধ—তবে কেন আমায় পাগল বল্‌চো।

পবিত্র। দুর্দ্দান্ত নীলকরের লালাসঙ্গিনী ভীষণ প্রকৃতি মরিসের লালসার নিধি—ভেবে দেখুন দেখি আপনার এই উদ্যমের পরিণতি কোন দিকে?

নেলি। ভাবা? দেখা? তুমি কি জাননা পশ্চিমের অনঙ্গ দেবতা অন্ধ? তার উপাসিকার পক্ষে ভেবে দেখাতো সম্ভবপর নয়? তবে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে জানলাম নীলকর যতই দুর্দ্দান্ত হোক তার ভিতরের দুর্ব্বলতা অপরিমেয়, আর তুমি সন্ন্যাসী যতই কোমল প্রকৃতি বঙ্গ সন্তান বলিয়া নিজেকে পরিচয় দাওনা কেন তোমাদের মধ্যে এমন একটা কঠোর তেজ নিহিত আছে যার চণ্ড আঘাতে নীলকরের উদ্যত ফনা নত হ'য়ে যাবে।

পবিত্র। চেপে যান মেমসাহেব! আত্মসংস্থ হোন। আকাশের কান আছে, বাতাসের মুখ আছে; অচল তরু সচল হ'য়ে গোপন কথা ব্যক্ত করে। সত্য প্রেমের সরল ধারা কখন কি মৃদু প্রবাহী নিস্তরঙ্গ থাক্‌তে পারে? প্রেমের তরী যে চড়বে ঝঞ্ঝাতরঙ্গের বিপুল বিবর্ত্ত তাকেই তো সহ্য করতে হবে। সুন্দরী! প্রেমের দীপ জ্বাল্‌তে যদি চান্ ধৈর্য্যের দীপাধার সংগ্রহ করুণ।

শক্তিমান্ পুরুষের উক্তির প্রতি শব্দে শক্তি সঞ্চার করে। নেলি

আত্ম সংবরণ করিল। ভাবমধুর তাহার মুখখানি সদ্যঃ শিশির স্নাত গোলাপ ফুলের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেখাইল—পবিত্র বলিল—গাউন ছিঁড়ে গেছে, সারা—গা কাঁটায় কেটে গেছে, রক্ত ধারা ছুটেছে; সেবাশ্রম দেখ্‌তে এসে আজ কি উপদ্রবের মধ্যেই আপনি পড়েছেন! আশ্রমে চলুন, বিশ্রাম কর্ব্বেন:

নেলি। না পবিত্র, আজ আর আমি আশ্রমে যাব না; আজ এখান হ'তেই ফিরি।

পবিত্র। সেকি হয়! চলুন।

এই বলিয়া নেলির রক্তকরপল্লব ধীরে ধীরে গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিল। একি প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তি না দেবতার আহ্বান? নেলির কর্ণে সুধাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, মানসরাজ্যে সুষমার স্বপ্নে আকাশফুলের সৌরভে অঙ্গে অঙ্গে সঞ্জীবনী-ধারা অনুভব করিতে করিতে নেলি সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেবাশ্রমে আসিয়া পৌছিল।

নদীতীরে বিপুল প্রান্তরের মধ্যস্থলে সন্ন্যাসীর সেবাশ্রম; রুগ্নাগার পান্থাবাস, শিল্পালয়, বালকবালিকা ও শ্রমজীবি বিদ্যালয়গুলি কল্পলতার মত স্থানীয় অভাব দূর করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত। ব্যায়ামভূমি, ক্রীড়াভূমি অতিক্রম করিয়া দূরে বহু পুষ্পসমাকীর্ণ, স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া সমন্বিত নানা বিহঙ্গকাকলি নাদিত মহাকালী মন্দিরের উচ্চ চূড়া নীলাকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছে। কোন্ প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ মহাপুরুষ স্থাপিত করিয়াছিলেন এই মন্দির, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেবতা, জাগ্রত যাঁহার শক্তির অলৌকিক বিভূতি, আকৃষ্ট করিত জনসমারোহ, পর্ব্ব দিনে, শনি-মঙ্গলবারে। নীলকরের প্রচণ্ড দোর্দণ্ড মহাকালীর প্রভাবকে সম্মান করিয়া চলিত এবং এই মন্দিরে নীলকর প্রদত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা ছিল।

সন্ন্যাসী পবিত্রানন্দ স্বামী কোথা হইতে আসিয়া এই স্থানে আশ্রম করিলেন ; অনাগত শুনিল যেন অতীতের আহ্বান, নবীন আসিল তাই পুরাতনের অভিনন্দনে, মিলন-সৌধ স্থাপনে।

সেবাশ্রমে বিশ্রাম করিয়া নেলি সুস্থ হইলেন। রুগ্নাগার ও বিদ্যালয়-গুলি দেখিতে দেখিতে, প্রীতিহাস্যের বিমল উচ্ছ্বাসে মূর্ত্তিমতী সেবা ও আশার আশ্বাসের ন্যায়, নিজের আনীত উপহারগুলি বিতরণ করিতে লাগিলেন। হাতের শোভা দানে, মানুষের শোভা সদ্ভাবের অনুষ্ঠানে। সুন্দরী নেলিকে তাই বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পবিত্র আসিয়া একটি দুরবীক্ষণ যন্ত্র নেলির হাতে দিয়া বলিল—"দেখুন দেখি পরীক্ষা করিয়া যন্ত্রটি কেমন। সেবার কুঠিতে বিলাতের সেই যে বড় সওদাগর সাহেব এসেছিলেন তিনি সেবাশ্রমকে এই যন্ত্রটি উপহার পাঠিয়েছেন।"

উভয়ে তখন ছাতের উপর উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। সহসা নেলি বলিল, "দেখতো পবিত্র এরা কারা।" যন্ত্রটি হাতে লইয়া সন্ন্যাসী নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তিনটি সাহেব ঝড়ের মত ঘোড়ায় চ'ড়ে বেগে আস্‌ছে। যখন কাছিকাটার কন্‌সার্ণের পথের দিক হইতে আস্‌ছে তখন সম্ভবতঃ ইহারা নীলকর হিল ও তাহার বন্ধু নীলকরগণ। এখনও প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে আছে।"

নেলি। দেখ পবিত্র! আকাশে মেঘ, ঝড় উঠ্‌বে। নীলকুঠির আকাশেও মেঘ লেগেছে, ঝড়ের সংবাদ নিয়ে তাই বাজপক্ষীরা ছুটে আস্‌ছে। আমি কুঠিতে ফিরি।

নেলি ও পবিত্র ছাত হইতে নামিয়া আসিল। সেবাশ্রমের মালি সদ্যস্ফুট ও অর্দ্ধস্ফুট নানা জাতীয় বৃহদায়তন গোলাপ ফুল, গাছপাকা বড় বড় পেঁপে, কাঁচা সোণার রংয়ের মত মোটা মোটা বড় বড় মর্ত্তমান কলার

একটি প্রকাণ্ড কাঁদি সম্মুখে রাখিল। এই কয়টি দ্রব্যই নেলির নিতান্ত রুচিকর ও অত্যন্ত প্রিয়, সে সুপ্রসন্ন হইয়া পবিত্রানন্দের দিকে যে বিলোল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল তাহার অগ্নিবাণ সহ্য করা সাধারণ পুরুষের শক্তি নয়। নেলি কুঠিতে ফিরিল।

সেখহাটির কুঠি।

(৪)

সেখহাটি কুঠিবাড়ীর প্রকাণ্ড হাতার একপার্শ্বে একটি ফজলি আমের গাছ। গাছটি এত বড় যে একটি গাছেই একটি কানন সৃষ্টি করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপরাহ্নে এই গাছের ছায়ায় বসিয়া চা সেবন করা ও সদ্যমথিত দুগ্ধ ও দধি হইতে সমুদ্ভূত উৎকৃষ্ট মাখন সহযোগে গরম গরম রুটির টোষ্ট প্রভৃতি ভোজন করা মরিস দম্পতীর প্রথা ছিল। সেই প্রথার সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই নেলি অপরাহ্ন ৩টার মধ্যেই সেবাশ্রম হইতে কুঠিতে ফিরিয়াছে। বেয়ারারা চায়ের টেবিল সজ্জিত করিতেছে। মরিস আসিল ব্রিচেস্ পরিয়া হাতে বেত লইয়া ঘোড়ায় চড়িবার সাজে। নানাবিধ ফুলকাটা আসমানি রংয়ের পরিচ্ছদ পরিয়া রুজ, পাউডার ও পমেটমে সাজিয়া নেলি আসিল ফুটন্ত ফুলের তোড়ার মত, কোমল কণ্ঠ অনুরাগের মধুতে কোমলতর করিয়া, লোল-কটাক্ষে ভালবাসার উদ্দীপনা জানাইয়া, বিম্বাধরের লালিমায় চলহাস্যের তড়িৎশিখা জাগাইয়া নেলি জিজ্ঞাসিল, "একি প্রিয়! এত পরে দেখা দিয়ে আবার অশ্বারোহণে চল্লে?" মরিস বলিল, "প্রাণের প্রতিমা তোমার সঙ্গসুখ ছেড়ে কি আমি কোথাও এখন যেতে পারি? তবে একটা নূতন ঘোড়া এসেছে একবার মাত্র পরীক্ষা করে দেখ্‌বো। বেয়ারা চা আন্‌তে আন্‌তেই আমার চড়া শেষ হবে।"

সহিস কালো রংয়ের তেজস্বী অশ্ব আনিয়া হাজির করিল। দেওয়ান লক্ষ্মীকান্তও একতাড়া কাগজ লইয়া আসিল সাহেবের সহির জন্য।

"দেওয়ানজী! কাগজগুলি প্রস্তুত হ'য়েছে তো একটু সবুর করুন ঘোড়াটা পরীক্ষা করেই আপনার কাজ সেরে দিব।" এই বলিয়া মরিস ঘোড়ার নিকট গিয়া যেমন চড়িতে যাবে অমনি ঘোড়া তড়িদ্বেগে লাফাইয়া উঠিল আর নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে করিতে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া অতি দ্রুত ঘুরিতে লাগিল। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দান্ত জন্তুকে মরিস ও তাহার সহিস শত চেষ্টা করিয়াও সংযত করিতে পারিল না। সে ঘোড়া কিছুতেই মরিসকে সওয়ার হ'তে দিল না। ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অপারক হইয়া মরিস ক্ষান্তি দিল ও চায়ের পেয়ালা লইয়া নেলির পাশে বসিল।

নেলি। কি ভয়ানক অসভ্য পশু। এই দুর্দ্দান্ত জানোয়ারের উপর আবার সোয়ার হ'তে চেয়েছিলে? প্রিয়! তুমি তোমার নিজের জীবনের দিকে একটুও চাও না!

এই বলিয়া নেলি মরিসের প্রতি বিলোল কটাক্ষ করিল।

লক্ষ্মীকান্ত দেওয়ান সেলাম করিয়া বলিল "সাহেব! তা মেম-সাহেবের সামনে যদি সোয়ার হ'তেই ইচ্ছা হয়েছিল তা পাচীরের উপর চড়লেই হতো; গাঁথা পাচীর নড়তো না।"

আজকালকার দিনে, নিম্নকর্ম্মচারী বাঙ্গালীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে উপরওয়ালা সাহেবের মানের ঢেঁকি কচকচিয়ে ওঠে, কত তেল পড়া, জল পড়া দিলে তবে সে কচকচানির তাল ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু তখনকার দিনে স্বাস্থ্যের স্বাচ্ছল্যে বজ্র দেহ সাহেবেরও যেমন ছিল বাঙ্গালীরও সেই রকম ছিল আর তখনও সাহেবেরা নবাগত; সাম্রাজ্যবাদের উগ্রসুরা তাঁহাদের মস্তিষ্ক তখনও বিকৃত করে নাই।

সাহেব ও বাঙ্গালীতে মানুষে মানুষে সমত্বের একটা ভাব ছিল। তাই দেওয়ানের প্রগল্‌ভতা নীলকর দম্পতীকে বিরক্ত করিলনা তাহারা হাসিয়া উঠিল, বলিল "তুমি পার দেওয়ানজী?"

দেওয়ান। হুজুরের হুকুম হ'লে বান্দা পারেনা এমন কি কাজ আছে সাহেব? হুকুম দেন হুজুর!

মরিস। আচ্ছা হুকুম দিলাম। যদি ঘোড়ায় সওয়ার হ'তে পার তবে এই পঞ্চাশ টাকা তোমার পুরষ্কার।

পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া মরিস টেবিলের উপর রাখিল।

লক্ষ্মী! (যোড়হাতে) দেহাই মেমসাহেব! আপনি এই টাকা জমা রাখুন; সাহেব বড় কঞ্জুষ টাকা বের করেছেন বটে, দেবার বেলায় পেরে উঠ্‌বেন না কিন্তু।

মরিস। Oh! Fie! Fie! ধিক্ ধিক্ লোভী ব্যক্তি! অপ্রতিভ কর তুমি তোমার মুনিবকে লেডির সাম্নে।

লক্ষ্মী। গোস্তাকী মাপ করুন হুজুর! গলাকাটার খাল ঘোড়াশুদ্ধ লাফিয়ে পার হবার বাজি আমি জিতলাম; হুজুর বাহাদুর কি সে টাকা আমাকে দিয়াছেন?

মরিস। ওঃ সেকথা আমি ভুলে গেছি। তুমি ভারি সেয়ানা। আমাকে ঠকালে। আচ্ছা প্রিয়তমে (নেলিকে লক্ষ্য করিয়া) রাখতো তুমি এই টাকা তোমার জিম্মায়, কিন্তু দেওয়ান! তুমি যদি বাজি হঠ?

পকেট হইতে ১০০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া নেলির হাতে দিয়া দেওয়ান বলিল—মেমসাহেব! গচ্ছিত রাখুন এই টাকা যদি বাজি হারি আমি তবে বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবেন হুজুর সরকারে।

এই বলিয়া সাহেব দম্পতিকে পুনরায় সেলাম করিয়া লক্ষ্মীকান্ত

ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইল। প্রশংসার দৃষ্টিদিয়ে সেই পুরা পাঁচহাত লম্বা জোয়ান দেওয়ানের দিকে চাহিতে চাহিতে মরিস বলিল—"দেখ প্রাণেশ্বরি! আমার দেওয়ান কেমন জবরদস্ত!"

নেলি। হাঁ প্রিয়তম! জবরদস্তিতে সে তার প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাহাদের মুখের কথা মুখেই রহিল। বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে তাহারা দেওয়ান লক্ষ্মীকান্তের উদ্যম দেখিতে লাগিল। ঝড়ের মত ঘোড়া ঘুরিতেছিল, বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গের ন্যায় কখন সম্মুখে কখন পশ্চাতে নত উন্নত হইতেছিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া লোহিতাভ্যন্তর দৃষ্ট হইতেছিল, ব্যাদিতাস্যে দংষ্ট্রার শুভ্র জ্যোতি ও দংশনের বিপুল উদ্যম তাহাকে ভয়াল করিয়া তুলিতেছিল। বিদ্যুৎগতি অশ্বের পৃষ্ঠদেশ অভিমুখে লক্ষ্মীকান্ত এক প্রচণ্ড লম্ফ দিল এবং সকলে যখন তাহাকে অশ্বক্ষুর ক্ষত দেহে খণ্ড বিখণ্ড হইতে দেখিবে বলিয়া প্রায় প্রত্যাশা করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে সে "মনে যাহা গণনা করা যায় না সংসারে তাহাই ঘটিয়া থাকে" এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা দেখাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরাসনে ঋজুদেহে দৃঢ় হইয়া বসিল। লাগাম বা রেকাবের বিন্দুমাত্র সাহায্য সে লয় নাই, অশ্বগতির বেগ বা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাহার ক্ষিপ্রকারিতায় তিল মাত্র বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। ক্ষিপ্রহস্তে দক্ষ সহিস লক্ষ্মীকান্তের হস্তে লাগাম ও চাবুক তুলিয়া দিল অমনি শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকের ঘায়ে অশ্বদেহে ধূম নির্গত করিয়া দিয়া লক্ষ্মীকান্ত দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। মরিস বলিল—"ব্রেভো", নেলি করতালি দিল।

ঝড় উঠিল।

(৫)

মরিস দম্পতীর চা পান ও লঘু ভোজন শেষ হইতে না হইতেই জন-কোলাহল শোনা গেল। "আস্‌চে", "আস্‌চে" শব্দ আকাশে লয় পাইতে না পাইতেই লক্ষ্মীকান্তের অশ্ব ঝড়ের মত সাহেব দম্পতীর প্রায় গায়ের উপর আসিয়া অকস্মাৎ পাথরের প্রাচীরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া দেওয়ানজি নামিল, ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেকালের গুরুমহাশয়ের কাছে শিষ্ট শান্ত সুবোধ পড়ুয়ার মত সেই দুর্দ্দমনীয় উচ্ছৃঙ্খল পশু স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও মুখ বাড়াইয়া দিয়া জিহ্বা দ্বারা দেওয়ানজীর অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। ভোজ-বাজিকরের ন্যায় দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া লক্ষ্মীকান্ত অশ্বকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আশীষ করো, আশীষ করো সাহেবকো, মেম সাহেবকো" সম্মুখের দক্ষিণ পাখানি তুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিল ও ধীরে ধীরে চামরান্দোলনের ন্যায় নাড়িতে লাগিল। পরক্ষণে পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আও হামারা সাৎ, পিছু পিছু কুত্তাকা মাফিক্।" এই বলিয়া নিজে আগে আগে চলিতে লাগিল আর শক্তের ভক্ত উদ্দাম পশু ধীরে ধীরে পিছু পিছু চলিল। "হুর্‌রে হুর্‌রে" বলিয়া মরিস চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, লক্ষ্মীকান্তের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "দেওয়ানজী বাজী জিতিয়াছ, টাকা লও, খবরদার কিন্তু আর যেন বদ্‌নাম করো না যে মরিস সাহেব বাজি

হেরে টাকা দেয় না।" এই বলিয়া বাজির টাকা পঞ্চাশটি দিয়া দিল আর নেলি দেওয়ানের রাখা ১০০৲ টাকা ফিরাইয়া দিয়া তাহাতে আরো ৫০৲ টাকা যোগ করিয়া দিল। আভূমি নত হ'য়ে সেলাম ঠুকিয়া দেওয়ানজি বলিল—জয় জয়কার হোক মেমসাহেবের, জয় জয়কার হোক সাহেবের। সাহেবের চেয়ে মেম সাহেব বড়। সাহেব বাজি হেরে বক্‌শিস দেন, আর মেমসাহেব গুণ দেখে পুরস্কার দেন—জয় জয়কার হোক মেমসাহেবের; জয় জয়কার হোক মরিস সাহেবের—গরীব বামুনের ছেলের বাপ মা তোমরা তুজন, তোমরা দীর্ঘজীবী হ'য়ে চিরসুখী হও আর তোমাদের এই অপুষ্যি ছেলেকে প্রতিপালন কর্ত্তে থাকো বাবা।"

তারপর স্বর নামাইয়া সাহেবকে বলিল, সাহেব হুইস্কির ব্যবস্থা করুন। কাছিকাটার বড় সাহেবের ছেলে জুনিয়ার হিল আর তুইজন নীলকর সাহেব আস্‌ছেন। এই বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ফটক পার হইয়া ঝড়গতি তিন জন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী আসিয়া পৌছিল। দক্ষ আরোহী, শিক্ষিত অশ্ব। বহু পথ বেগে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তথাপি শ্রান্তির বিশেষ লক্ষণ তাহাদের দেখিলে বুঝা যায় না। অশ্ববিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা সাধনের পদ্ধতি জানা ও মানিয়া চলার জন্য নীলকর শ্বেতাঙ্গগণের বিশেষ সুপ্রসিদ্ধি ছিল। ইহারই বলে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও সাধারণ প্রজার নিকট ইহারা প্রভুত্ব করিত।

তিন জন আগন্তুক সাহেবই ঘোড়া হইতে নামিতে নামিতে সমস্বরে বলিল, "মরিস! ওল্‌ড বয়! সুসংবাদ! আইন পাশ হয়েছে।"

মরিস। (লাফাইয়া উঠিয়া) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ভারতবর্ষ রক্ষা পেলো।

হিল। (নেলিকে লক্ষ্য করিয়া) সকলে হ্যাট খুলিয়া এই মহীয়সী

নীলকর ললনাকে সম্মান প্রদর্শন কর—নীল চাষ অক্ষয় হবে। প্রভুত্ব কর্‌বার জন্যই ভগবান্ শ্বেতাঙ্গগণকে সৃষ্টি করেছেন, সেই শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্ব বাংলা দেশ হ'তে কখনই নষ্ট হ'তে দেব না। নীলকর রমণী, রমণীর মণি, রূপের খনি, নীলকর এই রমণীর উপযুক্ত হবার জন্য অদ্ভুত সাহস ও তেজ ধারণ করে। এস আমরা নীলকর নারীর নামে তিনবার জয়ধ্বনি দিয়া এই মহীয়সী নারীর আর এই মহাপ্রাণ দম্পতীর স্বাস্থ্য পান করি।

সকলে তিনবার জয়ধ্বনি দিল, লঘু ভোজন সমাধা করিয়া সুরাপান আরম্ভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি ভদ্রতার অভিবাদন জানাইয়া ধীরে ধীরে রাজরাণীর ন্যায় মদমন্থর গমনে নেলি কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিল।

পিছু পিছু জুনিয়ার হিল আসিল। ড্রইং রুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দার আড়ালে কার্পেট মোড়া সুন্দর হলটিতে যখন দুইজনে পাশে পাশে দাঁড়াইল তখন দেওয়ালে লম্বিত প্রকাণ্ড দর্পণে উভয়ের প্রতিচ্ছায়া উভয়ের সম্মুখে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গের ভাব প্রতিফলিত করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হিল পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া নেলিকে খুলিতে দিল; নেলি খুলিবামাত্র আসল হীরকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া গেল; আনন্দে আত্মহারা শ্বেতাঙ্গ যুবতী হিরকের হারছড়াটি হাতে করিয়া তুলিতেই হিল ধীরে ধীরে লইয়া তাহার গলে পরাইয়া দিল। দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া নেলি উচ্ছ্বাস ভরে বলিল, "আজ আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হলো, কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দিব বন্ধু?" হিল বলিল, "তবে আমারো বহুদিনের সাধ পূর্ণ কর; বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া স্বেচ্ছায় সাগ্রহ চুম্বন দাও।" এই বলিয়া সে সুখভোগে প্রিয়দর্শন নিজের মূর্ত্তিখানি কামনার উগ্রসুরায় রঞ্জিত করিয়া রমণীর

হৃদিরাজ্য-জয়কারী বিজয়ী বীরের মত ভঙ্গী করিয়া সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইল; চক্ষে তার লালসার দীপ্তি; অধরে তার মনভুলান হাসি। দীর্ঘাকার যুবার শিরোদেশ দীর্ঘাঙ্গী নেলির মৌলি অতিক্রম করিয়া অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ভয়চকিত ব্যাকুলতা নেলির চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, বিভ্রমদৃষ্টির তরলতা তাহাতে মিলিয়া শৃঙ্গার ভাবের প্রবল তরঙ্গ তুলিল। আশে পাশে চারিদিকে একবার চাহিয়াই সে হিলের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বাহুলতায় তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে ভর দিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া তুলিল আর হিলের নিম্নাধরে নিজের ওষ্ঠাধর আবদ্ধ করিয়া, নিতান্ত পীবর স্তনদ্বয়ে হিলের বক্ষস্থল নিষ্পীড়িত করিয়া দিল। পাগলের মত হিল তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মূহুর্ত্ত মধ্যেই নিজেকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তরুণী দাঁড়াইল। হিল তখন বলিল, "বিদায় প্রিয়ে! বাবা শীঘ্রই কলিকাতায় যাবেন ও সেখানে কিছুদিন থাকিবেন। সেই সময় আমাদের কুঠিতে যেতে হবে?" বাধা দিয়া নেলি বলিল, "আমি তোমার কেনা রইলাম প্রিয়তম! এখন শীঘ্র যাও, নইলে কেহ সন্দেহ কর্ব্বে।" হিল চলিয়া গেল। নেলি নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিমুগ্ধচিত্তে হারছড়াটি দেখিতে দেখিতে বলিল, কি সুন্দর! দাম পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়!

মরিস। প্রত্যাবৃত্ত হিলকে দেখিয়া মরিস বলিল—তাহ'লে গ্রাণ্টের (G. P. Grant) ছোটলাট সাহেব) মতি ফিরেছে, আইন যে সুপারিষ কল্লে!

হিল। আরে গ্র্যাণ্ট তো সুপারিষ কর্ব্বেই। আমার পিতা যে তার দক্ষিণ হস্ত।

মারে। শোন শোন মরিস! এক গ্লাসের ইয়ার।

হিল। হাঁ ঠিক তাই এক গ্লাসের ইয়ার।

মরিস। তবে ক্লেমেনিসকে * বাগালে কি ক'রে। তিনি যে ড্যাম নিগারদের দিকে ঢ'লে পড়েন; নিজের জাতের, নিজের দেশের মান ইজ্জত খোয়ান—সস্তায় নাম কেনার ওয়াস্তা—বর্ব্বর নেটিভদের কাছে দয়ার অবতার—একটি আস্ত দিদিমা।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হিল বলিল—বাবা! সেইতো কথা! কিন্তু আমার বাবাকে তো জান কায নেবার বেলায় ছিনে জোঁক কোন কিছুতে লেগে গেলে ছাড়াবার জো নাই। সাত ঘাটের কাণা কড়ি। বড় বড় ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা রাজড়া, দেশীয় ব্যসসাদারগণ সব তাঁর হাতে। তাদের মত করিয়ে অনেক কাঠ খড়ি যোগাড় ক'রে তবে কায হাসিল কর্ত্তে হয়েছে।

ফিলিপস্। গভর্ণমেণ্টের কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তোমার বাপের কাছে। আজ senior হিল ইংরেজ জাতির মান রক্ষা করেছেন।

মারে। রাজ্যই যখন শ্বেতাঙ্গের বাহুবলে শ্বেতাঙ্গের রক্তপাতে জয় করা হ'য়েছে তখন বিলাতের প্রতিপত্তি ভারতে বজায় রাখতেই হবে। তা রাখ্‌তে হ'লে চাই শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী, শ্বেতাঙ্গ জমিদার, শ্বেতাঙ্গ নীলকর, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী, নেটিবরা থাকবে শুধু শ্বেতাঙ্গদের আয় এবং উপায় চির বর্দ্ধনশীল করিবার জন্য—নেটিবরা কে? তারা কাঠ কাট্‌বে জল তুল্‌বে, ফরমাস্ খাট্‌বে—তাদের উপর আবার দয়া?

---

* ভাবুতীয়গণের প্রতি ন্যায়ানুকূল ভাব দেখানর জন্য শ্বেতাঙ্গগণ Lord Canningকে উপহাস করিয়া Clemency Canning অর্থাৎ ন্যায়পর Canning বলিত।

শ্বেতাঙ্গের সুখ দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে সেই বর্ব্বরের সুখ-দুঃখে অনুভূতির তুলনা কর্ত্তে যাওয়া একটি বিরাট পরিহাস, বিপুল বিড়ম্বনা।

মরিস। এই তো কথা! ভারতে শ্বেতাঙ্গগণই ভারত গভর্ণমেণ্টের পাকা বুনিয়াদ। ইহাদের ঠিক রাখো গভর্ণমেণ্ট ঠিক থাক্‌বে আর উহাদের কাঁচা করো উত্যক্ত করো গভর্ণমেণ্ট কাঁচা হবে, ত্যক্ত বিরক্ত হবে, রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হবে, হাত হ'তে শাসনদণ্ড আপনা আপনি খ'সে পড়বে।

মারে। ব্রেভো মরিস! পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করবার জন্য আমরা তোমাকেই আমাদের প্রতিনিধি ক'রে পাঠাবো।

মরিস। কখনই নয়! আর্চ্চিবাল্ড হিল থাক্‌তে আর কেহই আমাদের প্রতিনিধি হতে পারে না—Hats off to Senior Hill সিনিয়ার হিলকে সম্মান দেখাইতে নিজের নিজের হ্যাট খোল—গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করো, এবারকার সম্মান তালিকায় আমরা দেখতে চাই যে (Senior Hill) সিনিয়ার হিল নাইট উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছেন।

Three cheers for Sir Archibald Hill—স্যার আর্চ্চিবল্ড হিলের নামে তিনবার জয়ধ্বনি দাও।

মদ্যপায়ী ক্ষমতাপ্রিয় স্বল্পবিদ্যাভয়ঙ্কর প্রগল্‌ভ যুবকগণের আনন্দ সমারোহে সম্পন্ন হইতে না হইতেই যামিনীর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝঞ্ঝা আসিয়া নামিল। জুনিয়র হিল পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এই লও উপদেশ পত্র ইহাতে কর্ত্তব্য গুলি সমস্তই লেখা আছে। তদন্ত বৈঠক বসিবে কি ভাবে—সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করিতে হইবে সব বলা আছে। মরিস! নীলকরের সম্মান রেখো। তোমার অধীনে ৫৪টী কুঠির এলাকাভুক্ত এক প্রজা

যেন নীলকরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় তার কড়া বন্দোবস্ত কর। আমরা আজ রাতেই সকল কুঠিয়ালদের সংবাদ দিতে চাই। খুব হুঁসিয়ার।

এই বলিয়া ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারের মধ্যে ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারের অসুরের মত ঘোড়া দাব্ড়াইয়া সাহেব তিনটি তিমিরান্তরালে অদৃশ্য হইল।

কাণা বুড়ি ঘোড়ার পায়ের তলে পড়িল।

(৬)

কাণা বুড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। একদিন যৌবন অনাচারের প্রবাহে তার প্রকৃতির সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিইছিল। তাই ব্যাধি ও দারিদ্রের কশাঘাত তাকে আজ দারুণ শাসন ক'চ্চে। স্বকর্ম্মের গুরুভারে দেহ তার বেঁকে প'ড়েছে। অকাল বার্দ্ধক্যে সে আজ বুড়ী, সে আজ কুঁজি; সে লোল নয়ন যুগের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কোথায়! যৌবনের সম্মোহন শক্তিহীনা, সে আজ দীনা। নিয়তির পরিহাস, জীবনের পরিণতি বুড়ী আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রেছে। সে তাই আজ যেন মাটির মানুষ। যেখানেই আচারের বা অনাচারের অত্যাচার বুড়ী সেইখানেই নিয়তির পরিহাসের পরপারের করুণার ন্যায় উপস্থিত হয়। রুগ্ন শয্যায় সুলোচনার পিতামাতা—সংসার তাদের অচল, সুলোচনা কাঁথা বোনে, কাণাবুড়ী সেগুলি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ পয়সা আনিয়া তাহাদের দেয়, কখন কখন নিজের ভিক্ষালব্ধ অর্থ কাঁথা বিক্রয়ের পয়সা বলিয়াও তাহাদের দিয়া তাহাদের সংসার সে চালায়। আজ সারাদিন কিছু জোটেনি। শরীরের যন্ত্রণায় বুড়ী ভিক্ষায় বাহির হ'তে পারেনি। কাঁথা বিক্রয়ের পয়সাও সে আনিতে পারে নাই। তখন তার সুলোচনার শুক্‌নো মুখ-খানির কথা মনে পড়িল, সুলোচনার বাপ মা একটু সাগুর প্রত্যাশায় রহিয়াছে তার মনে হ'লো, বুড়ী আর সহ্য করিতে পারিল না। নিজের

যন্ত্রণা ভ্রুক্ষেপ করিল না, সে ভিক্ষায় বাহির হলো। সুলোচনার পিতা দ্বারিক বাঁড়ুয্যে একদিন জেলার উদীয়মান প্রতিপত্তিশালী মোক্তার ছিলেন কিন্তু অতিরিক্ত পানদোষে যথেচ্ছাচারিতা ও অমিতব্যয়িতায় আজ তিনি পথের ভিখারী—রুগ্নশয্যায় মরণোন্মুখ আর সুলোচনার মা অনীলা বাতে পঙ্গু! একদিন যারা দানে মুক্তহস্ত ছিল আজ তাদের দেবার এক চোখের জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একদিন যাদের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আতিথেয়তায় সকলের জন্যই অবারিত থাকিত, আজ তাদেরি জন্য ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ—ইহাই নিয়তির পরিহাস। গ্রামের বিজ্ঞনামধারী ধর্ম্মাভিমানীদের মতে যাহারা পাপ পুণ্যের বিধি নিষেধের গণ্ডী না মেনে নিজেদের কর্ম্ম দোষে অবস্থা বিপর্য্যয়ে কষ্ট পায় সে কষ্টের জন্য তাহারাই দায়ী, মানুষের দয়া বা সাহায্য পাওয়ার অধিকারী তারা নয়, তাই গ্রামের ভদ্র ভায়ারা তাদের সাহায্য করে না, দেখাদেখি অপরাপর লোকের সাহায্যও তারা পায় না, কিন্তু বুড়ীর মনস্তত্ত্ব পণ্ডিতদের বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারেনি। তার স্ফুটনোন্মুখ জীবনের নবোন্মেষের দিনে প্রথম সুখের জোয়ার যখন তার জীবন যৌবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন মরীচিকার মরীচিমালা তাকে আবক্ষ তৃষ্ণার্ত্ত ক'রে তার সারা জীবন জ্বালায় জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে তার আশার কঙ্কালসার ক'রে রেখে গিয়েছিল; তাই যেখানে জ্বালা, জ্বলে উঠে বুড়ীর বুকে তারি প্রতিজ্বালা, যেখানে ক্ষত, বেজে ওঠে তার হৃদয়ে সমবেদনার তন্ত্রী সেইখানে। তাই লাঠিটি ভর দিয়ে বুড়ী ভিক্ষায় বেরুলো; এবং কিছু সংগ্রহ ক'রে সে যখন সুলোচনার হাতে দিয়া তার শুষ্কো মুখে হাসি ফুটাইল, তখন যেন তার সকল জ্বালার উপশম হলো। বাড়ী ফিরিবার পথে সে দারুণ ঝড় জল ও অন্ধকারের মধ্যে পড়িল। অতি কষ্টে মাঠের পথ ছাড়াইয়া সে যেমন বড় রাস্তার উপরে উঠিয়া

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, অমনি জল ঝড় ও অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের মত বেগে বজ্রের মত কঠোর কি আসিয়া তাহাকে পদদলিত করিয়া বেগে চলিয়া গেল। পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত সাহেবদের ঘোড়াগুলি দৌড়ের মুখে বুড়ীকে মাড়াইয়া গেল। দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া বুড়ী দলা পাকাইয়া পড়িয়া রহিল; রাস্তার জল রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে গেল, সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে শ্বেতাঙ্গগুলি যেমন ঘোড়া ছুটাইতেছিল তেমনি বেগে চালাইয়া চলিল। অন্ধকার সজীব হ'য়ে উঠ্‌লো। পুঞ্জীভূত তমোরাশি ভেদ করিয়া কোথা হ'তে ধারাবর্ষে অসম্মূঢ় তিনটি ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কোমরে তাদের গামছা বাঁধা, মাথায় তাদের ফেটা, দক্ষতাদের দক্ষিণ হাতে তল্লা বাঁশের পাকা লাঠি, নগ্ন গাত্রে মাংস-পেশীগুলি পূর্ণ সুগঠিত লৌহ কঠিন। তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকার পুরুষ নতজানু হয়ে বসে বুড়ীর নিঃশ্বাস পরীক্ষা করিল—সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বকায় বলিল—কি অত্যাচার! আর কত দিন এ রকম সহ্য কর্‌বো দা ঠাকুর!

দীর্ঘাকার ব্যক্তিই দা ঠাকুর—নিঃশ্বাস পরীক্ষা করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, যত দিন সহ্য কত্তে দিয়েছেন ভগবান সহ্য কর ততদিন।

এই বলিয়া মায়ের মত স্নেহে দুই হাতে বুড়ীর রক্তমাখা দেহ বুকের মধ্যে করিয়া তুলিয়া লইল এবং খর্ব্বাকার ব্যক্তিকে বলিল—

"চাঁদ খাঁ। নিয়ে যাও বুড়ো মেয়েকে দ্বারিক মোক্তারের বাড়ী তার মেয়ে সুলোচনার কাছে—এখনও জীবন আছে, বাঁচ্‌তে পারে।"

অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—

সাধুমাল! ভোলা নাপিত আর নন্দ কবিরাজকে ডেকে নিয়ে যাও যেন বুড়ো মেয়ের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি না হয়। আমি এখুনি ফিরিব।

এই বলিয়া চাঁদ খাঁয়ের হাতে কাণাবুড়ীর রক্তমাখা দেহ দিয়া দা' ঠাকুর সেই উচ্চ পথের ধার বাহিয়া নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে করিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

চাঁদ বলিল—দা' ঠাকুর আবার সাহেবদের পিছু নিল কেন?

সাধু—একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে।

আমরা হুকুমের চাকর হুকুম মানি চল্।

এই বলিয়া দা' ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট পথে চাঁদ ও সাধু বুড়ীকে লইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে দা' ঠাকুর নিম্নভূমিতে নামিয়া একেবারে তীরের গতির মত সোজা পথ বাহিয়া লাঠি ভর দিয়া রণপায়ে নক্ষত্র বেগে ছুটিল। এইখানে বাঁধনে পথ বহুদূর বাঁকিয়া গিয়াছে—দাঠাকুর রণপায়ে ঋজু-পথে যখন বাঁকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সাহেবেরা আসিয়া পৌছে নাই। রাস্তার দু'ধারে বিস্তৃত বর্ষা বৃক্ষের মড়কা ডাল-গুলি ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ায় সাহেবদের ধীরে ধীরে রাস্তা চলিতে হইতেছিল। সেই সুযোগে দা' ঠাকুর নিজের কোমর হইতে একগাছি দীর্ঘ, সরু কিন্তু দৃঢ় রজ্জু বাহির করিল। সেই স্থানে রাস্তার দু'ধারে ঝোপ। বন্য ক্যাওড়া ও ঝাড়ের ঝোপ প্রস্তুত করিয়াছে। দুই ধারের দু'টি সরু সরল গাছের সঙ্গে দড়ীর দুই ধার বাঁধিয়া দিয়া ঝোপের অন্তরালে দা' ঠাকুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সাহেবরা আসিয়া পড়িল—সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী কিয়দ্দূরের ভগ্ন শাখা প্রশাখায় রাস্তা অবরুদ্ধ না থাকায় সাহেবেরা দ্রুত বেগেই ঘোড়া চালাইতেছিল। দড়িতে বাধিয়া ঘোড়া ও সোয়ার ভূমিশায়ী হইল, হিলের অত্যন্ত লাগিল; ফিলিপ ও মারে যেমন তাহাকে সাহায্য করিতে যাইবে অমনি ফিলিপ কর্ণমূলে ও মারে কটিদেশে ভীষণ আঘাত পাইয়া

ভূপতিত হইল। আর ঘোড়াগুলি মার খাইয়া বেগে দিকে দিকে পলাইয়া গেল—এই গোলযোগের মধ্যে দড়িগাছটি নিঃশব্দে সংগ্রহ করিয়া অবিচলিত চিত্তে দা' ঠাকুর ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে দ্বারিক মোক্তারের বাড়ীর দিকে চলিল।

কাশীশ্বর জননেতা হইল ও ক্ষেত্রমণি অভিসারে চলিল।

(৭)

গ্রাম পুণ্যপুর। অপরাহ্নে ক্ষেত্রমণি নিজের রূপখানি পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলিল। তার টানাটোনা ভাসা ভাসা চোখ দু'টীর উপর ঢেউ খেলান সরু বাঁকা ভুরু দু'টী কাঁচপোকার টিপের উপর আসিয়া মিলিল। নিবিড় ঘন, মিশ্‌মিশে কালো, থকা থকা তার দীর্ঘ চুলের বোঝা, চিরুণী জব্দ করিয়া প্রসাধনকারিণীর হাতের বল ও কৌশল পরীক্ষা করিয়া আপনার অসংন্যস্ত অজস্রতা বহু আয়াসে বশ মানিয়া চিকণ বিননীর দক্ষতার মধ্যে সুসংন্যস্ত হইল। অভ্যস্ত হস্তে ক্ষেত্রমণি তখন "লক্ষ টাকা মূল্যের" খোঁপা বাঁধিয়া ফেলিল, সিঁথি ও ঝাঁপটায় মুখখানির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সুন্দরতর করিয়া তুলিল। স্বভাবকে শিল্প স্বাভাবিক ভাবে সুন্দরতর করিতে পারে। ক্ষেত্রমণি সে কৌশল জানিত। তাই পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া হইলেও ক্ষেত্রমণি ষোড়শীর ন্যায় লাবণ্যময়ী, হাবভাবে পরিলক্ষিতা। সুস্নাতা, সুবাসিতা, প্রসাধনা কৌশলে চাকচিক্যময়ী ক্ষেত্রমণি যখন তারার ফুলকাটা নীল সাড়ী পরিয়া নীল সরোবরে কমলিনীর ন্যায় ফুটিয়া উঠিল তখন সে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাম্বুল রঞ্জিত রক্তাধরে প্রফুল্ল নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত

করিতে করিতে দেখিল, তাহার অঙ্গনের সম্মুখের রাস্তা দিয়া তরুণ যুবা পরেশনাথ যাইতেছিল। সুকুমার, সৌষ্ঠবময় পরেশের ব্যায়াম শোধিত নির্দ্দোষ দেহ; বিদ্যা ও প্রতিভার প্রভায় উদ্ভাসিত তাহার প্রশস্ত গৌর ললাট; দুরভিগম্য তার দৃষ্টি; দুরবগাহ তার হৃদয়। তীক্ষ্ণ মেধা বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল তার নয়ন দু'টি, অন্তরের অন্তরতম গুহায় নিহিত কোন্ উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দাম প্রেরণায় কোন অজানা রাজ্যে, কোন্ অনাগতের কক্ষে, কোন্ আকাশকুসুমের কল্পলতায় আকৃষ্ট কে বলিবে? তাই বুঝি সে এত সুন্দর, এত রহস্যময়, এত শক্তিশালী। ক্ষেত্রমণি অধরে মৃদু হাসির হিল্লোল উঠাইল, স্বরে মধু ঢালিল, কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইয়া জিজ্ঞাসিল "দাদা-বাবু! এদিকে কোথায় গেছিলেন?" পরেশের উদাস দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য ক্ষেত্রমণির মুখের প'রে স্থাপিত করিল, পরক্ষণেই তাহার চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল ভ্রু ও ললাট কুঞ্চিত হইল, সে কোন কথা না বলিয়া সমান চলিয়া গেল। বিকৃতজঘনা ক্ষেত্রমণির যৌবন-রসে জ্ঞাতস্বাদ হইবার কল্পনাকেও মনে স্থান না দিয়া, তাহার রূপের ডালি আঘ্রাণ করিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও না দেখাইয়া তাহার কৌশল-জাল অনাড়ম্বরে উপেক্ষিয়া পরেশ চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমণি অন্তরে বেদনা পাইল। এ যাবৎ কোন পুরুষের কাছে সে কোন দিন উপেক্ষিতা হয় নাই বরং সেই সৌখীন পুরুষদের সাগ্রহ আহ্বান কতদিন উপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এ অবহেলায় ক্ষেত্রমণি চটিলনা তাহার নয়নে নয়নে অধর কোণে কৌতুক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল "আচ্ছা জঙ্গলা পাখী, আজ চ'লে গেলে যাও, ক্ষেত্রমণি তোমাকে খাঁচায় পুর্‌বেই পুর্‌বে, তবে তার নাম ক্ষেত্রমণি।"

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাধ্যায় কথিত ঝড় উঠিল। ক্ষেত্রমণি সত্রাসে

ঘরের মধ্যে গিয়া খিল দিল। বহু বৃক্ষ ধরাশায়ী করিয়া, বহু গৃহ পাতিত করিয়া ঝড় ও জলের বেগ কমিতেছে এমন সময়ে ক্ষেত্রমণির শয়ন ঘরের দরজায় কে মৃদু করাঘাত করিল। ক্ষেত্রমণির অন্তর পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল, তাহার বক্ষোজ দু'টি ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে ভাবিল, তার জঙ্গলা পাখী পরেশ বুঝি ফিরিয়া আসিল। সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিল। কোথায় পরেশ? সট্ করিয়া কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে আসিয়া ঢুকিল। কাশীশ্বর প্রৌঢ়, বিরলকেশ, ক্ষীণদেহ, খর্ব্বকায়, ধূর্ত্ত, শঠ, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন চট্‌পটে ও কর্ম্মঠ। কোটর-গত তার চটুল চক্ষু। অধরোষ্ঠে তার আসঙ্গলিপ্সা; অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত চিবুকে উচ্ছৃঙ্খলতা। কাশীশ্বর আসিয়াই চোরের মত ঘর ঢুকিল আর এদিক ওদিক চাহিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কাশীশ্বরকে দেখিয়াই ক্ষেত্রমণির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল সে ব্যঙ্গভরে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কিগো বাবা ঠাকুর! মামাশ্বশুর হ'য়ে ভাগ্‌নে বৌএর সঙ্গে পিরীত কর্ত্তে এসেছো। বুড়ো বয়সে মুখে নুড়ো জোটে না।" কাশীশ্বর কাচুমাচু হ'য়ে নিতান্ত বিনয়ে বলিল—"ছিঃ ক্ষেতু! তোমার সব তাতেই রঙ্গ, তুমি মামাশ্বশুর বলে টান্‌চো কেন, তোমার মা যে আমাকে খুড়ো বল্‌তো তুমি যে আমার নাতবৌ আমি কি বেসম্পর্কে কাজ করি।"

ক্ষেত্রমণি। ওরে আমার সম্পর্ক-মেনে চলা রসিক নাগর নাড়ি মেগো হ'তে এসেছো, দাঁড়াও তোমার মুখে নুড়ো আল্‌চি।"

এই বলিয়া সেই মুখরা কুলটা ধাক্কা দিয়া কাশীশ্বরকে ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল; তীরবেগে ঘরের বাহিরে গেল ও বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে লোক ডাকিতে লাগিল। দু' একটি করিয়া লোক জমিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে আসিল মধু দাঁত। মধু জাতিতে গন্ধ বণিক; সেইগ্রামে অনেকের নাম মধু থাকায় আর মধুর দাঁতগুলি

একটু উঁচু থাকায় মধুর নাম হইয়াছিল মধুদাঁত। মধুদাঁত বলবান, নিশাচর, পরস্বাপহারী—কিন্তু খেয়াল হইলে প্রতিবেশীর দায়, দৈবে, বিপদ-আপদে মাথা দিয়া পড়িত। ক্ষেত্রমণি তখন নানাভাবে, নানাস্বরে নিজের দুঃখের গান গাহিতে গাহিতে বলিল—সে অবীরা, অনাথা, নিতান্ত দুঃখিনী—অবলা, ত্রিজগতে তার আপনার বল্‌তে কেউ নাই—সে গ্রামের একপ্রান্তে সকলের ছোট হ'য়ে, সকলের কাছে ভিক্ষা ক'রে নিজের পেট চালায়, তাই ব'লে কেউ তাকে নষ্ট দুষ্ট কুচরিত্রা কুলটা বল্‌তে পার্ব্বে না—কিন্তু কুলোকে তার পাছে পাছে ঘোরে; তার জাত মার্ত্তে চায়, দশের কাছে তার মাথা হেঁট কর্ত্তে চায়। সে আজ তাই লোক আটক ক'রেচে দশে ধর্ম্মে জানাবার জন্যে :"

ক্ষেত্রমণির চোখের জল যেন হুকুম মানিয়াই অঝোরে ঝরিতে লাগিল। কান্নার স্বরে গগনের সিক্ত বাতাসে রিক্ততার আমেজ আনিয়া দিল! তাহার মাথার কাপড় অকস্মাৎ খুলিয়া পড়িল বিশাল কবরী লোকচক্ষুর গোচরে আসিল, বক্ষোরুহ লগ্ন, নীল সাড়ী এলাইয়া পড়িল একে সুদর্শনা যুবতী—তাতে রোরুদ্যমানা, অসংন্যস্তা বসনা, ক্ষেত্রমণি সহজেই সমবেত পুরুষগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। দু' একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক যারা এসেছিল, তারাই কেবল অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "মরণ আর কি! ঢং দেখনা।" মধুদাঁত শিকল খুলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল; ঘরের মধ্যে আবদ্ধ পুরুষ মানুষটিকে উত্তম মধ্যম দিতে দিতে টানিয়া বাহিরে আনিয়া আলোকে ভাল করিয়া দেখিল ও সকলকে দেখাইয়া বলিল—"এ কি! বাঁড়ুয্যে মশায়! আপনার এই কাজ!"

নেড়া বাগ্দি চেঁচাইয়া বলিল—"ছিঃ মোশায় তোমরা আপনারা ভদ্দর নোক, বড়নোক, তোমরা আপনারা যদি এই রকম কর তবে আমাদের গরীব নোকের আর জাত মান নিয়ে ঘর করা যায় না। ছিঃ।"

দেখিতে দেখিতে স্থানটি স্ত্রীপুরুষে ভরিয়া গেল। কাশীশ্বর তখন একবার মধুদাঁতের একবার সমবেত স্ত্রী পুরুষদের কখন হাতে কখন পায়ে পড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, দন্তে তৃণ করিয়া জোড় হাতে সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগিল। এই লাঞ্ছনার প্রহসন যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে হিল, মারে ও ফিলিপ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সেখানে আসিয়া পৌছিল। দারুণ ঝড়ে সহসা ভগ্ন বৃক্ষশাখায় তাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের ঘোড়া জখম হওয়ায় তাহারা ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহারা লোক ও আলো চায় যাহাতে তাহারা সন্নিহিত কোন নীলকুঠির নায়েব গোমস্তার বা পাইকের বাড়ী যাইতে পারে ও যাহাতে তাহাদের ঘোড়াগুলি আনাইবার ব্যবস্থা হয়, সাহেবী বাঙ্গালায় এই কথাগুলি তাহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

বাঘ বা ভালুক দেখিলে লোকে যেমন ভীত হয়, নীলকরগণ বঙ্গদেশের সাধারণ নরনারীর নিকট সেইরূপই ভয়ের বস্তু ছিল। সমবেত জনতা সাহেবদের দেখিবামাত্র অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত রহিল, এতেন মধুদাঁত ও নেড়া বাগ্দী তাহারাও দমিয়া গেল। চতুর কাশীশ্বর কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ পাইল। যেন কোন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাহার নাকে কাঁদা, কাকুতি মিনতি করা, হাতে পায়ে ধরা, হীন অনুগ্রহ চাওয়া নগণ্য যাচকের সঙ্কোচ শরীর, আকুঞ্চিত বিকুঞ্চিত ভুজঙ্গের বেপথুমান গমনশীল দেহ সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। চক্ষের নিমেষের মধ্যে সে একটা মস্ত কেও কেডা গ্রাম্যনেতা সমাজপতির ভাব ধারণ করিল ও সটান সোজা হইয়া মাথা তুলিয়া সাহেবদের সম্মুখে সকলকে দেখাইয়া সাহঙ্কারে দাঁড়াইল ও পরক্ষণেই আভূমি নত হইয়া এক প্রকাণ্ড সেলাম করিল ও একগাল হাসিয়া প্রীতিপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কোন চিন্তা নাই, হুজুর বাহাদুর! বান্দা এখনই সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবে।" এই বলিয়া

নেড়া বাগ্দীকে উদ্দেশ্য করিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "এই নেড়া! তোকে সেই থেকে বল্‌চি আলোটা নিয়ে হুজুর বাহাদুরদের এগিয়ে দিতে, তা কথাটা যে কাণেই তুলচিস্ না; শিগ্‌গির আলো নিয়ে চল্ বল্‌চি; যাদের রাজ্যে বাস করিস্, যাদের প্রতাপে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায় সেই নীলকর বাহাদুরেরা এয়েছেন আর তুই কিনা এখনও ইতস্ততঃ কচ্চিস্। শিগ্‌গির চল্ বল্‌চি।"

নেড়া জনান্তিকে বলিল, "উঃ গুঁতো দেখ না!" প্রকাশ্যে বলিল, "এই যে দা' ঠাকুর যাচ্চি; কোথায় যেতে হবে বলুন;" এই বলিয়া নিজের আলোটি লইয়া নিরীহ ভক্তের মত আগে আগে চলিল। কাশীশ্বর তখন সাহেবদের সঙ্গে লইয়া সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে পরেশ গাঙ্গুলীর বাড়ীর দিকে চলিল।

নিয়তির পরিহাস বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় অপমান ও ঘৃণার জীবকে ক্ষণিকদীপ্তিতে ভাসমান করিল, জনসাধারণের চকিত দৃষ্টির সম্মুখে জনাগ্রের আসনে আনিল।

জনতা চলিয়া গেলে ক্ষেত্রমণি দেখিল, তাহার ঘরের দাওয়ায় এক ব্যক্তি হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া বসিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে; তাহার পাশে একটি লণ্ঠন, ফিতা নামাইয়া দেওয়ায় খুব মিটি মিটি জ্বলিতেছে, হাঁটুর তলায় লাঠিগাছটি রহিয়াছে। ক্ষেত্রমণি মৃদুস্বরে বলিল, "গৌর দা নাকি।" গৌরহরি দাসের চট্‌কা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, নাকডাকা থামিল। সে ব'লিল, "হাঁ ভাই, চল!" ক্ষেত্রমণি বলিল, "এখুনি?"

গৌরহরি। জরুরি তলপ দেরী করো না।

ক্ষেত্রমণি। আমি ভাবলাম এই ঝড় জলে কর্ত্তা বুঝি ভুলে গেলেন।

গৌরহরি। ভোলা! কর্ত্তা কি ভোলার লোক; তবে আমি ভাব্‌ছিলাম আগে খবর নেই তোমার ঘরে যদি লোক থাকে!

ক্ষেত্রমণি। গৌর দা কি ক্ষেপ্‌লে! থাকলো বা লোক, কর্ত্তার তলপের পর কি আর কারো কথা আছে।

গৌরহরি। সেই ভরসায় তো আশা; অমন গরীবের মা বাপ মুনিব আর হয় না। আমি বল্লাম ক্ষেত্র দিদি তেমন মেয়েই নয়, কর্ত্তার খবর জান্‌লেই উঠে চ'লে আস্‌বে। এখন চল।

"চল" বলিয়া ক্ষেত্রমণি ত্বরিত পদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গহনা গুলি বাহির করিয়া সন্তর্পণে পরিল; দর্পণ সম্মুখে অসংন্যস্ত প্রসাধনা সংন্যস্ত করিয়া লইল। পানের ডাবরের কাছে বসিয়া, ছাঁচি পানগুলি বাছিয়া লইয়া অতি মিহি করিয়া কাটা গুবাকুতে ছোট এলাচ ও পানের মশলা প্রভৃতি দিয়া সুগন্ধি খদিরে উৎকৃষ্ট এক ডিবা পান সাজিয়া ও পানগুলিতে আতর লাগাইয়া রেশমী রুমালে বাঁধিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া গৌরহরির সঙ্গে নিশাঅভিসারে উলসীর কাছারিতে নায়েব মহাশয়ের কক্ষাভিমুখে চলিল।

পরেশ গাঙ্গুলির সাংসারিক জ্ঞান জন্মে নাই।

(৮)

পুণ্যপুরের তরুণ জমিদার পরেশ গাঙ্গুলির সাংসারিক জ্ঞান জন্মে নাই। অন্ততঃ বিষয়ী লোক বিষয় কর্ম্ম রক্ষার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করে তদনুযায়ী জ্ঞান পরেশ গাঙ্গুলি উপার্জ্জন করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাল্যে পিতা যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরে যান। মাতা সেই সমস্ত সম্পত্তি অপেক্ষাও পুত্রকে বহুতর মূল্যবান জ্ঞান করিয়া উদারচেতা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক স্বামীর উপযুক্ত আদর্শে গঠিত করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেও উদ্যত হইলেন। মাতামহ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখনও বর্ত্তমান—রতনপুর পরগণার একমাত্র ভূস্বামী তিনি। পরেশের মাতাই তাঁহার একমাত্র কন্যা, মাতামহের অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তিই পরেশনাথের। তাই নরেন্দ্রনাথ ও কন্যার সহিত একমতাবলম্বী হইয়া পরেশনাথ যাহাতে সর্ব্বতো বিসারিণী বিদ্যালাভ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। পিতা ও কন্যা উভয়েই পরেশনাথকে কলেজে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন এ বিষয়ে মোটের উপর একমত হইলেও কতকগুলি বিষয়ে কন্যা রুদ্রাণী পিতার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। রুদ্রাণীর পিতা নরেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের ইংরাজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত, ঘোরতর স্বাধীনবাদী, সকল ধর্ম্ম-

মতের বিরোধী। সমাজে, সকলের মাঝে নির্ভয়ে নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না এবং কাহাকেও গ্রাহ্য করা বা কাহারও মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া সত্যের অপলাপ করা এ অভ্যাস তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি নিজে হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান কোন ধর্ম্মমতাবলম্বীই ছিলেন না তথাপি ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মে তিনি বরং পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার ঘোরতর অনাস্থা ছিল। কিন্তু জীবনে সকল কার্য্যে সকল অবস্থায় সত্য ও সরলতার সমর্থন তিনি করিতেন। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত মদ্য পান করিতেন এবং প্রকাশ্যে তাহা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাই বলিয়া তিনি মাতাল নন এবং বহুদিন হইতে বিপত্নীক হইলেও চরিত্রহীন নন। তত্রাচ পুরাদস্তুর সাহেবী মত ও সাহেবী মেজাজ তাঁহার ছিল। রুদ্রাণীর কিন্তু ছিল হিন্দু ধর্ম্মে অটুট বিশ্বাস; তাই পিতৃগৃহে যাইয়া পুত্রের লালন পালনে তিনি অনাস্থা প্রকাশ করিলেন এবং স্বামী গৃহে থাকিয়াই পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে সকল কলা পারদর্শী অগাধ পণ্ডিত। তিনি শাস্ত্রের ভাসা ভাসা কথার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। সত্যের প্রকৃত তথ্য প্রতি শাস্ত্রমতের মূলে যখন দেখিতে পাইতেন তখনই সেই মতের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতেন অন্যথায় নয়। তাই নিয়ম নিষ্ঠায় দৃঢ়াচারী হইলেও কুসংস্কার তাঁহাকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সঙ্কীর্ণতা তাঁহার মনের কোণেও স্থান পাইত না, গোঁড়ামির যন্ত্রণা তাঁহাকে কখন ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি অনুশীলন করিয়া তিনি ইংরাজি মতের সহিত হিন্দুশাস্ত্র মতের ঐক্য ও অনৈক্য, শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেন। রুদ্রাণী এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। রুদ্রাণীকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে নিজে শিক্ষিত করিয়া তাঁহার

মনের স্বাভাবিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের ভাব যুক্তি দ্বারা ও অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পিতার সত্যপ্রিয়তা, সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা, ভণ্ডামি ও কপটতার বিরুদ্ধে নিজেকে বিপন্ন করিয়াও দাঁড়াইবার শক্তি ও তত্ত্বদর্শী স্বামীর দেবতা দুর্লভ চরিত্র, মহাপ্রাণতা ও গভীর জ্ঞান এই উভয়ের সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমাদের রুদ্রাণীর মনোরাজ্য স্বাভাবিক যাহার সম্পদ সুষমা কাজ্ক্ষণীয় হইত স্বর্গের রাজরাণী ইন্দ্রাণীরো। তাই কোলের বাছা কোলে পাওয়ার পর সাত বৎসর হইতে না হইতেই মুছিয়া গেল যখন তাঁহার সিঁথী হইতে সীমন্তের সিন্দুর, খসিয়া গেল হাত হইতে আয়তির কঙ্কণ, স্ত্রীলোকের সেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিনে তাঁহার মনের তরী কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় সংসার আবর্ত্তে দিক্‌হারা হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইল না। প্রতিভার আকাশে সৎ সঙ্কল্পের ধ্রুবতারা চালিত করিল তাঁর জীবনের তরীখানি সত্যের পথে বিবেক বুদ্ধির আকর্ষণে। পতির ক্ষণবিধ্বংসী দেহ বিগত হইলেও সেই কল্যাণশীল আত্মার চিরজ্যোতি রুদ্রাণীর মানসাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিত্য স্ফুরিত হইতে থাকিল। তিনি পুত্র দেহে বিগত স্বামীকে বিরাজিত দেখিলেন। প্রাণের আরাধ্য প্রিয়ের সুখের জন্য সেবানিষ্ঠায় আত্মবিসর্জ্জনে সঞ্জাত পুত্রকে পিতৃহীন নিরাশ্রয় দেখিয়া বিশ্বজয়ী মাতৃত্বের মহামহিমা পরিস্ফুরিত হইল রুদ্রাণীর হৃদয়ে। তিনি বুঝিলেন এতদিনের ধর্ম্মানুমোদিত সংসারের সুখভোগের পরিণতির সময় আসিয়াছে ত্যাগের প্রতিষ্ঠায়। আজ পতির প্রতি প্রেমনিষ্ঠা পরিপূর্ণ করিবার প্রকৃত দিন। ত্যাগ ও সংযমের যূপকাষ্ঠে আত্মজীবনের ভোগলালসার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার তীক্ষ্ণ খড়্গে বলিদান দিতে হইবে। তবেই ব্রহ্মচারিণী মায়ের মহামাতৃত্বের জ্বলন্ত জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া বিকশিত হইবে সন্তানের জীবনতরু প্রতিষ্ঠার

ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের আব্‌হাওয়ায়, অমৃতের সিঞ্চনে, শান্তির আবেষ্টনে। রুদ্রাণী সেইদিন হইতে আর বধূ রহিলেন না, তিনি হইলেন সন্তানের মা, সংসারের মা। এমন মায়ের ছেলে পরেশনাথ কি করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ বোধ সম্পন্ন কুট বিষয়বুদ্ধিতে পারদর্শী হইবেন। তার মা যে ব্রহ্মাণ্ডের মা, অনাথ আতুর ক্লিষ্টের মা; সে তো কখনো তাদের পর ভাবিতে শেখে নাই, সকলেই যে তার মায়ের ছেলে; রমণী যে তার কাছে মহামহিমান্বিতা মায়ের জাতি; রমণীর ছেলে যে তার ভাই সেই শিক্ষায় সে গঠিত। তাই ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ল্যাটিন ও উর্দ্দুতে পারদর্শী, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও পরেশের সাংসারিক অভিজ্ঞতা জন্মায় নাই। কিন্তু রুদ্রাণী জানিতেন, এই বালকের মত স্বভাব, সরল যুবা যদি কখন সংসারের প্রবল আঘাতে নিপীড়িত হয়, তখনি তাহার ভিতর হইতে এমন অভাবনীয় মনীষার বিকাশ হইবে অভূতপূর্ব্ব যার জ্যোতির্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিবে সমগ্র সমাজ, অচিন্ত্যনীয় যার শক্তির দুর্মদ ইরম্মদে বজ্রাহত হবে সংসারাভিজ্ঞের সমস্ত কূটবুদ্ধি। চিরশুচি জননী শান্ত মনে সেইদিনের অপেক্ষায় ছিলেন কিন্তু তিনিও বুঝিতে পারেন নাই যে সেই আঘাতের দিন এত নিকটে এত ভয়ানক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যখন কাশীশ্বর টিকি সঞ্চালিত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে সাহেবদের লইয়া পরেশনাথের বাড়ী উপস্থিত হইল, পরেশনাথ তখন মহা ব্যস্ত। প্রবল ঝড়ে ও জলে যাহাদের ঘর পড়িয়া গিয়াছে, কিম্বা চাল উড়িয়া গিয়াছে এইরূপ বহু দরিদ্র প্রতিবাসী তাহার প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া বসিয়াছিল। পরেশনাথ মাতাকে বলিয়া গোমস্তা রামজয় মিত্রের সাহায্যে কোন না কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছে।

পরেশনাথের প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপটি তাহার খামারের কৃষিজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বস্তা বস্তা ধান, গম, মুগকলাই ও বাণ্ডিল বাণ্ডিল পাট তাহার বৈঠকখানা পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় ভাব ধারায় গঠিত হইলেও তাহার বাহিরের ঘরখানি নিতান্ত গ্রাম্য কৃষকের গৃহের ন্যায় মাত্র কৃষিজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাহার প্রাঙ্গণে 'পবাদির খাদ্য আউড়, বিচালী, পোয়াল পর্ব্বতাকারে দক্ষতার সহিত সাজান ছিল। সহসা তদানীন্তন সে অঞ্চলের লক্ষ্মীর বরপুত্র নীলকর সাহেবদের অপ্রত্যাশিত অতিথি দেখিয়া তাহাদের সহিত ভদ্রতাসূচক কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা বলার পর পরেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাহিরের ঘরখানি ইন্দ্রজালের মত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল; বাড়ীর ভিতর হইতে এক খানি ক্যাম্প টেব্‌ল আনিয়া অয়েলক্লথের উপর ফেণশুভ্র লতাপাতা কাটা টেব্‌ল ক্লথ পাতিয়া দিল। তাহার উপর উৎকৃষ্ট শামদানে বাতি জ্বালিয়া দিয়া—ঘরের মটকায় লাগান লোহার হুকের সঙ্গে কারুকার্য্য খচিত, সুদীর্ঘ, বিশাল বহু শাখান্বিত কাচের দীপপাদপের ঝাড় টাঙ্গাইয়া তাহাতে আলোক প্রদান করিল। প্রকাণ্ড ঘরখানি সহসা আলোকদাম-দীপ্ত দীপাবলীর তেজে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, টেবিলের চারিধারে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চেয়ার ও কয়েকখানি আরাম কেদারা দেওয়া হইল ও বস্ত্রের যবনিকায় মণ্ডপের একাংশ ঘিরিয়া টিনের টবে জল পুরিয়া তাহা গোসলখানায় পরিণত হইল ও সাবান তোয়ালে vaseline আয়না চিরুণী, ব্রাস প্রভৃতি সেখানে দেওয়া হইল—বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েকটি ঢিলা পাজামা ও গেঞ্জি ও ফতুয়া আসিল। ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া আয়োডিন লাগাইয়া হাত, মুখ প্রভৃতি প্রক্ষালনান্তে সাহেবেরা অনেকটা সুস্থ হইল। তখন টেবিলের উপর গরম গরম চা, লুচি, ঘরে প্রস্তুত বহুবিধ মিষ্টান্ন, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ফলে কাঁচের বড় বড় ডিসগুলি

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বড় বড় গল্‌দা চিংড়ির কাটলেটে ও মাছের চপের সুগন্ধে ঘরটি আমোদিত করিয়া তুলিল। সাহেবরা এই অপ্রত্যাশিত আতিথেয়তায় অত্যন্ত প্রীত হইল আর বাঙ্গালী ভদ্রলোক কুঠিতে গেলে যেরূপ অসৌজন্য দেখায় তাহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইল। তখন কাশীশ্বর মুখ হাত নাড়িয়া অনেক করিয়া পরেশনাথের বংশমর্য্যাদার সুখ্যাতি করিতে লাগিল ও পরেশনাথের গুণাবলি সহস্রগুণে অতিরঞ্জিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তিত করিল। বাড়ীর মধ্য হইতে রুদ্রাণী কাশীশ্বরের এই চাটুবচন শুনিয়া তাহাকে জলযোগের মহাসমারোহে আপ্যায়িত করিলেন। সাহেবরা দেখিলেন পরেশনাথ আতিথেয়তায় মুক্তহস্ত হইলেও কথোপকথনে মিতভাষী; নিজের মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিতে স্বভাবজাত ক্ষমতাশীল; যেখানে নীলকর ও প্রজাদের প্রতি পরস্পরের আচরণের কথা আসিয়া পড়িতেছে সাহেবদের সহিত সামাজিক ভাবে কথোপকথনের পদ্ধতিতে পটু হইবার সুযোগ না পাইলেও পরেশনাথ সময়োপযোগী বাক্য-কৌশল প্রয়োগে আলাপের ধারা প্রসঙ্গান্তরে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বাহের কারণ তিরোহিত করিয়া দিতেছিলেন। আদব কায়দা সহকারে এইরূপ ভাবে ভদ্র ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া পরেশনাথ সুসজ্জিত তিনটি অশ্ব আনিয়া দিলেন। নিজের গোমস্তা ও পায়েককে সঙ্গে দিয়া সাহেবদের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী উলসীর কাছারীতে পাঠাইয়া দিলেন। কাশীশ্বরও সঙ্গ লইল।

ক্ষেত্রমণিকে হরণ করিয়া নিল।

(৯)

নায়েব কিশোরীমোহন সরকার উলসীর কাছারীতে নিজের শয়নকক্ষে স্প্রিংয়ের খাটে পালকের গদির উপর দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় বসিয়া এস্রাজ আলাপ করিতেছিলেন। বহুমূল্য চিত্র আস্তরণে আবৃত তাঁর কক্ষ-কুট্টিমে শয্যার নিকট রৌপ্য নির্ম্মিত পিকদানী, নিকটে রৌপ্য নির্ম্মিত বিশাল ফরসীতে বহু কারুকার্য্য খচিত রৌপ্য কলিকার উপরে ধূমপানের সুবিধার জন্য ঝালর মণ্ডিত তাপ নিয়ামক তাওয়া, ফরসীর মুখে বহু গজ বিস্তৃত চিত্রবিচিত্র সটকার দীর্ঘ নল, তাহাতে সোনার মুখুটি ঈষৎ বঙ্কিম। অম্বুরি তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরপুর। কিশোরীমোহন দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, সুন্দর, সৌখীন বিলাসী যুবা; যুগ্মভ্রূ, পদ্মপলাশ নেত্র বিশাল ললাট। এস্রাজে সুরের নেশা যেন ভাল করিয়া জমিল না। অন্যমনস্ক কিশোরীমোহনের শ্রবণ দুটি বুঝি এস্রাজের সুরের চেয়েও মিষ্ট কোন শব্দের প্রতীক্ষায় ছিল কিন্তু আশা বহুক্ষণ সাফল্যে বঞ্চিত হলে বুঝি হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে তাই কিশোরীমোহন বাদ্যযন্ত্র ফেলিয়া শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে গেল। রজনীর নিস্তব্ধতা শরীরিণী হইয়া যেন কিশোরীমোহনকে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাদের সন্তর্পণে পদসঞ্চারের অস্ফুট শব্দ, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা,

চুড়ি ও মলের অতি মিহি সুরের ঝঙ্কার! কিশোরীর বক্ষ স্পন্দন দ্রুততর হইল সমস্ত শরীরে দুরন্ত গরমের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিল। চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া গৌরহরি বলিল—"কর্ত্তামশাই! এসেছে।"

কিশোরী। নিয়ে এস।

অবগুণ্ঠনবতী ক্ষেত্রমণি প্রবেশ করিল—দরজা বন্ধ করিয়া গৌরহরি বাহিরে গেল। পাপোষে পা ঝাড়িয়া, সঙ্গে আনিত গামছায় অলক্ত-রঞ্জিত পা দুখানির সদ্য পথহাঁটার মলিনতা মুছিয়া লইয়া—ক্ষেত্রমণি কর্ত্তাকে প্রণাম করিল; কর্ত্তা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অবগুণ্ঠন লুণ্ঠন করিলেন, ক্ষেত্রমণি গোলাবী খিলিগুলি কর্ত্তাকে উপহার দিল। কোথায় গৃহ? কোথায় গৃহিণী! দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে বিব্রতা, ব্যতিব্যস্তা বহু পরিবার ভার বহনে ম্রিয়মানা—আর কর্ত্তা—বিলাসিনী বিহ্বল! নব নব ফুলমধু লুব্ধ, উচ্ছৃঙ্খল! কিছুক্ষণ রসালাপের পর ক্ষেত্রমণি কর্ত্তাকে বলিল, "আজ আপনার বাজনা শুনিব।" কর্ত্তার এস্রাজ বাজানো সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কর্ত্তা তখন তার ভাসা ভাসা চোখে চুমা দিয়া গাল টিপিয়া বলিলেন, "তুমি গাও সখি, আমি বাজাই।" ক্ষেত্রমণি সুকণ্ঠা; তার গানের সুরে, চোখের হাব ভাবে, পুরুষের মন মেতে ওঠে, মজে ওঠে, গ'লে যায়, আপনার সর্ব্বস্ব হারায়। ক্ষেত্রমণি গান ধরিল :—

গীত।

"কওনা কথা মুগ্ধ কলি'
লুব্ধ অলি গুঞ্জরে।
"ভুবন ভরা গানের মাঝে
স্থান লবি গো কবে॥

অই শুন প্রেমের পাখী
গুঞ্জে প্রাণ-পিঞ্জরে।
কেন আপন মাঝে মগন হ'য়ে
হৃদি-কুঞ্জে রবে॥
মলয় বহিছে মৃদু গন্ধ
তটিনী তুলিছে নব ছন্দ
নন্দন বন ছেয়ে
যৌবন গান গেয়ে
আদরে কে তোরে
ডাকে মধু রবে॥"

গান বাজনায় তরুণ তরুণী যখন আত্মহারা, বাস্তব জগতের সীমা ছাড়াইয়া, সুরের সাগরে, সুখের হিল্লোলে ভাসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গৌরহরি রুদ্ধ কবাটে উদ্বেগের কয়েকটি মৃদু কিন্তু দ্রুত আঘাত করিল। কর্ত্তা দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ব্যাপার কি?" ভয়চকিত কণ্ঠে গৌরহরি বলিল, "বড় সাহেবেরা প্রায় এসে পড়েছেন, শীঘ্র আসুন।" ক্ষেত্রমণিকে আত্মগোপন করিয়া সাবধানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া—কর্ত্তা বাহির হইয়া শশব্যস্তে কাছারি ঘরের দিকে গেলেন। সম্মুখে কাশীশ্বর। অপদেবতা দেখিলে লোকে যেমন চমকাইয়া ওঠে, সেই গভীর নিশীথে কাশীশ্বরকে দেখিয়াও কিশোরীমোহন চমকাইয়া উঠিলেন ও মনে মনে তিনবার শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া লইলেন।

নায়েব মহাশয়কে দেখিয়া কাশীশ্বর এক নিঃশ্বাসে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "এই যে দাদার আমার এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো। এই রকম করেই মরিস সাহেবের নায়েবিগিরি ক'রেছ দেখ্‌চি। তুমি কর্ব্বে নায়েবী আরকা শীশ্বর আবাগের প্রাণ যাবে তোমাদের সাহেবদের ঘোড়া খোঁজ,

খাবার জোটাও, আলো দাও, সঙ্গে ক'রে কাছারী নিয়ে চল। সব কাজেই কেবল কাশী বাবু, কাশী বাবু। কেন বাবু এত কেন! তোমার তো নায়েব গোমস্তা সব র'য়েছে। কাশীশ্বর গরীব বামুনের ছেলে তার উপর এত জুলুম কেন বাবু?" এই বলিয়া কাছারীটা যেন তারই এই ভাব করিয়া—"এই গৌর! এই জমাদার, এই চৌকিদার! কে কোথায় আছিস্ শীঘ্র আয়! বেটারা কেবল বসে বসে খাবে, কাজের বেলায় পেটের ভেতর একদম হাত পা সিঁধিয়ে যায়।"

এই অনর্গল বাক্যস্রোতে সহসা বাধা দিয়া বিরক্তির স্বরে কিশোরী-মোহন বলিলেন, "আঃ থাম না, এখানে এখন ফোঁপল দাদালি নাই কল্লে; যা কর্‌বার আমিই কর্ব্বো এখন তোমার আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নাই।"

কিশোরীমোহনের সেই সুরসিক সৌখীন ঢলঢ'লে ভাব মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এখন তাঁহাকে দেখা গেল—কর্ত্তৃত্বে চির অভ্যস্ত রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতি, সুন্দর তেজস্বী কর্ম্মঠ যুবা, অঙ্গে অঙ্গে যার কর্ম্মশীলতা। তিনি পলকের মধ্যেই ঘটনা সঙ্গতি ধারণা করিয়া লইলেন এবং বুঝিলেন সেই অবস্থা সঙ্কট হস্তের মুষ্টির মধ্যে আনিবার শক্তি ও পরিকল্পনা তাঁহার আছে। তিনি ডাকিলেন, "দেবী বক্স!" অমনি মাথায় পাগড়ী বাঁধা কপালে ত্রিপুণ্ড্র রেখা, মালকোচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ে অঙ্গরাখা আঁটা, হাসি মুখ—পরিপুষ্ট মাংসপেশী, পুরা ছয় হাত জোয়ান দীর্ঘাকার দৃঢ় এবং স্থূল অস্থি সম্পন্ন জমাদার দেবী বক্স সিং পাকা বাঁশের তেল চুক্‌চুকে লাঠি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। লাঠি ধরার দিকটি রূপা দিয়া ও মাথার দিকটি লোহা দিয়া বাঁধান। সঙ্গে সঙ্গে ৭।৮ জন বরকন্দাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বেশভূষা প্রায় জমাদারের মত তবে তাহাদের লাঠিগুলি কোন ধাতু দিয়া বাঁধান নয়। জমাদার আসিয়া

"হুজুর" বলিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল ও সঙ্গে সঙ্গে বরকন্দাজগণ ঐরূপ সেলাম দিল। তাহাদের দেখিয়া ও নায়েব মহাশয়ের প্রতি তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা বুঝিয়া কাশীশ্বর চুপ করিয়া গেল, সে বুঝিল যে, এখানে আর বেশী নিজেকে জাহির করিতে গেলে যেটুকু সম্মানের স্থান সে অধিকার করিয়াছে তাহার সেটুকুও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এমন কি তাহার প্রকৃত স্বরূপও সাহেবদের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে, তাই গুঢ় ফণা সর্পের মত সে তার বিষদন্ত তার মস্তিষ্কের কুচক্রের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিল সময়ান্তরে পূর্ণবেগে প্রকাশের জন্য। এক্ষণে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল—"দাদা নইলে কি কেও তাল ঠাণ্ডা কর্ত্তে পারে; তুমি কিছুতে হঠ্‌বেনা দাদা।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কিশোরীমোহন জমাদার বরকন্দাজগণের অগ্রে অগ্রে দ্রুত সাহেবদের সন্মুখে গেলেন ও সসম্মানে তাঁহাদের কাছারিতে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। কিশোরীমোহনকে লোকে "কর্ত্তা" বলিয়া ডাকিত। এখন দেখা গেল তাঁহার সে খেতাব সার্থক। অল্প কথায়, স্পষ্ট, কোমল কিন্তু দৃঢ়স্বরে ও সহজবোধগম্য তাঁহার আদেশ-গুলি জমাদার ও বরকন্দাজগণ এত দ্রুত এত সম্মানের সহিত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পালন করিতে লাগিল যাহাতে বোঝা যায় তিনি যেন কর্ত্তা হইয়াই জন্মিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার ও বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া আগন্তুক সাহেবদিগকেও দেখা গেল যে নায়েব মহাশয়ের সম্বন্ধে কথা হইলে তাঁহারাও তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। যদিও উলসীর কাছারী মরিস সাহেবের সেখহাটির কন্‌সার্নের অন্তর্গত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আগন্তুক সাহেবগণ তাঁহার মুনিব নন তথাপি চাকুরীজীবী কিশোরীমোহন এটুকু জানিতেন যে যখন গৌরাঙ্গ তাঁহার মুনিব তখন যে কেহ গৌরাঙ্গ হইবে সেই তাঁহার মুনিবজাতি, অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত,

ইষ্টদেবতার দলের অন্তরঙ্গ। ব্রাহ্মণ সন্তান কিশোরীমোহন সাহেবের চাকুরী করিয়া সাহেব না হোন, সাহেবী ভাবের আচ্ছন্নতা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া কর্ম্মে অনাস্থা আসিয়াছিল বংশগত ইষ্টদেবতার পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও তাঁহার স্বজাতীয়দের—ইষ্টদেবতা ও ইষ্টদেবতার অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। সেই ইষ্টদেবতার অন্তরঙ্গগণের পূজায় কিশোরীমোহন কায়মনোবাক্য প্রদান করিলেন ও অল্পক্ষণেই সাহেবদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন ও বুঝিলেন যে সাহেবেরা রাত্রির মধ্যেই বহু কুঠিতে কতকগুলি জরুরী সংবাদ পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন এবং নিজেরাই সেই সকল সংবাদবাহকের কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় পারেন নাই। কর্ম্মপটু কিশোরীমোহনের বন্দোবস্তে ও তৎপরতায় প্রীত হইয়া সাহেবরা রাত্রির জন্য বিশ্রামের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় কিশোরীমোহন বলিলেন—"হুজুর বাহাদুরের যদি কোন সংবাদ রাত্রির মধ্যেই কুঠিতে পাঠাইতে হয় বান্দা তাহার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারে!"

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(১০)

ছোট হিল সোল্লাসে বলিল "পার্ব্বে তুমি 'কর্ত্তা'।"

কি। "হুজুর বাহাদুরের পিতার কাছে আমার প্রথম চাকুরী আর আমি পার্‌বোনা আপনাদের কায কর্ত্তে ?"

ছোঃ হি। ওঃ কর্ত্তা তুমি আমাদের কন্‌সার্ণে কায ক'রেছিলে তবে তুমি নিশ্চয়ই পাকা লোক। আমার এই পাচঠা কুঠিতে এই চিঠিগুলি আজ রাতের মধ্যে পাঠান চাই।

কুঠিগুলির তালিকা ও চিঠিগুলি লইয়া নায়েব মহাশয় বরকন্দাজদের যথাবিধি উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন ও সাহেবদের জানাইলেন যে আদেশানুযায়ী পত্রগুলি তিনি বরকন্দাজ মারফত পাঠাইয়া দিয়াছেন। দন্তরুচি কৌমুদী ছটায় নায়েবের শঙ্কার আঁধার সরাইয়া দিয়া গালভরা প্রসাদ হাসি হাসিয়া—ছোট হিল বলিল "বাহবা! কর্ত্তামশায়। আপনিই আমার পিতার উপযুক্ত কর্ম্মকারক।"

কিশোরীমোহন যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। চাকুরী চাওয়া করার গুখুরী জীবন আজ যেন তাঁর ধন্য হলো।

এদিকে কাশীশ্বর দেখ্‌লো যে হাওয়ায় থাক্‌লে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পার্ত্তো, নায়েব মহাশয়ের কৌশলে সে হাওয়া বদ্‌লে গেল।

ইহাতে সে নায়েব মশায়ের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল, আর নিজেকে নিতান্ত খাপছাড়া মনে ক'রে জল হইতে সদ্য তোলা মৎস্যের ন্যায় হাঁফাইতে লাগিল। সে তখন সাহেবদের সেলাম করিয়া বিদায় হইতে চাহিল। বুদ্ধিমান নায়েব মহাশয় সাহেবদের খাস কামরায় আর তাঁহাকে ঢুকিতে না দিয়া নিজে ভিতরে গিয়া ধন্যবাদ সহ হুকুম আনাইয়া দিলেন ও পুণ্যপুরের কাছারীর গোমস্তা ও বরকন্দাজের সঙ্গে কাশীশ্বরকে বিদায় দিলেন। তারপর একটি খানসামা দিয়া সাহেবদের সোডা ও হুইস্কি প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। সাহেবদের মন একেবারে ভিজিয়া গেল, তারা নায়েব মশায়ের হাতের মুঠির মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রতি খেয়ালের তপ্ততরঙ্গে নিজের মাথা বেতসী লতার মত নত ক'রে পেতে দেয়, তাদের স্বার্থপরতার উদ্দাম অসংযত বহ্নিশিখা অপরের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে জলে উঠ্‌চে কিনা সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই স্বার্থপরতার অগ্নিতে চাটুতার সহজদাহ্য সুরভি ইন্ধন জুটিয়ে দেয়, চাকুরী চাওয়ার এমন চাকরকে বিবেক-বুদ্ধি বর্জ্জিত কোন্ উচ্ছৃঙ্খল মনিবে পছন্দ না ক'রে থাকৃতে পারে।

সাহেবেরা মদ খাইতে আরম্ভ করিল ও মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগিল, অনুমানে বোঝা গেল বেলা দশটার পূর্ব্বে আর তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। নায়েব তখন হৃষ্টচিত্তে নিজ কুঞ্জে ক্ষেত্রমণির নিকট ফিরিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে ক্ষেত্রমণি বিদায় হইল।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পেচকের তীব্রধ্বনি শোনা গেল। একবার, দুইবার, তিনবার। ভোগক্লান্ত নায়েবের চক্ষে তন্দ্রার জড়িমা জাঁকিয়া বসিয়াছিল। তিনি সে শব্দ গ্রাহ্যও করিলেন না। হিল ও মারে মদ্য পানে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও শুনিতে পাইল না। কিন্তু ফিলিপ্‌স মাতাল হয় নাই সে শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিল ও শব্দ

লক্ষ্যে কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া দেখিল ঝোপের আড়ালে বরকন্দাজ বেশী জনৈক বঙ্গ যুবা। দু'জনে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শের পর ফিলিপ্স বলিল—রাঘব সর্দ্দার, ঘোড়া কোথায় ?

রা। ঐ পুকুরের পাড় ছাড়িয়া বটগাছের তলায়।

দু'জনে তখন পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। পুকুরের পাড় ছাড়াইতেই সম্মুখে দেখিল—একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী একটি পুরুষের সঙ্গে চলিয়াছে।

ফিলিপস্ বলিল—"সর্দ্দার! শিকার! তুমি ঘোড়া তৈয়ারী কর আমি দেখচি।" রাঘব ঘোড়ার দিকে চলিয়া গেল। সাহেব অগ্রসর হইয়া বলিল—"এত রাত্রে কি যায়?" ক্ষেত্রমণি গৌরহরিকে সাথে করিয়া অভিসার হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। সহসা সাহেবকে দেখিয়া দুইজনেই চমকাইল। গৌরহরি লম্বা এক সেলাম ঠুকিয়া বলিল—"হুজুর! আমার খুড়ি কুটুমবাড়ী এসেছিলেন. তাঁকে বাড়ী রেখে আস্‌তে চ'লেছি। ফিলিপস্ বলিল—"তোমার খুড়ী, দেখি!" এই বলিয়া সে ক্ষেত্রমণির হাত ধরিয়া তাহার মুখের পরে নির্লজ্জ কামুক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গৌরহরিকে বলিল—"মিথ্যাবাদী, বজ্জাত। এ তোমার খুড়ী কেন হবে; এ যে স্বর্গের সুন্দরী, এ আমার পছন্দের মেয়েমানুষ; তোমার সঙ্গে কেন যাবে, তুমি শালা বজ্জাত, তুমি যাও জাহান্নামে" এই বলিয়া সবুট পদাঘাতে গৌরহরিকে সটান লম্বা ভাবে পগারে ফেলিয়া দিয়া বিকট হাস্যে ক্ষেত্রমণিকে বলিল—"চল সুন্দরি! আমার সঙ্গে মেম সাহেব হবে।" ক্ষেত্রমণি ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিল, তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। সাহেব তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কামোদ্ধত দুর্দ্দাম পশুর মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল ও বক্ষে নিষ্পেষিত করিতে করিতে তাহার মুখে ঠোঁটে গালে সবলে

চুম্বন দিতে লাগিল। "মাগো" বলিয়া ক্ষেত্রমণি সাহেবের বাহুর বন্ধনের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া সাহেবের বুকে ঢলিয়া পড়িল। ভয়ে তখন তাহার মনের সকল সরস প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়াছে; শৃঙ্গারভাবের উদ্দীপনা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণি চিরদিনই যথেচ্ছাচারিণী কাহারও শাসনের মধ্যে কোন দিনই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিতা রাখিতে পারে নাই। তাই অনিচ্ছায় বলাৎকারের বিভীষিকা তাহার একগুঁয়ে মনোবৃত্তির পক্ষে অতি ভীষণ হইল সে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে একবার সর্ব্বায়বের সকল শক্তি নিযুক্ত করিল, কিন্তু সাহেবের বাহু লৌহবন্ধনে তাহাকে এমন করিয়া ধরিয়াছিল যাহাতে তাহার সর্ব্বায়বের সর্ব্বাতিশয়ী উদ্যম এই বন্ধনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই; বরং ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সেই বন্ধন আরও দৃঢ় আরোও ভীষণ হইল, ক্ষেত্রমণির জীবনীশক্তির স্বচ্ছধারা নিস্প্রভ ও ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে লুপ্ত হওয়ার মত হইল তাহার সকল ইন্দ্রিয় এলাইয়া পড়িল, সে জ্ঞান হারাইল। ক্ষেত্রমণির দোহারা গড়ন; তাহার দেহের ভারও নিতান্ত লঘু নয়। কিন্তু অদ্ভুত বলশালী অতি দীর্ঘাকার ফিলিপ্‌সের পক্ষে তাহার দেহ পক্ষিশাবকের অপেক্ষাও লঘুতর বোধ হইল। অবলীলায় সে তরুণীর দেহবল্লী ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইল চক্ষের নিমেষে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ বাহুর আবেষ্টনে তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। নির্ম্মেঘ নৈশাকাশে কক্ষচ্যুত দুষ্ট গ্রহের মত সেই তেজস্বী অশ্ব নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া ধরা-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ছুটিল। পাছু পাছু রাঘব সর্দ্দারের ঘোড়া ঝড়ের মত চলিল।

কুমন্ত্রণা।

(১১)

ফিলিপ্স্ গুপ্তপথে রামনগরের কুঠিতে প্রবেশ করিল। ক্ষেত্রমণির অচৈতন্য দেহ ভিতরের গুপ্তকক্ষে পালঙ্কের উপর শোয়াইল। পাহারার জন্য রহিল নাটার মত চোখ, বাটার মত মুখ, লম্বা দেহ, লম্বা, গ্রীবা, চেলা কাঠের মত হাত পা, শোনের নুড়ির মত অবিরল, ঘন কুঞ্চিত অর্দ্ধপক্ক কেশরাজী রামীর মা বুনানী। তাহার পর সে ভ্রমণ-মলিন পরিচ্ছদ খুলিয়া গোসল ঘরে প্রবেশ করিল। শীতল জলভরা বিশাল টবে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরক্ষণে সুগন্ধ-সঞ্চারি ফেনকে সর্ব্বাঙ্গ ফেনিল করিয়া সযত্নে ধৌত করিল।

সারাদিবসের ক্লেদ চলিয়া গেল। সে তখন গ্লানিহীন অম্লানকান্তি প্রাপ্তসুখ, সুস্থ তারুণ্যের লাবণ্যে প্রিয়দর্শন হইল। ফিলিপ্স্ জানিত যে তাহার সেই জমকালো দেহের সমারোহ, সমুন্নত সুঠাম মনোজ্ঞ মানবদেহের একখানি গৌরবোজ্জল নমুনা এই আত্মপ্রত্যয় ও এই আত্মানুভূতি তাহাকে প্রেতযোনির ন্যায় সর্ব্বদা আবিষ্ট করিয়া রাখিত, তাই যাহাতে তাহার দেহের আড়ম্বর সর্ব্বদা সর্ব্বথা অক্ষুণ্ন থাকে সে বিষয়ে তাহার বিনিদ্র চেষ্টা জাগরুক থাকিয়া নিত্য আত্মপ্রকাশ করিত। এক্ষণে সম্মুখে কূট রাজনৈতিক মন্ত্রণা, জীবন মরণের জরুরি

অল্পনা, ইহা সম্পূর্ণ জানিয়াও ফিলিপ্স্ রুজ, পাউডার; ক্রিম প্রভৃতি ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিল না। অভিনিবেশ সহকারে বেশ-ভূষায় পারিপাট্য করিয়া দক্ষহস্তে এমন কৌশলে সেগুলি সংন্যস্ত করিল, তাহাতে যাহাদের চক্ষু পুরুষের প্রসাধন কৌশলের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত নয় তাহারা প্রথম দর্শনেই মনে করিবে লোকটি বেশ সাদা সিধে বসন-ভূষণ ও প্রসাধনে তাহার তত লক্ষ্য নাই। সাদা গোজা মনের মত হইলে ফিলিপ্স্ নিজের মুখের ভাব মনের বলে পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। তামসী চিন্তাবলিতে তাহার মুখমণ্ডল সহজেই ঘোর দর্শন দেখাইত, অধুনা ঘোরদর্শন মুখমণ্ডল প্রিয়দর্শন হইল, গাল ভরা অহেতুকী হাসি, চোখে বন্ধুভাবের স্নিগ্ধ জ্যোতি, মোলায়েম কণ্ঠ কাপট্যের ভিত্তিভূমিতে সরল উদার ভাবে মুখমণ্ডল চিত্রিত করিয়া সৌজন্যের ঋজুতা লইয়া ফিলিপ্স্ নিজের হলঘরে প্রবেশ করিল।

একখানি গ্রামের মত প্রকাণ্ড সে হল মৃগয়াহত গতজীব দুর্দ্দমনীয় হিংস্র পশুগণের খণ্ডিত ছিন্ন ভিন্ন অবয়ব সংস্থানে ও নানাবিধ বন্দুক রিভলভার, লাঠি, সোটা, সড়্‌কি, টাঙ্গি, তরবারি, তীর, ধনুক প্রভৃতি প্রহরণে ভীমদর্শন ও ভয়াল; উদ্দাম বন্য প্রকৃতির মত অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে, অপারিপাট্যের অনির্ব্বচনীয় পারিপাট্যে ভৌতিক ব্যাপারের মত অলৌকিক, অস্বাভাবিক দেখাইতেছিল।

সেখানে সাহেবী পোষাক পরা দুটি লোক আরাম কেদারায় শুইয়া ছিল। ফিলিপ্স্‌কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন সমুন্নত ভীমদেহ। তাঁহার যুগ্ম গুম্ফ ওষ্ঠ ব্যাপিয়া উভয় কর্ণ জড়াইয়া স্কন্ধমূল স্পর্শ করিতেছে। ফিলিপস্ ইঁহার প্রসারিত করশাখা সাগ্রহে বিমর্দ্দন করিয়া বলিল :—

"সুস্বাগত" মন্‌সিউর (monsieur) গুর্কি !

মহান্ রুষ ভল্লুকের গুপ্ত মন্ত্রণার দক্ষ হস্ত, উদীয়মান যাঁর প্রতিভার রক্তরাগচ্ছটা মন্ত্রণা ও আয়োজনের কুহেলীজাল ভেদ করিয়া রাজনীতির বিশাল গগনের দিক্‌চক্রবাল শত ভাস্করের তেজে উদ্ভাসিত করিবার জন্য সমাসন্ন; অদূর ভবিষ্যতে যার মনীষা ইউরোপ ও এসিয়ার মানচিত্রে পরিবর্ত্তনের ধারা আনিতে বাধ্য; স্বাগত হে মহীয়ান্, সুস্বাগত এই দীনের কুটীরে।

প্রত্যভিনন্দন করিয়া গুর্কি মিষ্টকণ্ঠে বলিল:—

আপনার এই অযোগ্য দাসের ক্ষমতা অতিরঞ্জিত করিলেও, ভবদীয় ভবিষ্যদ্বাণী মহাশয়ের এই অধম ভৃত্যের ও তাহার প্রাণপ্রিয় সম্রাটের প্রতি যে সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে তাহার জন্য আমরা চিরঋণী রহিলাম। সংশয় ও আশঙ্কা লইয়া আমরা প্রথমে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকি। কারণ আপনি ব্রিটন ও নীলকর। ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যের পাকা বুনিয়াদ ব্রিটন ও নীলকর। তাই আমরা বড়ই ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়াছিলাম।

ফি। যেখানে ভয় সেইখানেই জয়।

গু। সত্যই তাহা। এখন আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদে পদে আত্মপরীক্ষার যত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা পাইতেছি তাহাতে বুঝিয়াছি, ভবিষ্যৎ-ভাগ্যে জয়পরাজয়ের ফলাফল যাহাই হউক আপনি আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, পূজ্যপাদ মহনীয়কীর্ত্তি রুষসম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনার স্বপ্নকে—জ্বলন্ত সত্যে পরিণত করিবার মহামনীষী আপনি, অখণ্ড যাঁহার আধিপত্যের পতাকার তলে সমাকৃষ্ট চুম্বকের আকর্ষণে, নির্ভীক যুবজনের লৌহকঠিন দোর্দ্দণ্ড।

ফি। লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ। আমার তরবারি, আমার মস্তক রুষ সম্রাটের চরণ তলে। জগদ্ব্যাপী যাঁর মনীষার ভাতি, যাঁর অদ্ভুত

মন্ত্রগুপ্তিময় কূট বুদ্ধির শাণিত খড়্গ ব্রিটিশ কুচক্রের তন্তুজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতেছে রুষিয়ার সেই জনপ্রিয় পররাষ্ট্র-সচিবের জয় জয়কার। মহাশয়ের অভ্রান্ত বুদ্ধি পাত্র নির্ব্বাচনে উদ্‌ভ্রান্ত হয় নাই। চন্দনের গন্ধ যেমন ঘর্ষণে ঘর্ষণে বৃদ্ধি পায়—এ অধীনের বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মপটুতা সঙ্কট হইতে সঙ্কটতর ঘটনা সংঘটনের কাল যতই প্রত্যাসন্ন হইবে ততই বুঝিতে পারিবেন। আমি ব্রিটন হইলেও ব্রিটন, নহি, নীলকর হইলেও নীলকর নহি! মনুষ্যের জন্মজাত অধিকারবাদী আপনার দোর্দ্দণ্ডে আস্থাবান্, ভাগ্যলক্ষ্মীর অনিসন্ধিৎসু যুদ্ধজীবী আমি। তাই ঝাঁপাইয়া পড়ি, তমসাচ্ছন্ন অদৃষ্ট-সিন্ধুর ঘূর্ণাবর্ত্তময় ফেনিল জলে, অক্লান্ত কর্ম্মের পূর্ণানন্দের উৎসাহে, আপনার ভাগ্য আপনি গড়িব বলিয়া। নিশ্চিন্ত হোন্ মন্ত্রিবর! অর্থ ও আয়ুধ সংগ্রহে সাচ্ছল্য দেখান, আপনার বদান্যের প্রাচূর্য্য থাকিলে বিশ্বস্ততা ও বল সংগ্রহের অপ্রাচুর্য্য এ পক্ষ হইতে হইবে না—ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

গু। শত সহস্র ধন্যবাদ। এই প্রত্যয়জনন নিশ্চিতবাক্যের জন্য উত্তর পশ্চিম প্রান্তের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া, পুলিশের চক্ষুতে ধূলি দিয়া বঙ্গসিন্ধুর উদ্বেলিত বেলায় লক্ষ তটিনীর বেণীপরা, শস্যভরা—বঙ্গবসুন্ধরায় আসিয়াছি। আর সঙ্গে আনিয়াছি মহারাষ্ট্র কুলতিলক রঘুনাথ রাওকে—ন্যায়ানুমোদিত ধর্ম্মানুমোদিত ভারতের সম্রাট, দিল্লীর সম্রাট মহারাষ্ট্র-কেশরী নানাসাহেবের প্রতিনিধি ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

ফিলিপ্স সাগ্রহে রঘুনাথের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল :—

আজ জীবন ধন্য হলো। কিন্তু দুর্জ্জেয়তার কুহেলি আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করেছে, তাই বুঝি বাস্তবতার সত্যের আলোক আমার বুদ্ধিকে স্পর্শ কর্ত্তে পাচ্ছে না; সর্ব্বত্র রাষ্ট্র বিশ্রুতকীর্ত্তি নানাসাহেব, ইংরেজ সেনার কীর্ত্তিহারী নানাসাহেব, ইহজগতে আর নাই।

র। ঐরূপ ভাবে জনমত বিস্তারের চেষ্টা আমাদের পক্ষ ও ইংরাজ পক্ষ উভয় পক্ষ হইতেই হইয়াছিল আমরা চাহিয়াছিলাম ইংরাজের গুপ্তচরের অবহিতত্ব পরিহার করিতে আর ইংরাজ চাহিয়াছিল বিদ্রোহাগ্নির পুনরুদ্দীপন নিবারণ করিতে।

ফি। বর্ত্তমানের প্রকৃত অবস্থা কি?

র। নানাসাহেব মহারাজ সুস্থ ও নিরাময়। রুষ সম্রাট তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, নেপাল রাজ তাঁহার সহায় অসংখ্য মারাঠা যুবক তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত, মহারাষ্ট্রের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বস্বদানে কৃতসঙ্কল্প। আমাদের সঙ্গে যোগ দিন, কি পুরস্কার চান বলুন।

ফি। আপনাদের অনুগ্রহই আমার পুরস্কার। তবে পুরস্কারের কথাই যখন উঠ্‌লো, তখন দাবীর কথাটা খোলসা ক'রে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কথায় বলে, আগের ঝগড়াই ঝগড়া, শেষের ঝগড়া পেজোমি। শিকারী বাজ যেমন নভোনীলিমায় খরদৃষ্টিতে অবাধগতিতে শিকার অন্বেষণে ছোটে—আর শিকার দেখিলে শিকারের উপর বজ্রবেগে আপতিত হয়—তেমনি আমার চালিত নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, মুচি ও মুসলমান জোয়ানে গঠিত যুবজনোচিত বিক্রম প্রকাশের উল্লাসে উৎফুল্ল, পরবলঘাতী, চণ্ডবেগ, লঘুগতি বরকন্দাজ সৈন্য বাঙ্গালা মায়ের শ্যামল বক্ষে অদম্য বীর্য্যে তাণ্ডব নৃত্য কচ্চে। শত্রু-শোণিত পিপাসু রণদক্ষ তারা; ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর মাউলা সৈন্য যেমন মোগল বাদসার নিদ্রাহীন চোখে সর্ষের ফুল ফুটিয়ে দিইছিল, সময়কালে দেখ্‌বেন আমার এই বাঙ্গালী বরকন্দাজ সৈন্যের খেলায় বিপক্ষপক্ষের নাভিশ্বাস উঠ্‌ছে। যখনি প্রয়োজন হবে আমার এই বরকন্দাজ সৈন্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতায় ঈপ্সিত ফল প্রদান কর্‌বার শক্তি রাখে এরূপ লক্ষ লোক সংগ্রহে আমার বিলম্ব হবে না। ফোর্ট উই-লিয়মেও আমার লোক আছে, আসল গোরা। বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড্ডীয়মান হ'লেই দুর্গ আমাদের পদতলে ও সমগ্র বঙ্গদেশ আমাদের শাসনাধীনে অনায়াসে আস্‌বে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কেবল অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করুন। আর সব ভার আমার উপর। পুরস্কার যদি দিতে চান তবে বলি আমার অন্তর্নিহিত দুর্নিবার যুদ্ধোৎসাহ চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাওয়াই আমার পুরস্কার, কীর্ত্তির অম্লান মালা কণ্ঠে পরাই আমার পুরস্কার বিস্মিত ধরাবাসীর অপলক নয়নের অকৃত্রিম প্রশংসার দৃষ্টিই আমার পুরষ্কার, ইহার উপর যদি আপনারা আপনাদের বদান্যের পরিচয় দিতে চান, প্রাণঢালা সেবাগুণের ঋণ শোধ করিতে চান তবে বঙ্গের সিংহাসনই আমার কাম্য। মহারাষ্ট্রকেশরী ভারতেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মহামান্য রুষসম্রাটের সন্ধির সর্ত্ত অক্ষুন্ন রাখিয়া বঙ্গের সিংহাসন আমি প্রার্থনা করি। যদি আমার দাবী ন্যায় সঙ্গত মনে করেন তবে বর্ত্তমানে আপনাদের কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করুন।

গু। আপনার দাবী অযৌক্তিক নয় কিংবা তাহার সম্মান রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই নিন্ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা কায হাসিল করুন, টাকা, অস্ত্র বা প্রয়োজন হইলে সৈন্যের অভাব হবে না। কিন্তু সাবধান যদি প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা থাকে তবে যতই বীরপুরুষ হোন, আপনার জীবনের জন্য এক কপর্দ্দক মূল্যও কেহ দেবে না। রুষ ভল্লুকের উদ্যত রোষের বিদ্যুতে সদ্যমৃত্যুর হাত হ'তে পরিত্রাণ কাহারও নাই।

এই বলিয়া গুর্কি পকেট বহি হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া

ফিলিপ্‌সের হাতে দিল। লোলুপ দৃষ্টিতে সেগুলি দেখিয়া লইয়া উভয়কে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া ফিলিপ্‌স বলিল ;—

মন্‌সিওর গুর্কি! শ্রীমন্ত মহারাজ রঘুনাথ রাও! আপনাদের বদান্য মানুষের লৌহহৃদয়কে চুম্বকের আকর্ষণে ট্যানিয়া আনে। রুশিয়ার জার পৃথিবীব্যাপী অধিকার বিস্তার করুন, শত্রুসূদন নানাসাহেব অমর-জীবন লইয়া চিরকালের জন্য ভারতলক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী করুন আর আমার মত শত শত ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের তরবারি তাঁহাদের শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে তাঁহাদের পদতলে স্থাপিত হৌক।

ইহার পর তাহারা গভীর আলোচনায় নিযুক্ত হইল।

আমতলার মাঠ।

(১২)

অয়নান্ত বৃত্তের নিদাঘ-সূর্য্য চণ্ডকিরণে যাকে দগ্ধ ক'রে রেখেছিল, তৃষাতুর সেই ধরা বক্ষ বর্ষাগ্রবারির অজস্র ধারা সাগ্রহে ধারণ করিল। ফলপ্রসূ হইবার রসভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইয়া শীতল হইল। কৃষীবল-বহুল বঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রান্তরে প্রান্তরে জীবনী শক্তির সাড়া পড়িয়া গেল। লাঙ্গলের জো হয়েছে, লাঙ্গলীর নিশ্চেষ্টতা অসম্ভব। সারা বৎসরের খোরাক, ছেলে মেয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ, মহাজনের ঋণ শোধ, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় ও সঞ্চয় সকলি নির্ভর কচ্চে আজিকার আত্মনিয়োগে এই দেবতাদত্ত সুযোগ সদ্ব্যবহারের পুরুষকারে।

নীলকরও নিশ্চেষ্ট নয়—জমির জো হইলেও প্রথম মোহড়ায় বীজ বোনা না হইলে নালের অতবড় কনসার্ণগুলি সব বেকার বসিয়া থাকিবে।

বেলা প্রায় দশটা বাজে। বৃদ্ধ লতিফ সেখ প্রাণপণে লাঙ্গল চষ্‌চে। পান্তা ভাতের থালা মাথায় ক'রে চুলের গোছা নাচাতে নাচাতে ফুলবিবি এসে বল্‌লে—"সে কি নানা! তুমি একা চষচো যে?"

ফুল বিবি কালো. কিন্তু দেখ্‌তে ভালো, বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে নবসঞ্জাত তার কৈশোর কখন পুষ্পধনুর অধিকারে আসিল সে তাহা বোঝে নাই কিন্তু কণ্ঠে তার অভিনব মধু, নয়নে তার লজ্জা, চরণে তার লীলা গতি, সাধু মালের ছেলে বাঁশী মালের চোক এড়াইতে পারে নাই। বাঁশী ব'লেছিল যে সে সকালে বৃদ্ধ লতিফের সাহায্যে নিজের লাঙ্গল গরু নিয়ে আস্‌বে, কিন্তু কোনখানে তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ফুলবিবি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এই আজ প্রথম তার কাছে কথা দিয়ে বাঁশী মাল কথা রাখে নি।

লতিফ বল্ল—"একা ছাড়া আর দোকা কোথা থেকে হবে দিদি। আর কি আমার বারি আর গণি বেঁচে আছে। তুই হাতির মত জোড়া বেটা যমের মুখে তুলে দিয়ে যমের অরুচি বুড়ো একা প'ড়ে আছে একা, বড় একা, কে তার সাহায্য কর্ব্বে দিদি।" অঝোরে চ'খের জল ঝরতে লাগ্‌ল, লাঙ্গল ছেড়ে বুড়ো বসে পড়ল। বর্ষীয়সী গৃহিণী যেমন ছোট ছেলেটকে কোলে তুলে নিয়ে ভোলায় সেই রকম ক'রে সেই ছোট মেয়েটি তার বুড়ো পিতামহকে ভোলাতে লাগ্‌ল।

হিড় হিড় ক'রে গরু তাড়াতে তাড়াতে লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে বাঁশী মাল ও তার সখা মাখম ঘোষ এসে পড়লো, সঙ্গে পাঁচন হাতে দু'জন রাখাল।

ফুলবিবি বল্ল—এত দেরী কল্লে বাঁশী দাদা! নানার যে ভারি কষ্ট হ'য়েছে। তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।

মাখম। ফুল দিদি ওকে বকিস্ না ও বড় মার খেয়েছে। দেখ্‌না পিঠ কেটে কোড়ার দাগ ব'সে গিয়েছে।

সজল চোখে ফুলবিবি দেখ্‌লো বাঁশীর পিঠময় দাগড়া দাগড়া মারের দাগ, রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। সে দিকে লক্ষ্য না ক'রে বাঁশী দিব্য লাঙ্গল

চষ্‌তে লাগিয়ে দিল। মাখমও সেই সঙ্গে যোগ দিল। ফুলবিবি আঁতকাইয়া উঠিল, চেঁচাইয়া বলিল, ওমা অমন ক'রে কে মাল্লো গো।

বাঁশী। যারা মারে; লাঙ্গলের জো হ'য়েছে। আগে সাহেবদের নীলের জমি চষ্‌তে হবে পরে নিজেদের ক্ষেত চষো। আর নীল বোনা হবে নিজেদের জমার সেরা ভুঁই গুলিতে। দলে দলে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার নিচ্চে। আমিও কয়দিন বেগার দিয়েছি। ফের আজ বলে বেগার দিতে। আমি বলি—বিশ্বাস দাদার জমিতে আজ যাব, আজ মাপ কর তাই গোমস্তা মশায় সোহাগ ক'রে পিঠে কোড়া বুলিয়ে দিলেন। শেষে মাখম শুদ্ধ প'ড়ে একজনের কায দুজনে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌চি তোদের কাছে। জো চ'লে গেলে তোদের এবারকার চাষ একদম মাটি হবে যে।

এই বলিয়া তাহারা সোৎসাহে জমি চষিতে লাগিল।

সহসা পরুষ কণ্ঠে কে বলিল—"লতিফ বিশ্বাস! বড় গোস্তাকি; তোমার এই আমতলার জমি এবার তোমাকে চাষ কর্ত্তে বারণ করা হইছিল না? সরকার থেকে নীল বোনা হবে ব'লে! কি! কথা কচ্চ না যে?

সকলে সভয়ে দেখিল তেজস্বী অশ্ব পৃষ্ঠে স্বয়ং দেওয়ান বাহাদুর লক্ষ্মীকান্ত, পশ্চাতে তাঁর বরকন্দাজ সেনা।

লতিফ। কি কথা বল্‌বো হুজুর—জোড়া বেটা পেটে পুরিচি তবু তো পোড়া পেট পোরেনি—এ জমিটুকুতে নীল বুনলে খাবো কি?

লক্ষ্মী। গাছের পাতা খাও কি আকার ছাই খাও আমার তা দেখ্‌বার দরকার নাই। আমি সরকারি চাকর—সরকারি কাষ হাঁসিল কর্ব্বো, ইথে তোমরা থাকো কি যাও আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

লতিফ। তবে সরকারি কায সরকারি লোক দিয়ে সরকারি খাস জমায় হাঁসিল করুন হুর,—আমাদের বেগার খাটানইর বা কেন আর আমাদের নিজেদের জোতের জমায় নীলই বা বোনেন কেন?

লক্ষ্মী। কেন? হারামজাদা বাঁদীর বাচ্চা তোমার মত কুকুরের কাছে কৈফিয়াত দেব আমি। শোন্ বেইমান্ বজ্জাত এখুনি এই জমিতে নীল বোন্ পাইকের কাছে কাঠা পোয়া নীলের বীজ আছে। শিগ্‌গির নিয়ে নীল বোন্।

লতিফ। গালাগালি কর্ব্বেন না হুজুর—নীল আর বুন্‌বো না আমরা।

লক্ষ্মী। এত আস্পর্দ্ধা!—এই বলিয়া হাতের সেই ভারি চাবুক দিয়ে লতিফ বিশ্বাসকে সজোরে প্রহার করিলেন। বিদ্যুতের বেগে ফুলবিবি বুড়াকে জড়াইয়া ধরিল চাবুকের বাড়ি সজোরে পড়িল ফুলবিবির কোমল অঙ্গে। ছিন্ন বল্লরীর মত কিশোরী অচেতন হইয়া ভূপতিতা হইল। বাঘের মত গর্জ্জিয়া বাঁশী মাল লক্ষ্মীকান্তকে আক্রমণ করিল। রকিব সেখ চালিত বরকন্দাজ সেনা হুহুঙ্কার করিয়া সম্মুখে বেড় দিল। খেলিতে লাগিল লাঠি বাঁশী মালের হাতে, দোয়ার দিল মাখম ঘোষ। বয়সে তারা নবীন কিশোর, অত্যল্প তাদের যৌবন কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল প্রবীণের তারা দীক্ষা-গুরু। তাদের লাঠির চোটে এক এক ক'রে বরকন্দাজ সেনা আহত হ'য়ে পিছু হট্‌তে লাগ্‌লো। রকিব সেখ চিন্তিত হলো। বালক বাঁশী তারি গুরুর মন্ত্র শিষ্য, তার প্রাণ-হানি বা অঙ্গহানি কর্ব্বার উদ্যমে নিজের অন্তরাত্মা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ব'সে ধিক্কার দিয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু চিন্তার আর সময় নাই। বালকেরা যে খেলা জুড়েচে, জীবন মরণ তার পণ। আজ্‌কার খেলায় মান বাঁচাতে হ'লে হয়

নিজেকে লাস হ'য়ে আমতলার ক্ষেতে প'ড়ে থাক্‌তে হবে, সর শিশু দুটীকে সাবাড় দিয়ে যেতে হবে।

বহুক্ষণ পরে সর্ব্বাঙ্গে আহত হ'য়ে রক্তাক্ত কলেবরে বাঁশী ও মাথম ধরাশায়ী হইল।

লতিফের জমিতে নীল বুনিয়া দিয়া—বরকন্দাজ সেনা লতিফকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। তাহাদের মধ্যে একজনও অক্ষত দেহ ছিল না। আহত ফুলবিবি সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া কুররীর মত ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতে লাগিল।

দ্বারিকানাথের ভাগ্য ফিরিল।

(১৩)

কথায় আছে অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের বিকাশ হয়। রাণী নগরের দ্বারিক মোক্তারেরও তাহাই হইল। যখন কাণাবুড়ীর রক্তমাখা হতচেতন দেহ লইয়া তাহাদের আঙ্গিনায় রাখিল, সুলোচনা অকূল পাথার দেখিল পিতামাতার রুগ্ন শয্যা হ'তে ওঠা কষ্টসাধ্য। আর যে বুড়ী তার শ্রম-জাত দ্রব্য বিক্রয় ক'রে দিয়ে তাদের সংসার চালাত সেও আজ মুমূর্ষু। কিন্তু দৈনন্দিন অভাব ও প্রতিকূল দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করা একরকম তার স্বভাবের মধ্যে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, দৈববিড়ম্বনার আকস্মিক দুর্ঘটনা তাহাকে সহসা মুহ্যমান করে না।

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল—কি হবে মা ?

কন্যা জননীর ন্যায় উত্তর দিল—ভয় কি মা! এতদিন যিনি চালিয়ে-ছেন তিনিই সবদিক রক্ষা কর্বেন।

বিপদের নিবিড় মেঘে সুলোচনা চিরদিনই আশা-সৌদামিনীর রজত-রেখা দেখ্‌তে পেয়েছে, তাই অভরষার দিনেও তার ভরষা।

দ্বারিকনাথ বাড়ুয্যে শয্যা হইতে অর্দ্ধউত্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছ মা; কোন ভয় নাই। এ অত্যাচার বন্ধ কর্ত্তে হবে। এ রক্তস্রোত রোধ কর্ত্তে হবে। ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে

আমার হারান স্বাস্থ্য ফিরে দেবেন। বিপদে প'ড়ে বুঝতে পেরেছ মা, বিপদের বন্ধুর দাম কত। আমাদের সেই বিপদের বন্ধু আজ মৃত্যু শিয়রে ক'রে আমাদের দরজায় এসে পৌঁছেচে। সুসময়ের কোকিলদের মত দ্বারিক বাড়ুয্যে অকৃতজ্ঞ নয় দেখিয়ে দে মা দেখিয়ে দে। মাথায় মুকুটের মত আদর ক'রে নে, চ'খের মণির মত ক'রে যত্ন কর্, বুকের রক্ত দিলে যদি বুড়ো মেয়ে বাঁচে আমি তাই দেবো—"

অত্যধিক উত্তেজনায় ব্যাধি-দুর্ব্বল দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল দ্বারিকা নাথ মূর্চ্ছিতের ন্যায় নিজ শয়নীয়ে শুইয়া পড়িলেন। সুলোচনা ও অনিলার শুশ্রূষায় সে ধাকার বেগ সামলাইয়া সুস্থ হইলেন; তখন তিন জনে মিলিয়া আহতের শুশ্রূষায় রত হইলেন। ভোলা নাপিত আসিয়া ক্ষত ধুইয়া দিল। নন্দ কবিরাজ আসিয়া রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও নিজে লোক দিয়া সেগুলি পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন।

ভোলা নাপিত বলিল ;—কবিরাজ মশায় এত রাতে লোক পাওয়ার অসুবিধা হতে পারে—আমিই আপনার সঙ্গে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঔষধ নিয়ে আসি।

কবিরাজ। ভোলানাথ, আঘাত সাংঘাতিক; রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন, প্রতি পদে প্রাণ বহির্গত হইবার আশঙ্কা—এ সময় তোমার এ স্থান মুহূর্ত্তমাত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। আমিই ঔষধ পাঠাইব। সেই লোক মার্ফেত অবস্থা জানিয়ে দেবে। প্রয়োজন হ'লেই আমাকে ডেকে পাঠবে। তোমার ও আমার বিদ্যাবুদ্ধির শেষ দৌড় পর্য্যন্ত দেখে দেখ্তে হবে। দা ঠাকুরের হুকুম পালন কর্ত্তে হবে।

এই বলিয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে তাঁর লোক এসে ঔষধ ও প্রলেপ দিয়ে গেল।

যে নন্দ কবিরাজকে লোকে সাধ্য সাধনা করিয়াও পাইত না, জ্ঞান অপেক্ষা হাতযশ যার বেশী, হাতযশ হইতে নিজের উপর বিশ্বাস ও তজ্জনিত গর্ব্ব যার অধিকতর সেই নন্দ কবিরাজ আজ যেন সহৃদয়তার প্রতিমূর্ত্তি। দা ঠাকুরের নামের কবচ অসাধ্য সাধন করে। ইষ্ট দেবতাকে নন্দ কবিরাজ চটাইতে পারে ও চটায়—কিন্তু দা ঠাকুরকে নয়।

গদি কিম্বা তোষক ছিল না; তাই সুলোচনা মাদুরের উপর ছিন্ন কাঁথাগুলি পাতিয়া তার উপর নিজের হাতের কারুকার্য্য করা একখানি নূতন কাঁথা দিয়া তার উপর পরিষ্কার চাদর পাতিয়া দিল। পুরাতন কাপড়ের শুভ্র ঝালর দেওয়া বালিস দিয়া কাণা বুড়িকে শোয়াইল। শেষ রাত্রে যখন কাণা বুড়ির জ্ঞান হইল, হাতে পাখা সুলোচনাকে শুশ্রূষা করিতে দেখিয়া সে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রা গেল। ভিখারিণীকে রাজরাণীর সম্মান দিতে, ভুক্তভোগী দুঃস্থ পরিবার ইতঃস্তত করিল না।

দাঠাকুর ওরফে রামধন ভট্টাচার্য্য সকালে আসিলেন। রামধন ছিলেন লাঠিয়াল গণের মুরুব্বি, নিজে একজন অসীম শক্তিশালী প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল, তদ্ব্যতীত লাঠিয়ালের সংগঠনে তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ। জলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দুরন্ত, উদ্ধত লাঠিধারী যুবকগণের হৃদয় স্পর্শ ক'রে আকর্ষণ কর্ব্বার শক্তি তাঁর ছিল। সে সময় লাঠিয়ালের চাহিদা ছিল দেশব্যাপী। আইন আদালতের বহুল প্রচলন না হওয়ায়—লোকে কলহের মীমাংসার জন্য যাইত লাঠির আদালতে। আর সে আদালতে প্রসিদ্ধ উকিল, মোক্তার বা ব্যারিষ্টার ছিলেন রামধন দাঠাকুর। যে পক্ষের যখন লাঠিয়াল প্রয়োজন হইত, দাঠাকুরকে সংবাদ দিত, দাঠাকুর নিঃশাড়ায় যাহার যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিতেন। আবার কাহারও যখন কাহাকেও বিশেষভাবে জব্দ করিতে হইত,

কোন দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মের প্রয়োজন হইত উপযুক্ত মূল্য পাইলে রামধন তাহা অনাড়ম্বরে অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিতেন নিঃশব্দে, কাকে বকে টের পাইত না। দাঠাকুরকে তাই লোকে যমের মত ভয় করিত দাঠাকুরের অবস্থাও বেশ ভাল ছিল।

দ্বারিক বাড়ুয্যে, ভাল অবস্থার সময় দু'জনে ভাব ছিল না। অসুবিধার সময়ও রামধন খোঁজ লন নাই। এখন দেখিলেন উষার আলোক-চ্ছটার মত শুভদর্শনা সুলোচনা যাহাই স্পর্শ করে তাহাই শুচিশুভ্র সমুজ্জল হইয়া ওঠে। জ্যোৎস্নার মত লাবণ্যময়ী সুলোচনা, যেন করুণার মূর্ত্তিমতী ব্যথা, প্রাণময় তাহার স্পর্শে রোগশয্যা আলো হ'য়ে উঠেছে, দরিদ্রের কুটির ঝলমল কচ্ছে। শ্রমে তার শ্রান্তি নাই, অনিদ্রায় তার ক্লান্তি নাই, অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে সে লাবণ্যের গ্লানি নাই। ম্লানিহীন সে সুষমা যেন শেফালির ফুল, শরতের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া ধরণীকে পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিতে করিতে ধূলায় লুটাইতেছে। কে তাহাকে পূজার থালায় উঠাইয়া লইয়া সিংহবাহিনীর পাদপদ্মে স্থাপিত করিবে?

রামধন বহুক্ষণ থাকিলেন। সুলোচনার সখী ও সমবয়স্কা বহুদিন গতায়ু নিজের একমাত্র কন্যার স্মৃতি আজ তাঁকে পাগল ক'রে তুলেছে। রামধনের পাথরের মত শক্ত মন ভেদ ক'রে স্নেহের নির্ঝর ধারা বইল সুলোচনার উপর।

সেইদিন হ'তে সুলোচনার সংসারে আর কোন কষ্ট র'হিল না। রামধন যেন সত্য সত্যই সুলোচনার জ্যেষ্ঠতাত। দ্বারিকানাথের সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া ঘনীভূত হইল।

প্রজার মধ্যে রাষ্ট্র হইল নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাপক্ষের মকদ্দমা করিবার জন্য দ্বারিকানাথ মোক্তার প্রস্তুত হইয়াছেন। নীলকরদের

বিরুদ্ধে মকদ্দমা লওয়া তখনকার উকীল বা মোক্তারদের সাহসে কুলাইতনা। তাই মক্কেলে বাড়ী ভরিয়া গেল। ঔষধ, পথ্য ও অর্থ বন্যার স্রোতের ন্যায় আসিতে আরম্ভ করিল। দ্বারিকানাথের ও তাঁহার স্ত্রী অনিলার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। আবার বার জন বেহারায় বাহিত পাল্কীতে চড়িয়া দ্বারিকানাথ প্রতিদিন স্বগ্রাম হইতে মোক্তারী করিবার জন্য সহরে সগৌরবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পুনরায় বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ আরম্ভ হইল।

অগ্নি জ্বলিল।

(১৪)

লতিফ বিশ্বাস ছাড়া পেয়েছে। সহজে ছাড়া পায় নাই। সে হাত দিয়া নীল বুনিতে রাজি হয় নাই। তাই লক্ষ্মীকান্ত তাহার মাথা কামাইয়া মাথায় আঁটুলি মাটি দিয়া তাহার উপর নীলের বীজ বুনিয়া দিয়াছিল। আর যতদিন নীলের চারা বাহির না হয় ততদিন পর্য্যন্ত বুড়াকে সেখহাটির কুঠির ফটকে আটক থাকিতে হইয়াছিল। দ্বারিকানাথ ফুলবিবির তরফ হইতে মকদ্দমা জুড়িয়া দিলেন। ফুলবিবি আদালতে গিয়া সব কথা নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া দিল। নীলকর পক্ষের উকীলের হুম্‌কিতে সে ভড়কাইল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষ হইতে মরিস সাহেবের উপর চাপ আসিল। লতিফ বিশ্বাস আটকের হাত হইতে নিস্তার পাইল। মাথায় নীল বুনিয়া দিয়াছে, কিন্তু হাত দিয়া তাহাকে নীল বুনাইতে পারা যায় নাই। বুড়া কাঠ কবুল হাত থাকিতে হাত দিয়া সে আর নীল বুনিবে না।

বাঙ্গালার কৃষিজীবী তরুণ জোতদারের দল বলিল,—সাবাস লতিফ বিশ্বাস, সাবাস বাঁশী মাল, বাহাবা ফুলবিবি, বাহবা মাধব ঘোষ বুড়য় আর ছোঁড়ায় যা পারে, একটা ছোট মেয়ের কলিজায় যতটুকু বল ও সাহস আছে জোয়ানের কি তাহা থাকবে না? জলন্মুখ অগ্নি মাত্র

ফুৎকারের অপেক্ষা করিতেছিল এখন তাহা পাইয়া জলিয়া উঠিল। নীলের বেগার দেওয়া বন্ধ হতে লাগলো। এদিকে নূতন আইন অনুসারে নীলের বেগার দিতে প্রজারা বাধ্য। সেই আইনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত তাহার অধীনস্থ ৫৪ কুঠির এলেকায় আদ জল খেয়ে লেগে গেল। আদালতের শাসনের সঙ্গে নীলকরের শক্তি ও জুলুম এক হলো। আইন অমান্য হ'তে লাগ্‌লো। আর এক এক করে প্রজার জেলে যাওয়াও আরম্ভ হলো। মরিস সাহেব পাকা নীলকর; শক্তি তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ। দেওয়ান লক্ষ্মীকান্ত প্রভুভক্ত অতি আঁহাবাজ লোক; যেমন দাঙ্গাবাজ তেমনি মামলাবাজ, যে সকল প্রজা জেলে যেতে লাগ্‌ল, তারা জেলে যেতে না যেতে তাদের গরু বাছুর, ঘর বাড়ী, জোত জমা, আসবাব পত্র সব যেন সিপি খোলা শিশি হ'তে কর্পূরের মত উড়ে যেতে লাগ্‌লো। লক্ষ্মীকান্ত গর্জ্জন করিতে করিতে প্রকাশ করিত,—

প্রজাপক্ষ প্রমাদ গণিল কিন্তু দমিল না। পার্ব্বত্যনদী গিরিদরী হইতে উঠিয়া আসিতে আসিতে গিরিসঙ্কটে বাধা পাইলে উৎস স্থানে ফিরিয়া যায় না, যুঝিয়া যুঝিয়া পথ করিয়া লয়। বাপ পিতামহের ন্যায্য অধিকার বল করিয়া কাড়িয়া লইতেছে, যদি প্রতীকার চেষ্টার মূলে এই বোধ বদ্ধমূল থাকে তবে সে চেষ্টা সূত্রপাতে পরাভূত হইলেও চরমে অপরাজেয়; আর সেইরূপ বোধসম্পন্ন লোক প্রথমে অল্প হইলেও কালগতির সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য হইয়া ওঠে।

মরিস সাহেবের একটি কর্ম্মচারী সঙ্গে করিয়া কাশীশ্বর আসিল দ্বারিকানাথের বাড়ী। বলিল'—

"ভায়াহে! বরাত ফিরেছে। সাহেব বাহাদুর মকদ্দমা দিয়েছেন। নগদ তঙ্কা এক হাজার। এই কাগজপত্র দেখ। এই টাকার থলে লও।" বলিয়া ঝনাৎ ক'রে টাকার থলে সম্মুখে রাখিল ও মকদ্দমার নথি তাঁকে দিল। টাকার দিকে না চাহিয়া কাগজে একবার দৃষ্টি দিয়াই দ্বারিকানাথ বলিলেন,—

কি ছাই বিড়ালে খেলে দাদা, এ মকদ্দমায় যে আগে হতেই আমায় অপর পক্ষে নিযুক্ত ক'রেছে; আমি যে মোক্তারনামায় সই ক'রেছি। আমার যে আর সাহেব বাহাদুরের মকদ্দমা নেবার উপায় নাই।

কাশী। তাই ত ভায়া! মুস্কিল কল্লে। সাহেব বাহাদুরকে নই জানিয়ে তাঁদের রিরুদ্ধে মকদ্দমা নিলে কাযটা কি ভাল হলো? না যে জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ।

দ্বারি। সে কি দাদা, সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে বিবাদের কথা কইচ কেন? আমরা করি কথা বেচে খাওয়া পেশা, বেশ্যার বেহদ্দ আমরা। যে যখন আমাদের বায়না করে আমরা তখনই তার জন্য পোঁদ নাচিয়ে গান গাই, আমরা কি কারও সঙ্গে বিবাদ করি না সেটা করা সম্ভব।

কাশী। তা যাই হোক কাযটা তো ভাল হচ্চে না। যত সব ড়েতুনরূপের মকদ্দমা কচ্চ, আর বুনিয়াদি ঘর ছেড়ে দিচ্চ কাযটা তো ভাল নয়, তা দেখ আমি না হয় বুঝিয়ে বলিগে যে এ মকদ্দমায় প্রজার দিকে থাকলেও তুমি তত মন দিয়ে কায কর্ব্বে না, আর ভবিষ্যতে সাহেব বাহাদুরকে না জানিয়ে আর তাঁর বিরুদ্ধে মকদ্দমা নেবে না। টাকাগুলো বরং থাক্।

দ্বা। সে কি কাশীদা, মক্কেলের টাকা খাবো আর তার কায কর্ব্বোনা! তার বিরুদ্ধ পক্ষের টাকা খাব, আমাদের ইংরেজী শেখা মতে

এরকম কায আমাদের দ্বারা হবে না। তবে আপনাদের টোলে পণ্ডিতদের কি মত তা আপনারাই জানেন।

কাশী। আরে ঠাট্টা কর কেন ভায়া, না হয় একটা আধটা টোল আছে; দু' দশটা ছাত্রও আছে, দোল দুর্গোৎসবটাও হয় সেটা কি এতই নিন্দের! তবে কি জান তোমাকে ছোট ভায়ের মত দেখি যাতে তোমার হিত হবে এমন একটা পরামর্শ দিতে এলাম। তা যদি তোমার পছন্দ না হয় আমি কি কর্ব্বো, কথায় বলে—

"যার বিয়ে তার মন নেই
পাড়া পড়সীর ঘুম নেই।"

আমরা কিন্তু সংস্কৃত বাঙ্গানবাশ লোক সাহেব সুবো চটাতে চাই না। তোমাদের কিনা একেলে মত তোমরা কাকেও গ্রাহ্যি কর না।

এই বলিয়া একটু বক্রহাসি হাসিয়া কাশীশ্বর সাহেবের লোক ও টাকা লইয়া চলিয়া গেল। সে বাঁকা হাসির অর্থ দ্বারিকানাথ বুঝিলেন। বিশেষ একটু চিন্তিতও হইলেন। দা ঠাকুরকে ব্যাপারটা বলিলেন। উভয়ে বুঝিলেন এবার মরিস সাহেবের আক্রোশের প্রবল বেগ দ্বারিকানাথের উপর দিয়াও এক চোট বইবে। প্রজারা আসিল। সকলেই বুঝিল বিশেষ সাবধানতার সহিত না চলিলে রক্ষা পাওয়া ভার হবে। সকলে একবাক্যে বলিল,—"দা ঠাকুর! উপায় কি!

এস উপায় দেখাইয়া দিতেছি। বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দা ঠাকুর পরামর্শ করিতে লাগিল।

কাশীশ্বরের মুখছোব

(১৫)

"কোরেস্তান ক'রে দেবে, কোরেস্তান ক'রে দেবে। ঘরের বউ ঝি সব বেরিয়ে যাবে, বিধবার বিয়ে হবে, সন্ধ্যে আহ্নিক উঠে যাবে,—ঘরে ঘরে মুর্গি রান্না হবে, জাত যাবে, জন্ম যাবে, ধর্ম্ম যাবে কর্ম্ম যাবে, সাবধান, সাবধান।"

কাশীশ্বর নিজের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় এক নাতিবৃহৎ জনতায় জটলার মধ্যে উপরুক্ত মন্তব্য গম্ভীর ভাবে প্রচার করে ভবিষ্যৎ যে দেখতে পায় এমন একটা গুণী জ্ঞানীর মত বিচক্ষণ ভাবে বস্‌ল।

মধুদাঁত বল্লে,—তাইত বিদ্যারত্ন দা ঠাকুর, আমরা ভেবেছিলাম কল্‌কেতা থেকে পণ্ডিত এসেছেন আর যে সে পণ্ডিত নয়, একেবারে বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর, ছেলেদের স্কুল হবে মেয়েদের স্কুল হবে, দেশের উন্নতি হবে, না এর মধ্যে এত ব্যাপার। জাত জন্ম মারার কল। তা এ ফ্যাসাদে পয়সা দিয়ে লোকে কেন পা দেবে? আমরা মুরুখ্যু সুখ্যু মানুষ অতশত বুঝি না, ভ্যাগ্যস্ আপনারা ছিলেন; তাইতে হাদিস্ বাতলে দিলেন। বাবা প্রধান জায়গা, এখানে ধাপ্পা

চল্‌বে না। এখানে ছেলে নেই গিরগিটি নেই আছে সব আসল মরিস্‌
এ মেগের কাছে পেগের বড়ায় নয়, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,

কৈলাস ন্যায়ালঙ্কার বলিল,—আরে মধু ভায়া এই বিদ্যেরত্ন দাদা না থাক্‌লে, আর শর্ম্মা ন্যায়লঙ্কার না থাক্‌লে হয়ে তো গিইছিলই। সীতাপতি খুড়োর কি আর সে দিন আছে। বার্দ্ধক্যে ভীমরতি হয়েছে কথায় বলে—মুনীণাঞ্চ মতিভ্রম। তিনি তো বিদ্যাসাগরের ভয়েই স্কুলের দিকে মত দিইছিলেন, তা বিদ্যেরত্ন দাদার কাছে আর কল্কেই পেলেন না।

কাশী। ছিঃ কৈলাস! সীতাপতি খুড়ো বুড়ো মানুষ তাঁর অক্ষমতা আর বাহিরে প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? বুনো রাম-নাথের শিষ্য ছিলেন বটে উপাধিও আছে বাচস্পতি সরস্বতী কিন্তু এখন সে সব হয়েছে যেমন কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন। সব ভুলে গেছেন। ছাত্র দিয়েই দেখ্‌তে পার তোমার আমার টোল ভর্ত্তি, আর তাঁর টোল কাকস্য পরিবেদনা, শিবরাত্রির শল্‌তের মত একটি টীপ্‌ টিপ্‌ কচ্চে।

কৈলাস। আচ্ছা, ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর উপাধি কে দিল? বিধবার বিয়ে যে দিতে চায় এমন আহাম্মক হলেন বিদ্যাসাগর।

কাশী। আরে রেখে দাও তোমার সাগর। তোমার আমার পাল্লায় প'লে সাগর শুকিয়ে গর্ত্ত হয়ে যাবে। আমাদের তর্কের সম্মুখে প'লে বুঝে নিতাম কেমন সে আহাম্মক গুরু যার এত বড় আহাম্মক শিষ্য।

সহসা বজ্রগম্ভীর সুরে দিগ্‌মণ্ডল ঝঙ্কৃত করে সংস্কৃত ভাষায় শ্রুত হলো,—

সংযত কর রসনা পণ্ডিতম্মন্য বিপ্রসূনু। ঈশ্বরচন্দ্রকে পদাঘাত করিলেও সে নত মস্তকে সহ্য করিবে কিন্তু তাহার গুরুর অপমান করিয়া তোমরা জলন্ত পাবকে হস্ত প্রদান করিয়াছ। আমায় তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করেছ; আমি সে আহ্বান গ্রহণ কর্ল্লাম। অবতীর্ণ হও তর্ক যুদ্ধে বাগাড়ম্বর প্রিয় বিপ্রগণ—। সময়ক্ষেপে অলং।

সকলে বিস্ময়ে দেখিল তালতলার চটিপায়ে রেলির উনপঞ্চাশী ধুতি পরা বিছানার চাদর গায়ে দেওয়া, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শিখায় পূজার ফুল বাঁধা প্রসারিত ললাট অর্দ্ধ মুণ্ডিত মস্তক কৃশ-দেহ বিদ্যাসাগর—আননে তাঁর প্রতিভার ভাতি, নয়নে তাঁর জ্বালাময়ী দ্যুতি। নির্ঝরের জল যেমন ঝর্ঝরে ঝরিয়া চলে তেমনি তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে লাগিল অবিরল ধারে, শ্রুতিসুখকর প্রাঞ্জল সংস্কৃত পদাবলির স্বচ্ছধারা, উচ্চারণ ও ব্যাকরণ শুদ্ধ অনুস্বার ও বিসর্গের সুচিন্তিত বিন্যাসে ঝঙ্কারকারী, দিগন্ত মুখরিত। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পরেশনাথ মৃদুমৃদু হাসিতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যেন দীপ্ত বহ্নি শিখা, বিদ্যারত্ন ন্যায়ালঙ্কার ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গকে শুষ্কতৃণস্তূপের মত পাইয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

কাশীশ্বর বিনা বিদ্যায় বিদ্যারত্ন; কৈলাস ন্যায়ালঙ্কারের অলঙ্কারের মধ্যে নধর সুডৌল কাল কুচকুচে মসৃণ দেহ খানি—তাঁদের টোলে পড়া শিষ্যদের বিদ্যার দৌড় সহজেই অনুমেয়। কাশীশ্বর হঠিতে হঠিতে কোণ ঠাসা হইল, ন্যায়ালঙ্কার গলদঘর্ম্ম, শিষ্যগণ হৃতবাক্, ভগ্ন বিষদন্ত সর্পের ন্যায় নির্বীর্য নতশীর। মধুদাঁত টিটিকারী দিল, আর সকলে বলিতে লাগিল "আরে ছি ছি! এই বিদ্যের এত বড়াই! আজ যে লেল্যায় খ্যাড় বেরিয়ে পল, মাটি দিয়ে চিত্তির ক'রে এতদিন ঢাকা ছিল। বাবাঠাকুররা এরি বলে এতদিন পায়ের উপর পা দিয়ে চালাচ্ছিলেন আর আমাদের উপর প্রভুত্ব কচ্ছিলেন।

সকল কণ্ঠস্বর মগ্ন করিয়া বিদ্যাসাগরের কম্বুকণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিত হইল।—

অবিদ্যার রত্নকে, কে বিদ্যারত্ন কর্ল্লে। অন্যায়ের অলঙ্কারকে কোন্ অযোগ্য গুরুর খোষামোদ প্রিয় চিত্ত ন্যায়ালঙ্কার ভূষণে ভূষিত ক'রে শব্দ ও অর্থের বিপর্য্যয় সাধিত ক'রেছে? অযোগ্যতার বিলাস ভূমির জন্য কি টোলের অধ্যাপনা? সংস্কৃতের পর্য্যালোচনা কি বাণীর বিড়ম্বনা? সরকার বাহাদুরের সাহায্য নিয়ে অচিরে এমনই আইন প্রস্তুত কর্ত্তে হবে যাহাতে তোমাদের মত অপদার্থ লোকের বিদ্যারত্ন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ বা বিতরণ করা চিরদিনের জন্য অসম্ভব হবে। বন্ধ করে দিতে হবে তোমাদের টোল, শুব্ধ করে দিতে হবে তোমাদের দম্ভবাণী, তোমাদের মুখ হ'তে।

সভামণ্ডপ অপ্রতিভ করা সাধারণ বিশৃঙ্খলার আবেষ্টনের মধ্যে কোন্ সময়ে আসিয়া বসিয়াছিলেন গৌর সুন্দর অশীতিপর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সঙ্গে তরুণ ঊষার অরুণের ন্যায় মুখচ্ছটা এক নবীন যুবা কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ কথা কহিলেন। বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু কণ্ঠ তাঁর তরুণের নবীনতাময় বীণাবেণু নিন্দিত।

নখলু নখলু বাণো সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন
মৃদুনি মৃগশরীরে, তূলরাশা বিবাগ্নৌ
ক্কবত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্কচ নিশিত নিপাতাবজ্রসারা শরাস্তে॥

এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সুনির্ব্বাচিত পদ বিন্যাসে সুষ্ঠু, সুন্দর সুললিত সংস্কৃতে বলিতে লাগিলেন :—

হে ধীমন্, অপার শক্তি পারাবার ব্রিটিশ সরকারের সুমনোনীত উচ্চপদস্থ সুযোগ্য পণ্ডিত! হে বাগ্মিন্! আননে যাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, ভগবতী

বীণাপাণীর নরীনৃত্য দেখিয়া গুণমুগ্ধা মহালক্ষ্মী স্বপত্নীর দ্বেষ ভুলিয়া একত্র বাসের অনুগ্রহের অনুমতি প্রার্থিনী। সম্বরন করুন এ ক্রোধ, ভবদীয় মাহাত্ম্য ও পদগৌরবের উপযুক্ত এ নয়! আশ্রম মৃগবধে উদ্যত শস্ত্রপাণি মহারাজ দুষ্মন্তকে অভিনন্দন করিয়া তাপসকুমার যেমন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন আমিও তেমনি আপনাকে মিনতি করিতেছি—ভীতিপ্রদর্শন বাক্য কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিশালী মহাত্মন্ আপনার বিরাগরূপ বাণ আশ্রম মৃগের মত ক্ষীণ প্রাণ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের উপর নিক্ষেপ করিবেন না ইহাদের বৃত্তি লোপ করিবেন না। হ'তে পারে ইহারা অল্পধী, হ'তে পারে স্থল বিশেষে কাহারও গোপন চরিত্র নিন্দার যোগ্য, হ'তে পারে এদের প্রগল্‌ভতা নিজেদের সারবত্তার সীমা বহুদূর অতিক্রম করিয়া ফেলে, তথাপি এদের দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক ব্যবহার সমাজের ক্ষতি অপেক্ষা উপকার অনেক বেশী করে। এদের মধ্যে অনেকেই বৃত্তির জন্য, জীবিকার জন্য বানরীর ন্যায় বাগ্দেবীকে যেথা সেথা নৃত্য করাইয়া বেড়ায় বটে কিন্তু এদের বৃত্তি লোপ করিলে সমাজের স্থায়ী অপকার করা হবে, উপকার করা হবে না, এদের সংযত কর্ত্তে পারেন, নষ্ট কর্ব্বেন না। আর যদি এ ধারণা আপনার বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে যে এ অঞ্চলের প্রত্যেক টোলই অসার অধ্যাপকের অসারতর ছাত্রজুষ্ট তবে সে দুষ্ট ধারণা দূর করিবার জন্য মচ্ছিষ্য শ্রীমান্ বাণীকণ্ঠ ভবৎসমীপে সমাগত হে বিদ্যাসাগর! করুন এই তরুণের বিদ্যাপরীক্ষা—

সভামণ্ডপে দর্শক বৃন্দের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস বহিল। গ্রামের অগ্রণীগণ বিদেশী পণ্ডিতের নিকট এত সহজে হারিয়া গেল; এই অপমান ও লজ্জা তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতেছিল, সহসা সীতাপতি ভট্টাচার্য্যের সুভাষিত সূক্তে অবস্থার বিপর্য্যয়

ঘটিল দেখিয়া সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। কাশীশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া সীতাপতির পদধূলি গ্রহণ করিল, কোথা হইতে একখানি পাখা সংগ্রহ করিয়া কৈলাসচন্দ্র তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল।

পরেশনাথ পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয় পাইয়া একরকম ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সীতাপতি বাচস্পতি সরস্বতীর পদপ্রান্তে মস্তক লুটাইয়া দিয়া বলিলেন "আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমি স্বয়ং সরস্বতীর সাক্ষাৎ পাইলাম। বুনো রামনাথের শেষ শিষ্য! বুনো রামনাথের মতই তেজস্বী! এই হীনতেজ শিষ্যানুশিষ্যের কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।"

সীতাপতি ঈশ্বরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন :—

আমার ধারণা ছিল, আপনি ৺কাশীবাস করিতেছেন, তাই আমি আপনার পায়ের ধূলি লইয়া নিজে ধন্য হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আপনার আশ্রমে যাই নাই ; সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কথায় বলে গেঁয়োযুগী ভিখ পায় না। তাই সীতাপতির গুণের আদর ও সম্মান করিতে পুণ্যপুরের সাধারণ লোকে জানিত না। উপেক্ষার অবহেলার মধ্যে আত্মসম্মান বাঁচাইবার জন্য সীতাপতি বড় একটা কোথাও যাইতেন না, কারণ তাঁহার উপস্থিতির প্রয়োজনীতা বড় একটা কেহ অনুভব করিত না। আজ তাই ঈশ্বরচন্দ্রের মুখে সম্মানের ভাষা শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইল, কণ্ঠ গাঢ় হইল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—যে নিজে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে অপরের পাণ্ডিত্যের গৌরব রাখে ভগবান তাঁকে চিরজীবী করুন, বঙ্গের ভারতী তাঁহাকে অক্ষয় কীর্ত্তির অমর মালা দান করুন।

বিদ্যাসাগর পুনরায় পদধূলি লইয়া বলিলেন "আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা চাই গুরুদেব ! যেন আপনার তেজও, ত্যাগস্বীকারের আদর্শ অনুমাত্রও দেখাতে পারি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অবলীলা ক্রমে ত্যাগ করেছেন অসেব্য সেবা করেন না শূদ্রের দান লন্‌না আপনার দারিদ্র্য ব্রতে আপনার গুরুদেবের নাম অক্ষুণ্ণ হ'য়েছে, পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে নাট্য রচনায় আপনার যশঃ প্রভায় সংস্কৃত সাহিত্য উজ্জ্বল হ'য়ে আপনাকে 'ও আপনার গুরুদেবকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছে।"

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে—সভা ভঙ্গ হইল।



(১৬)

"নিষ্ঠুর! তোমার অই সুন্দর দেহ কি অস্থিমজ্জার সমষ্টি মাত্র, হৃদয় ব'লে কোন জিনিষ কি তাতে নাই?"

সেথহাটির কুঠীর সংলগ্ন শিকারের জন্য সংরক্ষিত বিস্তীর্ণ বনানীর মধ্যদেশে দাঁড়াইয়া নেলি পবিত্রানন্দকে এই কথাগুলি বলিল।

অবিকম্পিত কণ্ঠে সহজ স্বরে পবিত্র বলিল—মেমসাহেব!

অগ্নি সংযোগে বারুদের মত নেলি জ্বলিয়া উঠিল, তীব্র কণ্ঠে বলিল:—

আবার মেমসাহেব! নেলি বল্‌তে পাচ্চনা? আপনার জন ব'লে ডাক্‌তে পাচ্চনা, নীরস শুষ্ককণ্ঠে অপরিচিতের মত সম্বোধন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জেলে দিচ্চে, তোমার ঐ উপেক্ষার বিষে আমি জ্বলে মলাম; ইচ্ছে করে এই নখ দিয়ে তোমার মুখখানি আমি চিরে ফালা ফালা করে দিই।

পবিত্রানন্দ চট্ করিয়া একটা শেঁয়াকুলের ডাল ভাঙ্গিয়া তার তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি নিজের মাংসল দক্ষিণ গণ্ডে গভীর বিদ্ধ করিয়া, কাঁটা সহ ডালটি উঠাইয়া ফেলিয়া দিলেন; ফোঁটা ফোঁটা রক্তবিন্দু বর্ত্তুল আকারে জমিয়া উঠিয়া গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

চীৎকার করিয়া নেলি পকেট হইতে মদের একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিয়া রুমালখানি তাহাতে ভিজাইয়া পবিত্রানন্দের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

ধীরে, মৃদুতার সহিত, কিন্তু দৃঢ় ভাবে সন্ন্যাসী নেলির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন :—

মেমসাহেব! পশ্চিমের সভ্যতার ধারায় জগৎ বিধ্বংসিনী আদ্যা-শক্তির সম্মোহিনী রূপ আপনার প্রাণে জেগে উঠেছে। তাই নূতন নূতন পুরুষের নূতন নূতন মনোরাজ্য জয় করিবার অদম্য প্রবৃত্তি বর্ষার স্রোতে পার্ব্বত্য তটিনীর মত আপনার প্রাণে খরবেগা। কেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে অনর্থক প্রলুব্ধ কচ্চেন!

নেলি—প্রলুব্ধ নয় পবিত্র! পুরুষকে বাঁদরের মত নাচাইতে সত্যিই এতদিন নেলি সিদ্ধহস্ত ছিল; সত্যি সত্যিই বোধ হয় পুরুষকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনবার মত আমোদ নেলি আর কিছুতেই পাইতনা; আজ কিন্তু তুমি আমার সব বদলাইয়া দিয়াছ। বল পবিত্র বল আমাকে ভালবাস।

পবিত্র নিশ্চল হইয়া স্থির কটাক্ষে যুবতীর দিকে চাহিল।

নেলি আগ্রহ ভরে বলিতে লাগিল "ভালবাস, নিশ্চয়ই ভালবাস আমার মন জানে পবিত্র তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাস।"

এই বলিয়া সে জানু গাড়িয়া পবিত্রের পদতলে বসিয়া যুক্তকরে বলিল—দেখ পবিত্র, বিজয়িনী আজ বন্দিনী; রাজরাণী আজ ভিখারিণী তোমার কৃপা কণার—।

পবিত্র অকম্পিত কণ্ঠে বলিল :—উঠুন সুন্দরী, কেহ দেখিলে অনর্থক অপবাদের যন্ত্রণায় আপনি অস্থির হ'য়ে পড়্‌বেন। আপনি স্থির হোন্ মনের খেয়াল দমন করুন; বাঁধন হারা সন্ন্যাসীকে

বাঁধবার নূতন খেয়াল হ'য়েছে, যেই বাঁধা হ'য়ে যাবে, পায়ের তলায় যেই তাকে এনে ফেলবেন অমনি এ খেয়াল এ দারুণ অনুরাগ দূর হয়ে যাবে।

নেলি। কখনই নয় পবিত্র; আমি তোমা ব্যতীত আর কোন পুরুষকে কখনই ভাল বাসিতে পারিব না, আর আমি কাহাকেও ভাল বাসি না—

পবিত্র। তবে, মর্ম্মবাণীর মত কার অই হার ব্লাউজের তলায় গোপনে বুকের উপর দুলচে, রেখা মাত্র যার দেখা যাচ্চে অরাল অই গ্রীবার ভঙ্গিমায়, গুপ্ত প্রেমের গূঢ় চুম্বনের কি দুর্ম্মূল্য.উপহার উহা! তবে এ ব্যর্থ অভিনয়ের সার্থকতা কি মেমসাহেব। যান ছোট হিলের কাছে যান।

নেলি শিহরিয়া উঠিল; মুখমণ্ডল একেবারে রক্তশূন্য পাংশু হইয়া গেল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল—

উঃ কি কঠোর তোমার হৃদয়! কি বিষদিগ্ধ তোমার রসনার বাক্যবান কিন্তু কি সুন্দর তোমার মূর্ত্তি। তুমি নরপিশাচ, তুমি গুপ্তচর, নেলি তোমাকে সকল অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে, ভিখারী বর্ব্বর নেলি তোমার মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

এই বলিয়া পবিত্রের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া নিজের গ্রীবা হইতে হার খুলিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া পবিত্রের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বন্দুক হইতে গুলি যেমন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে সেই রকম নেলি দ্রুত চোখের আড়ালে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সে থামিল। শরীরের সকল রক্ত তার মাথায় উঠিয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অতি দ্রুত সঞ্চালন, শীতল হাওয়া রৌদ্রের আলো এখন তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া যেন নূতন করিয়া

গড়িয়া তুলিল। পাতার মর্ম্মরে মর্ম্মরে সে নূতন সংগীত শুনিতে পাইল; পাখীর কাকলি তার প্রাণে আনিল এক অজানা নবীন সৌন্দর্য্য জগতের, জাগ্রত জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রত্যয়াভাস। সে ফিরিল; অভিমান আসিয়া বাধা দিল; সে আবার থামিল। নারীত্বের অভিমান, জেতার জাতির জাতিত্বের অভিমান, পদমর্য্যাদার অভিমান, মূহূর্ত্ত পূর্ব্বে দয়িত যে অন্যায় সন্দেহে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে তজ্জনিত ক্ষত বিক্ষত আহত চিত্তের গভীর অভিমান, গুরুভার লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় তাহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল সে মনে করিল "আর কেন, যাক যথেষ্ট হয়েছে। আত্মমর্য্যাদা এমন ক'রে আর নষ্ট করা যায় না"। সহসা তার কাণে যেন বেজে উঠ্‌লো তার নিজের কণ্ঠস্বর "সকল অন্তর দিয়ে তোমায় আমি ঘৃণা করি।" আর জেগে উঠ্‌লো তার অন্তরের অন্তস্তলে দুটি করুণ আঁখি সহাস্য সজল, দয়িতাকৃত অপমানে অচঞ্চল, গেয়ে উঠ্‌লো তার অন্তরের অন্তরাত্মা "আমি সকল অপমান সইতে পারি, প্রেমের অপমান সইতে নারি" কেঁদে উঠ্‌লো তার প্রাণ বলবার জন্য ওগো আমি তোমায় অপমান করিনি অপমান করিনি, অমনি খসে পড়ল তার অভিমানের শৃঙ্খল মান্‌লোনা কোন বাধা তার মন ধেয়ে চল্ল তার চরণ দয়িতের উদ্দেশে।

নেলি বিপদে।

(১৭)

পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নেলি আর পবিত্রকে কোথাও দেখিতে পাইল না। কিন্তু দেখিল তার ফেলে দেওয়া হার ছড়া ধুলায় লুটিতে লুটিতে শুষ্ক পাতার আড়াল দিয়া উঁকি মারিতেছে। তার জিনিষ তার প্রিয়তম অবহেলা ভরে ফেলে চ'লে গেছে! অমনি উদ্গত হলো অশ্রুধারা তার বক্ষস্থলের অতল হ'তে, লুপ্ত হ'য়ে গেল তার দুটি নয়নের দৃষ্টি সজল বাষ্পের অন্ধকারে, রোধ হ'য়ে এল তার কণ্ঠ, স্ফীত হলো তার নাসারন্ধ্র, স্তব্ধ হলো তার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন, রক্তজবার ন্যায় লাল হয়ে উঠল তার কান দুটি। হৃদয়ের দৈন্য হাহাকার দিয়ে আত্ম প্রকাশ কর্ল্লে। দুনিয়া তার কাছে বোধ হলো সব শূন্য জীবন হলো যেন সঙ্গীহীনের জলাভূমি সে মনে কর্ল্লে। তার আজ কেহ নাই সে বড় একা। মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় নেলি তার হার ছড়া চুপি চুপি তুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল যেন সে চুরি করিতেছে, যেন সে অতি অপরাধী, সহসা সে চমকিয়া উঠিল নিষ্পেষিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর তুলিয়া, পদন্যাসে ধরাবক্ষ কম্পিত করিয়া বন্যপথের অদূরবর্ত্তী মোড় ফিরিয়া কাহার ঐ দীর্ঘ দেহের বিপুল পরিসর নেলির দৃষ্টিপথ বাহিয়া তাঁহার আঁখি তারকাকে রূঢ়ভাবে আঘাত দিল? নেলি

দেখিল রামনগরের কুঠিপতি ফিলিপ্‌স। নেলিকে দেখিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ পদবিক্ষেপে ফিলিপ্‌স নিকটে আসিয়া বলিল :—

বনানীর অধিনায়িকা বনদেবীগণের সাম্রাজ্ঞী! নয়নে যাঁর হৃদয় হরণ জ্যোতিঃ, আননে যার ত্রিদিবের সুষমা ভাতি, কণ্ঠে যার বীণার ঝঙ্কার গ্রহণ করুন মুগ্ধ মর্ত্ত্যজনের নমস্কারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এই বলিয়া সে হ্যাট খুলিয়া অভিবাদন করিল ও বিশাল ভুজের পঞ্চশাখা বিস্তার করিয়া ধরিল নেলির করস্পর্শের জন্য।

নেলি শুষ্ক কণ্ঠে অভিবাদন ফিরাইয়া দিল কিন্তু নিজের করপল্লব বাড়াইয়া দিল না ফিলিপ্‌সের বিস্তৃত পাণি দেখিয়াও দেখিল না।

এ উপেক্ষায় ফিলিপ্‌স দমিল না সে বলিতে লাগিল :—

অয়ি রুচির তনু, অয়ি মনোজ্ঞে, প্রগল্‌ভতা আমার মার্জ্জনা কর প্রভাতসূর্য্যের স্বর্ণ রশ্মির ন্যায় অই মসৃণ পিঙ্গল কুঞ্চিত পদ্মগন্ধ কেশদামে বদ্ধ হয়েছে আমার মনমাতঙ্গ, সামাজিকতার অঙ্কুশঘায় আর কি তাকে ফিরান যায়? অই অধরের তাম্ররাগে অই নয়নের হিল্লোলে দগ্ধ কচ্চে পঞ্চবাণ আমার হৃদয়কে, বাছা বাছা তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে। সুন্দরি! তোমার অই করপল্লব আমি অধরে স্পর্শ করি :—

বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র হস্তে নেলির করগ্রন্থি হস্তে ধরিয়া তাহার রক্ত করতলে কামোন্মত্তের তপ্ত চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল—

বিচ্ছু যেন দংশন করিল, জ্বলন্ত অঙ্গারে সে যেন স্পৃষ্ট হইল যন্ত্রণার শব্দ করিয়া নেলি হাত ছিনাইয়া লইল শ্রুতিকটু, পরুশ কণ্ঠে কহিল:—

চমৎকার! আতিথেয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। অতিথিপ্রিয় মরিসের বদান্যের পুরস্কার! নির্জ্জন পাইয়া আতিথ্যকারিণীর উপর দুর্জ্জনের অত্যাচার!

বাধা দিয়া ফিলিপ্‌স মুগ্ধকণ্ঠে কহিল :—

অত্যাচার নয়! অত্যাচার নয়! হে সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্ঞী, হে জীবনের যৌবন লতা বরাঙ্গী বিলাস কলায় কুতুহলীগণের নয়ন পুত্তলী তুমি এ যে তোমার প্রাপ্য, যৌবনের কাছ হ'তে এযে তোমার ন্যায্য অধিকার—

বলিতে বলিতে ফিলিপ্‌স্ কামোন্মত্ত চক্ষু দুটি দিয়া নেলির সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল।

নেলি। নত কর তোমার নির্লজ্জ দৃষ্টি কামুক পশু! রমণীর সন্তান! সম্ভ্রম কর্ত্তে সেখ রমণীকে।

ফিলিপ্‌স। সুন্দরী! অই দেখ তোমার নব সঞ্জাত রোষে তোমার শরীরের রক্তধারা নেচে উঠল, ধেয়ে চল্ল ঊর্দ্ধমুখে ধমণী বেয়ে গাল দুটি তাই লাল হয়ে উঠ্‌ল, কি সুন্দর দেখাচ্চে তোমাকে!

রূপের আভরণ হীণা, হৃত যৌবনাই শুধু চায় যৌবন জলে উচ্ছল অঙ্গ ভাব তরঙ্গে সন্তরণশীল তরুণের নিকট হইতে মাতৃ সম্বোধন; কিন্তু প্রস্ফুটিত ফুল চায় ভ্রমরের আলিঙ্গন, নবোদ্ভিন্ন যৌবনা চায় যুবকের আশ্লেষণ। রূপ সুধার সুধাকর তুমি সুন্দরী! আমার নয়ন চকোর বিভোর হ'য়ে পান কচ্চে সেই সুধা ও বরাঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে; কেন বারণ কর তারে? অই বুকের বর্ত্তুল—গাউন ভেদ ক'রে উঠেছে উহার স্থৈর্য্য আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করছে, দাও সখী দাও আমার বক্ষে বিঁধাইয়া। প্রাণের দারুণ ক্ষুধার সুধা ভাণ্ডার! অয়ি চরিতার্থতা সকল কামনার বাহুর বন্ধনে ধরা দাও, অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন দাও—বাঁচাও বাঁচাও।

নেলি। দাম্ভিক কামুক! অসার জল্পনাভাষী তোমার ঐ রসনা ছিন্ন করে কুকুরকে দিতে হয় আহার্য্যের জন্য। মরিস কাণ্ডজ্ঞান হীন মেত্তে উঠে সে নীল করের নাম শুন্‌লে খুলে দেয় সে তার

আতিথেয়তার দুয়ার নির্ব্বিচারে সরল মনে সেই সুবিধার সুযোগ নিয়ে লম্পট! আমার সঙ্গে তুমি কথা কইবার সাহস পেয়েছিলে তাই কাপুরুষ। যেই দেখ্‌লে নির্জন বনে একাকিনী আমি অসহায়—অমনি খুলে ফেল্লে তোমার মুখ হ'তে আত্মগোপন করা কাপট্যে ভরা যত্নে পরা ভদ্রতার মুখস—প্রকাশ পেলো নিছক্ বর্ব্বরতা, বন্য পশুর ঘৃণ্য অসভ্যতা—আত্মমর্য্যাদাময়ী রমণীর দৃষ্টি পথের পথিকের যোগ্য তুমি নও। ছিন্ন কর বাক্ বিনিময়ের সম্বন্ধ আজ হ'তে অরে দূর হ'য়ে যাও ভদ্র বেশী বর্ব্বর আমার নয়ন পথ হ'তে।

"কম্‌লি ছোড়েগা নেহি" বলিয়া ফিলিপস্ নেলিকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মুখে মুষ্টিপ্রহার করিতে করিতে নেলি শরীরের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে প্রয়োগ করিয়া কণ্ঠস্বর সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় তুলিয়া চীৎকার করিল "সাহায্য কর সাহায্য কর ওগো কে কোথায় আছ সাহায্য কর।"



মুষ্টিযুদ্ধ।

(১৮

এঞ্জিনের শিটির শব্দের মত বিপদাপন্ন নারীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মর্ম্মস্পর্শী শ্রুতিকটু কর্কশ শিহরণ শূন্যে মিলাইতে না মিলাইতে কোথাও নাত্রর মত দুর্জ্জেয় প্রদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন পবিত্রানন্দস্বামী দক্ষিণ হস্তের বদ্ধমুষ্টি প্রহার করিলেন অম্লান বদনে ফিলিপ্‌সের কর্ণমূলে বিনা দ্বিধায়। ধরাশায়ী হইল প্রকাণ্ড লাস গত জীবের মত হত চেতন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া সে দৈত্যের মত লাফাইয়া পড়িল পবিত্রানন্দের উপর, চতুরতার সহিত সেই নররূপী পর্ব্বতের উল্লম্ফন বেগ এড়াইয়া পবিত্রানন্দ তাহার গর্দ্দানে দারুণ রদ্দা মারিলেন বাধিয়া গেল তুমুল যুদ্ধ। উভয়ে দক্ষ উভয়ে বলবান। মুষ্টিতে মুষ্টিতে প্রহারে প্রহারে উভয়ে উভয়কে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। উভয়ে খুঁজিতে লাগিল উভয়ের ছল, প্রত্যেকে সচেষ্ট হইল দুর্নিবার প্রহারে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চেষ্ট করিতে, তাহার অসতর্কতার সন্ধিক্ষণে। একজন অজানা গৈরিকধারী বঙ্গবাসী এতক্ষণ ধরিয়া ইউরোপ বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ফিলিপ্‌সের বিজয় চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে, তাহার সকল শ্রম পণ্ড করিতেছে ইহা ফিলিপ্‌সের পক্ষে দুঃসহ হইল, সে তখন পাগলের মত ভীষণ ভাবে মুষ্টি মুষ্টি করিতে লাগিল, যে

মুষ্টির একই আঘাতে মদমত্ত বলিষ্ঠ বৃষ ভূপতিত হয় এরূপ মুষ্টির বৃষ্টি ধারা—পবিত্রানন্দ শুধু সহ্য করিতেছে তাহা নহে তাহার পরিবর্ত্তে সুদ সহ যে উদগ্র সংঘাত গুলি ফিরাইয়া দিতেছে তাহার প্রবল ঝঞ্ঝায় ফিলিপ্‌স্‌ দিক্‌হারা হইতে লাগিল। সে দেখিল পবিত্রানন্দ মুষ্টি যুদ্ধে তাহার সমকক্ষ তো বটেই শ্রেষ্ঠ হইলেও হইতে পারে তখন সে তাহার রণ-কৌশল বদলাইল। সে ভাবিল পবিত্রানন্দ বলবান ও কৌশলী হইলে কি হয় ফিলিপ্‌সের দেহের ভার ও বল পবিত্রানন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী, যদি এই গুরুভার দেহ লইয়া সে পবিত্রানন্দের উপরে আপতিত হয় সে বেগ পবিত্রানন্দ সহিতে পারিবেনা। তখন সে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া উন্মত্তের মত কুর্দ্দন করিতে করিতে প্রচণ্ড ধাবনে ধাবমান হইল ফিলিপ্‌স্‌, আপতিত হইল পবিত্রানন্দের দেহপরে; সে ভীষণ আঘাতের দুর্দ্দমনীয় সংঘাতে, পবিত্রানন্দের জানু দুটি বক্র হইল ভূমি স্পর্শ করিল তখন ফিলিপ্‌স্‌ দারুণ অট্টহাস্য করিয়া বজ্রের মত দুটি বাহুর পেষণে পিষিতে লাগিল পবিত্রানন্দের দেহ পিণ্ড। বাধিয়া গেল ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। পবিত্রের দেহের মাংসপেশীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ ভদ্রলোকের মত বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা কিন্তু এখন কস্‌রতের ক্ষেত্রে অঙ্গচালনার আধিক্যে তারা অসাধারণ ভাবে স্ফীত হইল, বর্দ্ধিত হইল, শক্ত হইল লৌহ খণ্ডের মত। স্বাভাবিক অবস্থায় বোধ হইত ফিলিপ্‌স্‌ পবিত্র অপেক্ষা দ্বিগুণাধিক স্থূলতর। কিন্তু এক্ষণে পবিত্রের মাংস পেশীগুলি প্রচণ্ডভাবে বর্দ্ধিত ও স্ফীত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করায় তাহাকে এত স্থূল দেখাইতে লাগিল যে স্থূলতায় ফিলিপ্সের দেহের সহিত তাহার দেহের কোন পার্থক্য রহিল না। ফিলিপ্‌স্‌ এক হাতে পবিত্রকে আবেষ্টন করিয়া অপর

হাত দিয়া তার পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টি মারিতেছিল, ভাবিয়াছিল যে তাহার চাপনে পড়িয়া পবিত্রানন্দের দম বন্ধ হইবে তাই প্রথমে তাহার নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া ফিলিপ্‌স্‌ ভাবিয়াছিল সেটা স্বাভাবিক—পবিত্রের যুদ্ধ করিবার শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে এই ভাবিয়া সে দ্বিগুণ বেগে পবিত্রের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু পবিত্র নিশ্চেষ্ট নয় তাহার নিশ্চেষ্টতা ভাণ মাত্র ফিলিপ্সের শক্তি ও মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করিয়া সেই সুযোগে সে নিজের দেহ ঋজু ও দৃঢ় করিয়া তাহার সকল বল প্রয়োগ করিবার শেষ কৌশল অবলম্বন করিল। ধীরে ধীরে ফিলিপ্সের সেই প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার দেহ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, ফিলিপ্‌স্‌ শত চেষ্টা করিয়াও সে উর্দ্ধগতি রুদ্ধ করিতে পারিল না তাই সে পবিত্রের গ্রীবা ধরিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই পবিত্রানন্দ তাহাকে মাথার উপর দিয়া গলাইয়া তাহার দুটী পা ধরিয়া সাপ্‌টাইয়া লইয়া সতরঞ্চি কাচার মত সটান আছাড় মারিলেন। হতচেতন ফিলিপ্‌স্‌ মাংস পিণ্ডের মত দলা পাকাইয়া পড়িয়া রহিল। বনভূমি মুখরিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল।

মরিসের কুঠিতে বহু নীলকর ইউরোপীয় পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়াছিল অতিথিরূপে, তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণে ও শীকারে বাহির হইয়াছিল। নেলির চীৎকার ধ্বনি তাহাদের মধ্যে অনেকেরি কর্ণে পৌছিল। যে যেখানে ছিল দৌড়িয়া আসিল। দূর হ'তে অনেকেই দেখিতে পাইয়াছিল, ফিলিপ্‌স্‌ কর্ত্তৃক আক্রান্ত নেলি উন্মত্তের মত উচ্চণ্ড চেষ্টা করিতেছে তাহার আলিঙ্গন পাশ ছিন্ন করিবার জন্য। তাহারা আরও দেখিয়াছিল অতি প্রয়োজনীয় সময়ে চপলাবৎ চকিত গতিতে পবিত্রানন্দের আবির্ভাব ও প্রচেষ্টা। মরিস আসিয়া নেলিকে আশ্বস্ত করিল, হিল

মারে, জেলার জজ এলিস সাহেব তাহাকে প্রবোধ দিল, জজ সাহেবের মেয়ে মিস্ এলিস ও তাহার সঙ্গিণীগণ আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া সখীর ন্যায় তাহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি আবদ্ধ হইল যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের প্রতি। রুদ্ধশ্বাসে তাহারা যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পুরুষেরা প্রস্তুত হইল পবিত্র পরাস্ত হইলে তাহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ফিলিপ্‌স্‌কে শাস্তি দিবে। কেহই প্রত্যাশা করে নাই—ধর্ম্ম ব্যবসায়ী সন্ন্যাসীর যুদ্ধ ব্যবসায়ে পারদর্শিতা। এক্ষণে তাহাকে জয়যুক্ত দেখিয়া সকলে উল্লাসের জয়মালা বরমালার মত তার গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

———

পুণ্যপুরে পুণ্যাহ।

(১৯)

পুণ্যাহ। পরেশনাথ বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারী। আজ তাঁর অধিকারভুক্ত প্রতি কাছারিতে পুণ্যাহের মহোৎসব। বসন্তের সাড়া পেলে তাম্ররাগের রক্ত পল্লবের নূতন ভূষায় তরুলতা যেমন সাজে, আর তাদের ফুলের নবীন মঞ্জরী ঘেরিয়া ঘেরিয়া ভ্রমর কুল উড়িতে উড়িতে যেমন গুঞ্জনের জয়ধ্বনি করে পুণ্যপুর গ্রামখানি তেমনি উৎসবের জাঁক-জমকে ঝলমলিয়ে উঠ্‌ল, দেশ বিদেশ হ'তে সমাগত জনগণের আনন্দ কোলাহলের কল্লোল ব'য়ে গেল। বহুদিন হ'তে এ জমিদারীতে এই রীতি প্রচলিত আছে পুণ্যাহ দিনে পুণ্যপুরে মেলা বসে প্রজারা মফঃস্বল হ'তে আসে যা পারে কিছু নজর ভেট ব'লে হাতে ক'রে আনে, জমিদারকে তাই দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে নূতন খাতায় নাম লেখায় আর জমিদার বাড়ী আকণ্ঠ ভোজন করে যাত্রা দেখে, মেলা দেখে গান বাজনায় যোগদেয়, লাঠিখেলে কুস্তি করে শিরোপা পায় নানা আমোদে কাল কাটাইয়া স্ফূর্ত্তি ক'রে বাড়ী ফেরে।

এবার উৎসবের ঘটা বড় বেশী। প্রজাপক্ষের উৎসাহ উচ্ছলিত বেগে ছুটে চলেচে। নূতন নূতন লাঠিয়াল, সড়কীয়াল, ঢালী, মল্লগীর

দলে দলে আসিতেছে। তরুণের দল বল, দেখাবার জন্য বিহ্বল হ'য়ে মেতে উঠেছে। জ্ঞান দেবে তারা, মান নেবে তারা। তুচ্ছ তাদের কাছে প্রাণ, কিন্তু বড় প্রিয় বড় উচ্চ শুভ্র যশের সম্মান! যৌবনবান জোতদারের যুবা জমিদার পরেশনাথ! তোমার কাছে চায় তারা সুমীমাংসার নিরপেক্ষ বিচার।

নিজে নিজের অভিভাবক রূপে সাধারণ্যের অনুষ্ঠানে বরেণ্যের আসনে আত্মপ্রকাশ করা পরেশনাথের এই প্রথম—তাই পরেশনাথ প্রথমে চাহিয়াছিলেন যেমন প্রতিবারে মায়ের আড়াল হ'তে কাজ করেন এবারও তাই কর্ব্বেন; কিন্তু রুদ্রাণী চাহিলেন তাঁর অঞ্চলের নিধি, ওড়নার আড়াল হ'তে বাহির হ'য়ে কর্ত্তৃত্বের গদির উপর বসুক, দাবীত্বের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হোক্। পরেশনাথ দেখিলেন জননী তাঁর পরীক্ষা লইতেছেন মায়ের পদধূলি মাথায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যেমন সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তেমনি সংসারের এই প্রথম পরীক্ষায় কৃতিত্বের গৌরব লাভ কর্ত্তে সচেষ্ট হইলেন।

পরেশনাথ শতধারে বহিতে লাগিলেন যেমন বিপুল লোক সমাগম ব্যবস্থা ও আয়োজন তদনুযায়ীই হইল। মেলা সুরক্ষিত রাখা আমোদ প্রমোদের উপভোগের সুব্যবস্থা, জলস্রোতের মত আগন্তুক জনস্রোত সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের আদর আপ্যায়ন—তাহাদের দত্ত উপঢৌকন গুলি হিসাব ভুক্ত করিয়া সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক বিষয়ে পরেশনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুচিন্তিত কিন্তু সহজে বোঝা যায় এমন ভাষায় বলা পরিষ্কার আদেশ ও অভিমতগুলি সকলকেই মুগ্ধ করিল।

পূর্ব্বাশার দুয়ার খুলিয়া উষার আলোক ছটা বাহির হইতে না হইতেই ছুটিয়া আসিয়াছে পাড়া পাড়ান্তর হ'তে তরুণীর দল অরুণ রাঙা কাপড় প'রে, শিশির ভেজা ফুলের মত হাসি মাখা মুখে আজকার

দিনে কাজ কর্ব্বে বলে রুদ্রাণীর যজ্ঞশালায়। গ্রামে আজ হাঁড়ি চড়্‌বে না ; সকল হাঁড়ি কাড়া আজ জমিদারের বাড়ী। তাই সকল গৃহের গৃহলক্ষ্মী সমাগত আজ বাস্তুলক্ষ্মী রুদ্রাণীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে। কে অই তরুণী নব তপনের বর্ণের দীপ্তি নিয়ে, স্নিগ্ধ উষার মুগ্ধ হাসি মুখে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তরুণীর দল কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে ? তর্ক করা চলেনা তার সঙ্গে, অমান্য করা যায় না তার নিদেশ কিন্তু বিদ্রোহ করেনা হৃদয় তার কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে সে যেন স্বভাবের সুন্দরী, তাই স্বাভাবিক তার—প্রত্যেক আচরণ, যা করে তাই মানান সই সুন্দর যা বলে তাই যুক্তি যুক্ত।

রুদ্রাণী ডাকিলেন "মা সুলোচনা ! এত বেলা হলো, সকলেই জল খেলো তুমি একটু বাসি মুখে জল দিলে না।"

পাড়ার একটি মেয়ে বলিল "আমাদের খাওয়াতেই ব্যস্ত ও খাবে কখন খুড়িমা ?"

সুলোচনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "যালো যা খুড়িমার হুকুম মান্‌তে হবে।"

সুলোচনা। আমার তো তেষ্টা পায়নি জেঠাইমা আপনার পূজা হয় নি, আপনি জল খাননি, আমি এখন খাবোনা।

"ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে" এই বলিয়া রুদ্রাণী দুটি রসগোল্লা তার মুখে গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে এক গ্লাস জল খাওয়াইলেন ; নিজের করতল দিয়া কপোল দুটী মার্জ্জিত করিয়া আদর করিতে লাগিলেন।

সুলোচনা পুণ্যপুরে আসিয়াছিল তার মাসীর বাড়ীতে। মাসীমা তাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন জমিদার বাড়ী রুদ্রাণীর সঙ্গে দেখা করিতে। রুদ্রাণীর সুনজরে পড়িল সুলোচনা ; পুণ্যাহের উৎসবের

জন্য তিনি তাহাকে তাহার মাসীমাকে বলিয়া আটক করিলেন। রুদ্রাণীর স্নেহনীড়ে বন্দিনী হইতে সুলোচনা আপত্তি করে নাই।

পরেশনাথ ত্বরিত গতিতে আসিতেছিলেন কি প্রয়োজনে, এক জন অপরিচিতা কুমারীকে মা আদর করিতেছেন দেখিয়া সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কাকে অমন ক'রে আদর ক'চ্চ মা"

পাড়ার সেই মেয়েটি বলিল "দাদার বুঝি হিংসে হচ্চে খুড়িমা ?"

সুলোচনার মুখখানি দুই হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া রুদ্রাণী বলিলেন "দেখ্ দেখি কেমন সুন্দর!"

তরুণীর প্রতি তরুণের সহজাত আকর্ষণ প্রেম ও প্রণয়ে পরিণত করিবার জন্য যে দেবতা পুষ্পবাণ সন্ধান করেন, এতদিন তিনি পরেশনাথকে উপেক্ষা করিয়া অসিয়াছিলেন তাই লোলুপতা তাঁর নয়নে ছিল না, দেখিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহও তাঁহার ছিলনা অমনোযোগের অননুসন্ধিৎসু অপরিচিত দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখিলেন —সপ্রতিভ সলজ্জ দুটি নয়নের কালো তারায় আনন্দের অভিনন্দন তখন সেই অসাবধানতার ভাসা ভাসা দৃষ্টির এক চমকেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল ক্ষণপ্রভার তম বিধ্বংসি আলো—অন্তরের অন্তরতম তলে অনলের অক্ষরে লিখিত হলো অপ্রতিম এ নারী প্রতিমা আলোকসামান্ত প্রভাবে অনন্ত সাধারণ শক্তিময়ী।

নীল চাষের সর্ব্বনাশ।

(২০)

বেলা বেড়ে গেল। লোক বহু জমে গেল। আহার্য্যও প্রস্তুত। কিন্তু "নজর" ও বড় কেহ দেয় না, খাইতেও কেহ বসে না। ভাবের আকাশে উৎকণ্ঠার উষ্মা জমাট বেঁধে জায়গা গরম হয়ে উঠ্‌ল। অপ্রত্যাশিত অবস্থা সংস্থানে কর্ম্মচারিরা বিব্রত হ'য়ে পরেশনাথকে জানাল। পরেশনাথ জোতদারগণের বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। বিস্তৃত বহিরঙ্গন নরসংঘে ভরিয়া গেল। তিল ধারণে স্থান রহিল না— সঙ্কুচিত তারা উত্তেজিত, চঞ্চল, প্রকুপিত। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হলো না তারা—দা ঠাকুরের গম্ভীর নির্ঘোষ আর চাঁদখাঁয়ের কর্কশ নিনাদ সুনিয়ন্ত্রিত করিল অশিক্ষিত পল্লীগাঁয়ের বলদৃপ্ত কৃষিবল; ক্ষুব্ধ সিন্ধুর তরঙ্গ তাড়িত হৃদয়ে স্তব্ধ হ'য়ে শ্রেণীবদ্ধ হলো তারা তাদের জননায়কের সুনিয়ন্ত্রণায়।

দা ঠাকুর বলিল:—বাবু! আপনি পরগণার জমিদার; ঐ দেখুন পরগণার জোতদারেরা সব হাজির সঙ্গে তাদের আপনার প্রাপ্য আজিকার পুণ্যাহের নজর, অভুক্ত তারা বড় আশা তাদের আরামের ভূরি ভোজন আপনার হেসেল হ'তে। কিন্তু কাতর তারা, দুর্ব্বহ হ'য়েছে তাদের জীবনের ভার অবিচারের গুরুভারে তাই বুক

পোরা প্রত্যাশার তৃষা নিয়ে তারা আজ এয়েছে আপনার দুয়ারে আশ্রয় নিতে। যদি আশ্বাসের অভয় বাণী দেওয়ার সামর্থ্য আপনার থাকে গ্রহণ করুণ তাদের নজর, খাওয়ান তাদের পেটপুরে—আর যদি সে সামর্থ্য আপনার না থাকে তবে চোখের জলে বিদায় লবে আপনার ছেলের দল এই প্রজারা পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে, বুকের তৃষা বুকে রেখে ছিন্ন কর্ব্বে তারা আজ হ'তে সকল বন্ধন আপনার সঙ্গে দেবে না তারা নজর, দেবে না তারা খাজনা ছেড়ে দেবে তারা আপনার জমি আপনাকে বেড়াবে তারা পথে পথে—আসমান হবে তাদের ছাত, ধরা পৃষ্ঠ তাদের শয্যা বায়ু তাদের ভক্ষ্য অশ্রুজল হবে তাদের সম্বল। আর এই সব হতভাগাদের তপ্ত নিঃশ্বাসের নরকাগ্নি ঝল্‌সে দেবে আপনার সকল সম্মান সকল সম্পদ। পেশকর, চাঁদখাঁ হুজুরের দরবারে তোমার আরজ।"

চাঁদ খাঁ—হুজুর! ওপরে খোদা আর নীচে আপনি! আমরা যেমন আপনার প্রজা মরিস সাহেবও তেমনি আপনার প্রজা। তার ৫৪ খানি কুঠি আপনারি জমিদারিতে। আমাদেরও যেমন জমাই স্বত্ব তাহারও প্রায় সকল স্থানেই তাই তবে কিসের জোরে সে প্রজাদের উপর জমিদারেরও বড় এই রকম ব্যবহার করে। জোর ক'রে নীল বোনে, জোর ক'রে বেগার নেয়, বাধা দিলে মাথা ফাটিয়া দেয়—হাতে নীল না বুন্‌লে মাথায় বুনিয়ে ছাড়ে। আমরা আপনার প্রজা আশ্রয় চাই আপনার।

পরেশনাথ। মরিস সাহেব রাজার জাতি। রাজার দরবারে তার কথার দাম আছে। তাই তার বুক বেড়ে গেছে। খুঁটোর জোরে ম্যাড়া লড়ে। স্থানস্থিত কাপুরুষও সিংহের মত কাজ করে। মরিস সাহেব জানে ইংরাজ জাতি ঐক্য বন্ধনের শক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রেছে। যা মরিস নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্ব্বে, তাহা অক্ষুন্ন

রাখবার জন্য প্রত্যেক নীলকর সাহেব প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ চেষ্টা কর্ব্বে। যদি গভর্ণমেণ্ট তাদের সমর্থন না করেন তবে তারা বিলাতের স্বজাতির নিকট নিজেদের কাঁদুনি বিচিত্র বিননে এমন করিয়া বিনাইবে, অতি তুচ্ছ ব্যাপার ঘনাইয়া ফেনাইয়া এমন গুরুতর করিয়া তুলিবে যাহাতে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে, ক্ষেপে উঠে তারা আস্ফালন কর্ব্বে বাধ্য কর্ব্বে বাংলার সরকারকে নীলকরদের দাবী সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাহ্য কর্ত্তে। এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার সামর্থ্য আমার কি আছে ?

চাঁদখাঁ। তবে বিলিয়ে দিন হুজুর আপনার জমিদারী মরিস সাহেবকে বেরিয়ে পড়ুন পথে পথে আমাদের সাথে। ছুঁচ হ'য়ে সিঁধিয়েছে সে কাল হ'য়ে বেরুবে এই মরিস সাহেব। উচু নীচু রাখ্‌বে না সে ক'রে দেবে সব ধূলা গুঁড়ার মত নীচু সমান, চ'লে যাবে সকল দেশী লোকের মাথার উপর দিয়ে তার বুটের গোঁড়ালি মানবে না সে রাজা কি প্রজা রাখ্‌তে পারবেন না জমিদারী হুজুর জমিদার হবে মরিস সাহেব মদোমাত্তাল কোন ভিল সাঁওতাল হবে তার প্রজা মরে যাবে হিন্দু মুসলমান সকল প্রজা অনাহারে, চ'লে যাবে তাদের জোত। জোত থাক্‌বে কাদের ? ইজ্জত ছাড়বে যারা—ট্যাড়া মাথা যারা কর্ব্বে নসিব তাদের ফুটো হবে, কপাল তাদের ভাঙ্গবে, বল্‌তে পার্ব্বে যারা জল উঁচু বল্লে জল উঁচু নীচু বল্লেই জল নীচু তারাই পার্ব্বে থাক্‌তে ভাত ভিক্ষে করে—অপমানের জীবন বয়ে বেইজ্জত হয়ে—সমগ্র জনতার দিকে চেয়ে স্বরগ্রাম সপ্তমে তুলে রক্ত চক্ষে চাঁদ খাঁ হাঁকিল—

কেমন পার্ব্বি তোরা এমন জীবন বইতে, গরু জরু বিলিয়ে দিতে জোত জমা ছাড়তে, শ্যামচাঁদও রামচাঁদের বাড়ি পিঠ পেতে নিতে ?

নীলাকাশ ভিন্ন করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠের মিলিত বজ্র-নিনাদ উঠিল "না, না, না।"

পুণ্যাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। নজরের টাকা গাদা হয়ে জমে উঠলো। পরেশ নাথ প্রজার স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ রক্ষা কর্ত্তে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলেন। ভাতের কাঁড়ি পাহাড়ের মত জম্‌তে জম্‌তে পাত হতে ফুঁয়ে উড়ে যেতে লাগলো বুভুক্ষু জোয়ানদের ভোজনের আনন্দোৎসবে। মিট্‌লো তাদের পেট পোরা ক্ষুধা, মিট্‌লো তাদের বুক পোরা তৃষা। বল্লো তারা "জেলে যাব আমরা, দাঙ্গা করবো আমরা— চাঁদা দেব আমরা, মওড়া লও বাবু পিছনে থাক বাবু। আমাদের মেয়েছেলে আমাদের মান ইজ্জত তোমার হাতে।"

রুদ্রাণীর নিদেশে স্নলোচনা দিলেন তারুণ্যের পুরস্কার বাঁশী মালের করপুটে সোণার তাগা। বাঁশী মালকে স্কন্ধে করিয়া সমগ্র জনতা পাগলের মত চেঁচাইতে লাগিল, "জয় রাণী নগরের রাণী দিদির জয়।" "জয় পুণ্য পুরের রাণী মায়ের জয়"। "জয় পুণ্য পুরের রাজা বাবুর জয়।" "নীল চাষের সর্ব্বনাশ নীল বুনানি বন্ধ।"

যথাসময়ে কাশীশ্বর এ সংবাদ মরিস সাহেবকে দিল। মরিস গর্জ্জাইয়া উঠিল। লক্ষ্মীকান্ত বলিল"লুঠ্‌বো পরেশ বাবুর কাছারী ; চড়াও কর্ব্বো তার বাড়ী দেখি কে ঠেকায়।"



লক্ষ্মী কান্তের হুকুম।

(২৮)

চুপ্, চুপ্, চুপ্। মরিস সাহেবের অধিকারের কুঠিগুলির এলেকার হাওয়ায় হাওয়ায় গুম্‌রিয়া উঠিতে ছিল চুপ্, চুপ্, চুপ্। তখনও রেলরোডগুলি বাংলার বুকের উপর লৌহ পাশ লইয়া জাঁতিয়া বসে নাই। দক্ষিণ বঙ্গের সাগর বাহিনী নদীগুলি তখনও লৌহ সেতুর ভীষণ ভুজপাশে রুদ্ধশ্বাসে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ছিন্ন ভিন্ন শুষ্কতোয়া কুকুর লজ্ঘিনী হইয়া ম্যালেরিয়া জননী হয় নাই। শৈবাল দলে তাহাদের জল রেখা তখনও লুপ্ত হয় নাই। নিবিড় নীলের নীলিমায় তাহাদের স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যকর জলধারা তখনও আবিল হইয়া উঠে নাই রোগের রাহু তখনও দুঃস্বপ্নের ঘোড়াভূতের মত লোকের বুকে চারি পা দিয়া চাপিয়া বসে নাই। তাই বাঙ্গালির তখন স্বাস্থ্যের সচ্ছলতা সর্ব্ব কার্য্যে উছলিয়া উঠিত। বাঙ্গালি তখন কথা কহিত উচ্চকণ্ঠে হাসিত উচ্চ হাস্তের কলরোলে ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ ব্যধি বীজাণুর বিষাক্ত দোষে দুষ্ট ছিল না। তাই চড়া গলায় ছিল ধ্বনির শক্তি; হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তাশয়ে রক্তধারা ম্যালেরিয়া রাক্ষসী চুষিয়া শুষিয়া লয় নাই; মর্ম্ম ছিল তাই পরিহাসপ্রিয় নর্ম্মঠ, কর্ম্মঠ দেহে। উষ্মা বর্জ্জিত ব্যঙ্গ পীযূষে রঙ্গরস উচ্ছ্বসিয়া পড়িত। গানে ও ছড়ায় পাড়ায় পাড়ায় লড়াই বাধিত; লাঠিতে ফাটাফাটি হইত

মাথা। আবার পরক্ষণেই ফেটা বাঁধা ক্ষত মাথায় হইত কোলাকুলি; চিরদিনের বন্ধুত্ব উঠিত জাগিয়া নিবিড়তর হয়ে ক্ষনিকের শত্রুতা যেতো ডুবে বিস্মৃতির অতল তলে। গোপন শব্দ থাকিত গোপনে। মন প্রাণ ছিল খোলসা, ব্যবহার ছিল সাদা সিদে, উন্মুক্ত উদার। খোলাখুলি ভাবের তরঙ্গে বঙ্গ একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। এই সময় জারি হলো অলেখার আজ্ঞালেখা চুপ, চুপ, চুপ।

কাশীশ্বর আসিয়া কিশোরীমোহনকে বলিল "দেখ দাদা এতটা মেশা-মেশি এতটা খোলাখুলি এসব কিন্তু মোটেই ভাল নয়। তুমি কর সাহেব বাহাদুরের চাকুরী—আর যে সে সাহেব নয় মরিস সাহেব! ৫৪ খানি যার কুঠি, লাখ লাখ টাকা যার আয়, স্বয়ং বাংলা বাহাদুর—আর চাকুরীও তোমার ছোট নয় একেবারে নায়েবী—তোমার এলেকায় তুমিই তো মরিস সাহেব! তোমার একটা পজিসন [position] রেখে চলা উচিত। অত সহজ প্রাপ্য হলে সাহেবের মান ইজ্জত বজায় রেখে চল্‌তেতো পার্ব্বে না।"

কিশোরী। তা কি রকম করে চল্‌তে হবে?

কাশীশ্বর। হাঁ। চাকুরী করেন দাওয়ান মহাশয় লক্ষ্মীকান্ত দাদা বলিহারি যাই। কপ্নি পোঁদা চাষা বেটা যেই কথা বল্‌বার জন্য সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, অমনি হুকুম লে আও শ্যামচাঁদ—আর তখনি পিঠের পরে তুড়ুং ঠুকে দিলে—এস বাবা কথা কইতে! আর speak টি not টু শব্দটি কেও করে না। কড়া শাসন। আর দাদা তোমার দরজা সকলের কাছেই খোলা। অতকরে আস্কারা। যে যখন যা আব্দার করে সময় নেই অসময় নেই কিশোরী দা অমনি উঠেন মেতে। অত খাতির কিসের? বিশেষ যারা মনিবের বিরুদ্ধে দল পাকায় তাদের সঙ্গে।

কিশোরী। কই আমার এলেকায় নীল না বোনার বিরুদ্ধে বা সাহেবের বিরুদ্ধে এমন বিশেষ কোন দলের খবরতো শোনা যায় না।

কাশীশ্বর। দাদা! এখনও মাতৃগর্ভে আছ; খোঁজ কিছুই রাখ না; নিজে খোলসা সবাইকেই ভাব তাই। প্রজারা যারা তোমার কাছে আসে সব শালারা গুপ্তচর—তোমার গুপ্ত খবর জানবার জন্য আসে—খুব সাবধান, খুব সাবধান—কাকেও বিশ্বাস করো না। কাকেও কোন কথা বলো না সব চুপ সব চুপ দাদা এই শর্ম্মারাম তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে মাঝে মাঝে আমার পষ্ট কথায় তোমার কষ্ট হতে পারে কিন্তু যদি তোমার গু ফেলবার দরকার হয় কাশীশ্বর হাসিমুখে তা কর্ব্বে জেনো; সকলের হাঁড়ির খবব কাশীশ্বরের পেটে ঝুলির মধ্যে গজ গজ কচ্চে আর ঝুলি ঝেড়ে সব খবর বের করে দেবে সে তোমাকে তোমার ভালর জন্য।

ঝড়ের মত দড়বড়িয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া লক্ষ্মীকান্ত আসিল। ঘোড়া থামিবার পূর্ব্বেই ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল আর কিশোরী মোহনের হাত খানা shake-hand করিতে গিয়া সজোরে নাড়া দিল।

লক্ষ্মীকান্ত। কিশোর! কাজ কেমন চল্‌চে! কাশী এসে জুটেচ যে। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।

কাশী। আমি দাদা তো হুকুমের তাঁবেদার; একবার কাক মুখে বার্ত্তা পেলেই হলো ছুটে গিয়ে হাজির হতাম।

লক্ষ্মী। কাশী, শিষ্য বাড়ী বেড়াতে যাও।

কাশী। কোথা দাদা।

লক্ষ্মী। খোলাপোতা।

কাশী। তা অনায়াসেই যেতে পারি। সেখানে রামরূপ ঘোষ আমার মন্ত্র শিষ্য।

লক্ষ্মী। গাঁতিদার রামরূপ।

কাশী। আজ্ঞা হাঁ।

লক্ষ্মী। তবে তো ভালই হবে। খোলাপোতায় পরেশবাবুর বড় কাছারী বাড়ী আছে না ?

কাশী। আজ্ঞা হাঁ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার তহশীল।

লক্ষ্মী। এই কাগজ খানি লও। পড়িয়া দেখ—এই সমস্ত সংবাদ আমি চাই। সেইগুলি সংগ্রহ ক'রে ইহাতে লিখিও আর সেই লেখা কাগজ কিশোরীকে আনিয়া দিবে খুব গোপনে। আর জেনে আস্‌বে রামরূপ আমাদের বাধ্য হতে পারে কিনা আর যদি হয় কতখানি সাহায্য সে আমাদের কর্ত্তে পারে।

কাশী। আমি ২।১ দিনের মধ্যেই সমস্ত সংবাদ এনে দিচ্ছি। আর এটাও বলতে পারি যে রামরূপকে কাশীশ্বর উঠ্‌তে বল্লে উঠ্‌বে, বস্‌তে বল্লে বস্‌বে। দাদা আপনি যদি হুকুম দেন তবে রামরূপকে আপনার পায়ের তলায় আন্‌বো হুকুমের তাঁবেদার ক'রে দেব।

লক্ষ্মী। আচ্ছা কেমন বাহাদুর দেখা যাবে ; এখন রওনা হয়ে যাও এক্ষণি, বিলম্বে কার্য্য হানি হবে।

উভয়কে প্রণাম করিয়া কাশীশ্বর চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। কিশোর! মামলা লাগিয়ে দাও সকল শালা মাতব্বর প্রজার নামে—

কিশোর। কি রকম ক'রে ?

লক্ষ্মী। রকমের ধার আমি ধারি না যে রকম ক'রেই হোক লাগাতে হবে মোকদ্দমা। এই লও ফর্দ্দ, এই সকল চাঁইদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কর্ত্তে হবে। সত্য মিথ্যার ধার ধেরোনা। নিজে বাদী হবে না। মামলা করাবে অপর লোক দিয়ে। একের শত্রুকে হস্তগত ক'রে অপরকে জব্দ

কর্ব্বে, এই হবে কৌশল—গরু বাছুর ধ'রে ধ'রে আটক কর্ব্বে, ফসল খেয়েছে বলে। যতক্ষণ সমস্ত জমী সাহেবের খাস না কর্ত্তে পার্ব্বে, নীলের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে না পারবে ততক্ষণ চালাও জোরসে জুলুম, জীবন ক'রে তোল দুর্ব্বহ ; মাথা যারা উঁচু কর্ব্বে বা করেছে, ক'রে দিতে হবে তাদের মাথা নত ধূলির সঙ্গে। চাকুরীর মায়া যদি চাও মিষ্ট কথা ভুলে যাও জোরসে জুলুম চালাও।

তড়াক ক'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে লক্ষ্মীকান্ত হাওয়ার মত ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ধড়াস ক'রে ফরাসের উপর ব'সে পড়ে তাকিয়া হেলান দিয়ে কিশোরী মোহন ফরসীর নল মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে টান্‌তে টান্‌তে গম্ভীর ভাবে চিন্তা কর্ত্তে লাগলেন।

এতদিন চাকুরী করে এসেছেন কিন্তু বিবেক বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হয় নাই। যে বুদ্ধিতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে কার্য্য প্রণালীর সে ক্রিয়া কৌশল তিনি জান্‌তেন তাই এতদিন মুনিব সন্তুষ্ট ও প্রজা সন্তুষ্ট করিয়া উভয় কুল বজায় রাখিতে পারিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন হলো অবস্থা সঙ্কট। হ'তে হবে গুপ্ত চর ; খেতে হবে লোকের পৃষ্ঠ মাংস ; গোপনে মারতে হবে ছুরি ; ভাইকে লাগাতে হবে ভায়ের বিরুদ্ধে—কিশোরী ভাব্‌তে লাগলেন এতো তাঁর ধাতে সইবে না।

দুদুমিঞা এসে সেলাম ক'রে বলল "সেবা দিই কর্ত্তামশাই।" তারপর কর্ত্তামশাইকে চিন্তাকুল বিমর্ষ দেখে বলল "আজ মুখখানি শুক্‌নো কেন বাবা ঠাকুর।" দুদু মিঞা অশীতি পর বৃদ্ধ—মাথার চুলগুলি সাদা, প্রচুর সাদা দাড়ি বুকের উপর লুটাইতেছিল।

কর্ত্তা বললেন "চাকুরী ছেড়ে দেব ভাব্‌চি।"

দুদু। ছাড়তে হবেনা কর্ত্তা।

কিশোরী ! কেন ?

হুহু। আপনি ছাড়বেন কেন ?

কিশোরী। ব'লে গেল জোরসে জুলুম চালাতে ; পার্ব্বোনা তা ; কাজে কাজেই ছাড়তে হবে চাকুরী।

হুহু। শোন কর্ত্তাবাবা চাষার সলা। হঠাৎ কোন কাজ করোনা বাবা এ জুলুমের বেগ জোয়ারের জল, বেশী দিন রইবে না বাবা, ভাঁটা এল ব'লে, পড়ে থাক মাটি কেম্‌ড়ে। ছাড়বো না আমরা তোমাকে কর্ত্তা, ক্ষতিও তোমার হ'তে দেব না। গায়ে তোমার আঁচ লাগবে না বাবা ; মাথার চুল গাছটা পর্য্যন্ত তোমার খোয়া যাবে না কর্ত্তা। কিন্তু বিশ্বাস করোনা ঐ কাশী ঠাকুরকে।

কিশোরী। কেন !

হুহু। ওর ঐ এক শালীর ছেলে আছে না—নাম অনঙ্গমোহন তাকে দিতে চায় তোমার এই নায়েবী। সেই ফিকিরে ঘুরচে ওটা, খোদ সাহেবের কাছে পর্য্যন্ত দরবার করেছে ; তোমার বিরুদ্ধে কাণ ভারি কচ্চে।

কিশোরী। অনঙ্গমোহনের যে পেটে বোমা মার্লে ক বেরোবে না।

হুহু। তা না বেরুক হয় কে নয়তো কর্ত্তে পার্ব্বে আর নয়কেও হয় কর্ত্তে পার্ব্বে।



মহাকালীর মন্দিরে।

(২২)

আজ অষ্টাহকাল মহাকালীর মন্দিরে পবিত্রানন্দ স্বামী ধ্যানে মগ্ন—দিবারাত্রির মধ্যে জলস্পর্শ নাই। আসন ত্যাগ নাই, কথাবার্ত্তা নাই। দূর দূরান্তর হতে লোক সব মায়ের পূজা দিতে আসচে, মায়ের মূর্ত্তি প্রাণ ভ'রে দেখ্‌চে আর ধ্যান গম্ভীর, মৌন সুন্দর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখে ভক্তি-নত চিত্তে প্রণাম করে যাচ্চে।

কিন্তু নেলি সে সংবাদ রাখে না। তাহার চিত্ত সন্তপ্ত হয়ে উঠেচে। ভাল আর তার কিছুতে লাগচে না। মন আর তার সংসারে বসচে না। মিস্‌ এলিস এলো নমনীয় সঙ্কোচপ্রসারশীল কমনীয় চলন ভঙ্গিমার লঘু গমনে—সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের হাসি ও সৌরভ নিয়ে, ভাবের আবিরে গাল দুটি তার লাল, অরুণ রাঙ্গা অধরে তৃপ্তির হাসি। সে বলিল "প্রিয় সখি শুভেচ্ছার আশীর্ব্বাদ দাও। আর্চ্চি আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করেছে" আর্চ্চি—হইতেছে ছোট হিল।

নেলি। আর তুমি ?

এলিস। অনুকূলে অভিমত দিতে হলো করি কি অভাগার জীবন একেবারে অকূলে ভেসে যাবে।

বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া নেলি হাসিয়া উঠিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কপোলে চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল, বলিল "চিরসুখী হও ভগ্নী।" তারপর সে তার জামার পকেট হইতে বাহির করিল হিলের দেওয়া সেই হার ছড়া; পবিত্রানন্দের বিদ্রূপের পর হইতে সেই হার যেন তাহাকে বিচ্ছুতে দংশন করিতেছিল, সে আর তাহা পরে নাই। এখন মিস্ এলিসের গলায় পরাইয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস সে ফেলিল, বুকের বোঝা তার নেমে গেল। মিস্ এলিসকে বলিল "ভগ্নী এই লও তোমার সখির স্নেহোপহার—তোমার মনোনীত তোমার দয়িতকে গিয়ে অভিনন্দন ক'রে এসো" ; নাচিতে নাচিতে কুমারী এলিস চলিয়া গেল।

চোরের মত জুনিয়ার হিল এলো। অপরাধীর মত মাথানত ক'রে বল্লো "আমাকে কি ক্ষমা কর্ব্বে ! আমার সকল সুখ, ভবিষ্যৎ জীবনের সকল আশা তোমার একই ফুৎকারে নিবে যেতে পারে।"

নেলি। আমার একটি প্রশ্নের অকপট স্পষ্ট জবাব দিতে পার্ব্বে ? মানুষের মত বল ?

হিল। ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌চি ঠিক উত্তর দিব।

নেলি। কুমারী এলিসকে তুমি কি সত্য সত্যই ভালবাস ?

হিল। এমন সরল যথার্থ সত্য জীবনে আমার আর কিছুই নাই।

নেলি। তাকে প্রবঞ্চনা কর্ব্বে না ? অন্য রমণীর রূপে উন্মাদ হ'য়ে তার বিশ্বাস ঘাতক হবে না ?

হিল। আমার সম্মানের নামে শপথ কচ্চি যতক্ষণ জীবন থাকিবে কুমারী এলিসের অকপট বিশ্বাস আমি কখনই ভঙ্গ করিব না।

নেলি। তবে যাও বন্ধু ! জীবন সঙ্গিনীর কাছে, ভবিষ্যতের পরিষ্কৃত জীবনচ্ছদ নিয়ে, মুছে ফেল, মুছে ফেলি অতীতের মসী লিপ্ত চিত্র, চিত্ত হ'তে। আরম্ভ কর জীবনের জয়যাত্রা নবীনতার উল্লাসে

অতীত স্মৃতির জীর্ণ ছিন্ন পাতা এই দেখ আজ দগ্ধ হ'য়ে গেল নেলির অন্তরে, চিহ্নও তার রহিল না। নির্ভয়ে চলে যাও।

হিল চলিয়া গেল—যাইবার সময় বলিল "তুমি দেবী।"

নেলি ভাবিতে লাগিল। স্বার্থভরা ছিল বসুন্ধরা তার কাছে। নিজের স্বার্থ বা স্বার্থের ছায়া চরিতার্থ করিবার জন্য যদি অপরের জীবন ব্যর্থ করিতে হইত তাহাতে দ্বিধা বোধ তার তো ছিলই না বরং তাহাতে সে আনন্দ বোধ করিত। পবিত্রানন্দকে প্রথমে সে যখন দেখে কৌতুকে তার চিত্ত ভরিয়া উঠে, সে ভেবেছিল ইহার সন্ন্যাস ভঙ্গ ক'রে ইহার চিত্তখানি পায়ের তলায় এনে তারপর ফুটবলের মত kick ক'রে লাথি মেরে ফেলে দিতে কত আমোদ কিন্তু ভাগ্যদেবতার চক্রান্তে বিজয়িনী আজ নিজের কারাগারে নিজে বন্দিনী। চিত্ত তাই তার তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল সংসারের উপর। হিলের সঙ্গে প্রণয়ের সম্বন্ধ ছিন্ন কর্ত্তে তাই তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা লাগ্‌লো না। তার মনে হলো পাপের রাহু যেন তাকে ছাড়লো :

অপেক্ষাকৃত লঘুচিত্তে তরুণী বেড়াইতে লাগিল। মহাকালীর মন্দিরের দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে আসিল সেথায় সান বাঁধান ঘাট, উপরে বিশাল বনস্পতি বট-বৃক্ষের শত শত লম্বমান বোয়া গুলি সহস্র সহস্র আবেষ্টনে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মাধবীর বিপুল বল্লরী ফুলে ফুলে ফুলময় করিয়া নিকুঞ্জ কানন রচিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিয়া নেলি দেখিল দুটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, বাঙ্গালী ঘরের। একজন বর্ষীয়সী—দিবস ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের সন্ধ্যা দেবীর ন্যায়, শান্ত শীতল, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ; অপরটি তরুণী, কুমারী—যেন উষার বাতাসে প্রভাতের প্রথম আলোক স্পর্শ। প্রথমা রুদ্রাণী। দ্বিতীয়া সুলোচনা। ইঁহারা আসিয়াছিলেন অমাবস্যায় পূজা দিতে, মহাকালীর মন্দিরে।

অল্পক্ষণেই পরিচয় লইয়া নেলি আলাপ জমকাইয়া বলিল—আচ্ছা মা! ভগবানের মূর্ত্তি গ'ড়েই যদি পূজা কর্ত্তে হলো তবে অমন ন্যাংটা বীভৎস ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির পূজা করেন কেন—একি অনার্য্যের আদিম কালের চিহ্ন নয়?

রুদ্রাণী। মা গো! অরূপ ভগবানের রূপ কল্পনা ভক্তের কল্যাণের জন্য। মা আমার তাই ন্যংটা; কোন আসক্তির বাঁধন তাঁকে বাঁধতে পারেনা। অই ভয়ঙ্করী আবার সৌম্যা, সৌম্যতরা তাহা অপেক্ষাও অতি সুন্দরী। যদি সমগ্র ধারণা কর্ত্তে চান তবে ঐ সন্ন্যাসীর মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে ধ্যান মগ্ন হোন্।

নেলি চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, কোন্ সন্ন্যাসী।

রুদ্রাণী। কেন, মহাকালীর মন্দিরের মধ্যে যিনি আজ অষ্টাহ ধ্যান মগ্ন হ'য়ে আছেন। লোকে যাকে পবিত্রানন্দ স্বামী বলে!

পবিত্রানন্দ যে মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন নেলি সে সংবাদ রাখে নাই। এখন আগ্রহান্বিত হইয়া রুদ্রাণী ও সুলোচনার সঙ্গে মন্দিরে গেল। ভিতর প্রাঙ্গনে জুতা পায়ে প্রবেশের অধিকার ছিলনা সে জুতা মোজা খুলিয়া ঢুকিল। দেখিল মহাকালীর মূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যান মগ্ন পবিত্রানন্দ স্বামী। শুনিল আজ অষ্টাহ এইরূপ ভাবেই তিনি ধ্যানমগ্ন। রুদ্রাণী ও সুলোচনা ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সবিস্ময়ে তাঁরা দেখিলেন আভূমি নত হ'য়ে প্রণাম কর্ল্লে নেলি; চক্ষে তার অশ্রুর মুক্তা।

পরেশনাথ এসে মাকে জানালেন—বেলা যায়, পাল্কী প্রস্তুত, রওনা হ'তে হবে।

নেলির নিকট বিদায় নিয়ে তাঁরা রওনা হ'লেন।

বিপদের মাঝে।

(২৩)

প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্রাণী, সুলোচনা ও পরেশনাথ কাহারও পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন হইল না। পরেশনাথ অশ্বারোহণে আগে আগে যাইতেছিলেন। বেহারারা পাল্কী দুইখানি বাহিয়া পিছু পিছু আসিতেছিল। সান্ধ্যবাতাসে অশ্ব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, পরেশনাথ তাহার ইচ্ছায় বাধা না দিয়া তাহাকে ছুটাইয়া দিলেন। পাল্কী দুটি পিছু পড়িয়া থাকিল। একজন মাথায় পাগড়ী বাঁধা জমাদার গোছের লোক প্রকাণ্ড সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল হুজুর আপনার গোমস্তা খুব জরুরী খবর নিয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথে শূল বেদনা ধ'রে এই নিকটে এক ঘরে ছটফট কচ্ছে আপনাকে দেখ্‌তে চাচ্ছে। নিঃসন্দিগ্ধ পরেশনাথ তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন, একজন আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল আর পূর্ব্বকথিত লোকটি আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল—একটি ঝোপের মধ্যে লোকটি অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভীমকায় কতকগুলি লোক একত্র পরেশনাথকে আক্রমণ করিয়া তাঁর মুখ হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। পরেশনাথের চীৎকার করিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিলনা। তাঁহাকে তখন হাতে হাতে তুলিয়া লইয়া নদীর ধারে আনিল। সেখানে একখানি ছিপ অপেক্ষা করিতেছিল! তাহার মধ্যে পরেশনাথকে ফেলিল, সঙ্গে রহিল সশস্ত্র পাহারা। পক্ষিণীর মত ছিপ উড়িয়া চলিল।

রুদ্রাণীও সুলোচনার পাল্কী আসিতেছিল। সঙ্গে বাহকদের মধ্যে এলেম আর লালমোহন ছিল। চাঁদ খাঁয়ের ডাকাতের দল ভুক্ত তাহারা। তাহাদের অভ্যস্ত চক্ষু সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝোপের মধ্যের যায়গাটা একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিল; পাল্কী পিছু রাখিয়া তাহারা আগু হ'য়ে দেখতে এলো। গুপ্ত যায়গা ব্যক্ত হলো দেখে পিল পিলিয়ে লাঠিয়ালের দল বেরিয়ে এল, ঘেরাও কর্ত্তে চাইল পাল্কী। বেহারারাও লেঠেল মন্দনয়। বাধ্‌লো বেজায় ঠোকাঠুকি। এলেম দিল সিটি ঠোঁট দুটি ধরে তার উপর আঙ্গুল রেখে ত্রক দুই তিন শ্রুতিকটু কর্কশ, গতি যার বহুদূর। নদীর বাঁকে বাঁকে, জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, প্রান্তরের বাতাসে বাতাসে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে প্রতিধ্বনি নিয়ে চ'ল্ল সেই সিটির শব্দ বিপদবার্ত্তার অগ্রদূতের মত প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে, নিকট ও দূরের বন্ধুজনের কর্ণে কর্ণে।

রুদ্রাণী, রুদ্রাণীর মত নির্ভয় কণ্ঠে নিজের দলের উৎসাহ বাড়াইয়া কহিলেন "সোণাদিয়ে বাঁধিয়ে দেব তোদের হাত, যদি আজ এই ডাকাতদের হঠিয়ে দিতে পারিস।" নামিলেন তিনি পাল্কী হইতে; নামালেন সুলোচনাকে। নিলেন তিনি হাতে লাঠি তুলে; দিলেন লাঠি সুলোচনার হাতে। সুলোচনা চাইলেন রুদ্রাণীর মুখের দিকে; রুদ্রাণী লাঠি বিদ্যায় পারদর্শিনী, সুলোচনা নন। রুদ্রাণী বুঝিয়া বলিলেন "ভয়নাই মা; বাঘিনীর বাচ্চা বাঘিনী; হাতে লাঠি নিয়ে আমার পিছনে পিছনে থাক; চালিও লাঠি দারকার হ'লে; দমোনা; কৌশল আপনি আসবে।" রুদ্রাণী তখন বাহিনী ব্যূহবদ্ধ করিয়া চালনা করিতে লগিলেন। শত্রুরা সংখ্যায় বহু; লাঠি বিদ্যায় অসাধারণ। কিন্তু সুচালিত রুদ্রাণীর জোয়ানদের সহসা কায়দা করিতে পারিলনা, কোন হতে কোনান্তরে সম্মুখে পশ্চাতে

সুশিক্ষার অভ্যস্ত কৌশলে সঞ্চরন করিতে লাগিলেন রুদ্রাণী নিজ সৈন্য মধ্যে, পরবল মন্থন করিয়া ; ভৈরব তাঁর নির্ঘোষ, জ্বালাময়ী তাঁর উৎসাহ বাণী, অভ্রান্ত তাঁর দৃষ্টি শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণে, অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য শত্রু ঘাতনে।

এলেম আর লালমোহন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলো, মরিয়া করে তুল্‌লো তারা নিজের দলের সকল লোককে। লড়্‌তে লড়্‌তে তারা এগুতে লাগল ব্যুহবদ্ধ হয়ে। ক্রমে তারা শ্রান্ত হ'য়ে পড়তে লাগল। আক্রমণকারীরা বিষম চাপে তাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ল। জয়ের আশা হতে লাগল দূর হ'তে সুদূর পরাহত ; তখন সেই হিন্দু মুসলমানের ক্ষুদ্র বাহিনী জোট হ'য়ে দাঁড়াল লাঠি হাতে কাঁধে কাঁধে। জান কবুল ক'রে মান রাখবার জন্য। এক এক ক'রে শুতে লাগল ধরাপৃষ্ঠে, পিঠ দেখালেনা কেউ স্থান ছাড়িল না কেউ ; সুলোচনা আহত, রুদ্রাণী আহত, এলেমের দৃষ্টি লুপ্তপ্রায় লালমোহনের সর্ব্বাঙ্গ আঘাতে কাঁপচে দু এক মুহূর্ত্ত আর সব শেষ হয়ে যাবে।

এমন সময় দিগ দিগন্ত বিদীর্ণ করিয়া কাহার ঐ সিংহধ্বনি শ্রবণ বধির করিয়া ধ্বনিত হইল ? শ্রুত হলো ক্রোশেক পথ দূর হ'তে। মৃতপ্রায়, এলেম চেঁচাইয়া উঠিল "চাঁদখাঁ, চাঁদ খাঁ"—। লালমোহন পাগলের মত লাফাইয়া উঠিয়া জয়ধ্বনি করিল "চাঁদখাঁ চাঁদখাঁ— লাগাও শালাদের।' আততায়ীরা হইল যেন বিজলীহত। হাতে, মাথায় মুখে, পৃষ্ঠে পায়ে তাদের পড়িতে লাগিল চাঁদখাঁয়ের লাঠির বাড়ি বধির হ'য়ে গেল তাদের শ্রবণ চাঁদ খাঁয়ের মুহর্মুহুঃ সিংহধ্বনিতে, খ'সে পড়্‌তে লাগ্‌ল লাঠি অপেক্ষাকৃত অনভ্যস্তদের হাত হ'তে অতি চণ্ড সেই নিনাদে। হ্রস্ব দেহ চাঁদখাঁ ওড়ে যেন ঝড়ের আগে, পড়ে যেন ঝঞ্ঝারবেগে, হানে যেন বিদ্যুৎ

চমকায়। নিমেষের মধ্যে হঠে গেল শত্রুর দল, মিশে গেল তারা তমসায়, নিশান্তের দুঃস্বপ্নের মত। চাঁদখাঁ এসে রুদ্রাণীকে সেলাম ক'রে বল্লে চড়ুন মা পাল্কীতে আর ভয় নেই। যে যেখানে ছিল আপনার ছেলে জুটেচে সব এলেমের সিটি শুনে দিল্লীর বাদসাও এদের হঠাতে পারবেনা। মাঠ তখন চাঁদখাঁয়ের লেঠেলে ভরে গেছে।

শিবিকায় উঠিতে উঠিতে রুদ্রাণী বলিলেন চাঁদ খাঁ! আমার ছেলে, পরেশ—

চাঁদ খাঁ। তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী পৌছিয়েছেন।



জমীদার বাড়ী চড়াও।

(২৪)

পরেশ নাথের পাত্তা পাওয়া যাচ্চে না। জলস্থল মরিস সাহেবের কুঠি, তাঁর অধীনস্থ অপরাপর কুঠি বাড়ী তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা হলো অতি গোপনে, সন্ধান কিন্তু মিল্‌ল না পরেশ নাথের। চাঁদ খাঁ রক্ত চক্ষু ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল বৃথাই, দ্বারিক বাঁড়ুয্যে ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, পুলিশ সাহেব প্রভৃতিকে এতেলা দিতে লাগলেন নিষ্ফলে—দা ঠাকুর সেই যে সাধুমালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন সন্ধানের কি এক সূত্র ধ'রে সংবাদ আর নেই তাঁর। কড়া হুকুম রেখে গেছেন পুণ্যপুরের জমীদার বাড়ীতে খাড়া পাহারা থাকবে। এদিকে খোলাপোতার কাছারী লুট ক'রে মরিস সাহেব দখল করে ফেলেছে, সেথায় সঞ্চিত খাজনা হস্তগত ক'রেছে ; প্রজারা পরেশ নাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মরিস সাহেবকে জমীদার ব'লে স্বীকার ক'রেছে।

সারারাত পাহারা দিয়ে চাঁদ খাঁ নিজের বাড়ীতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কয়দিন অবিরত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের পর সে মড়ার মত ঘুমাইতেছে। তাহার স্ত্রী সজোরে ঠেলিয়া

তাহাকে তুলিয়া দিতে দিতে বলিল "ওঠ্ মিন্‌সে যদি মড়ার মতই ঘুমুবি তবে লাঠি হাতে কর্ত্তে শিখিছিলি কেন? জমীদার বাড়ী মরিস সাহেব লুঠ কচ্চে, মেয়ে ছেলেদের ধ'রে নিয়ে যাচ্চে, গুলি চালাচ্চে। আর তুই ঘুমুচ্চিস্! চল্লাম আমি ঢালির মেয়ে সেখানে, দেখাব মরদে যা পারে না মাগী তা করে।" ঢাল তলোয়ার হাতে ক'রে চাঁদখাঁর স্ত্রী গোলাবী চলিল।

সশব্যস্তে চাঁদ খাঁ উঠিয়া অস্ত্র লইয়া ছুটিল। একজন লেঠেল ছুটে এসে বল্ল—মরিস সাহেব আর ছোট পুলিশ সাহেব হাতির পিঠে চ'ড়ে এসেছে সদর দরজায় হানা দিয়েছে সঙ্গে তাদের বন্দুকধারী পদাতিক ন্যাংটা গোরা ফৌজ প্রায় শতাবধি। পুলিশ সাহেব বল্‌চে কে একজন দাগী ডাকাত পালিয়ে এসেছে পরেশ বাবুর বাড়ী পরেশ বাবু তাকে লুকিয়ে রেখেছে তাই চায় খানা তল্লাসী কর্ত্তে বাড়ী। মা দেউড়ী বন্ধ ক'রে তাদের হঠিয়ে দিতে হুকুম দিলে, লাঠির ঘায়ে সৈন্তেরা যখন হঠ্‌তে আরম্ভ কল্ল, চালাল তারা তখন গুলি —জখম হ'চ্চে লেঠেলরা তবুও খাল কচ্চে গোরার মাথা। বিষম মুখ খিস্তি ক'রে গাল দিয়ে চাঁদ খাঁ বল্‌লে—সরিয়ে আন্ আনাড়ির দলকে গুলির সাম্‌নে গেল লাঠি নিয়ে এগিয়ে সড়কি ফেলে এল বাড়ীতে বৌকে খেলা দেখাবে ব'লে। ঝড়ের গতিতে লেঠেল চলে গেল হুকুম পাল্‌তে। স্বামী-স্ত্রীতে ছুটে গেল তখন বনের পথ দিয়ে জমীদারের খিড়কি দরজায়। বাঁশী মাল সেখানে পাহারা দিচ্চে বাছা বাছা জোয়ান নিয়ে। চাঁদ খাঁ ও গোলাবী ঢুকে গেল বাড়ীর ভিতর।

পাড়ার যত বৌ ঝি হ'য়েছে জমা সেখানে ভয়ে অস্থির হ'য়ে। আহত জোয়ানরা আনীত হচ্চে সেথায় এক এক করে রুদ্রাণী ও সুলোচনা কচ্চেন তাদের সেবা। গোলাবী এসে বল্‌ল আপনারা চলুন উপরে।

সুলোচনা ও রুদ্রাণী উপরে গেলেন। গোলাবী তখন হাত নেড়ে মুখ খিঁচিয়ে বল্‌ল—ননীর পুঁতুলের মত ভয়ে গলে যাওয়ার সময় এ নয় মা ঠাক্‌রুনরা থামাও তোমাদের ভয়ের গণ্ডগোল—শক্তি ও সাহস যারা ধর, সামর্থ্য যাদের আছে সমস্ত বয়সের বৌ ঝি সব চল আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে, বুড়ো মায়েরা সব থাক নীচে আহতের কর সেবা।

বাছা বাছা মেয়েদের নিয়ে উঠ্‌ল গিয়ে তেতলার ছাতে গোলাবী।

রাখিল সেথা ইট ও ঝামা ছোট ছোট ঠেঙ্গা, স্তূপাকার করিয়া, স্থানে স্থানে। রুদ্রাণী অস্ত্রের ঘর খুলিয়া দিলেন, স্তূপে স্তূপে সড়কি লইয়া চাঁদ খাঁ প্রস্থান করিল। মরিস সাহেব মাহুতকে ইঙ্গিত করিল হাতী টোয়াইয়া দাও দেউড়ী ভাঙ্গিতে। অঙ্কুশ ঘায় ঘন ঘোর বৃংহিত ধ্বনি করিয়া শুণ্ড শূন্যে তুলিয়া অগ্রসর হইল মত্তহস্তী—অমনি বামা হস্ত হইতে হইতে লাগিল ঝামা বৃষ্টি পিছাইল হাতী। পুরী মধ্যে জলের অনটন হইল উঠ্‌তি বয়সের আহত লাঠিয়ালেরা জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে তৃষ্ণায় তাহাদের ছাতি ফাটিতেছে জল নাই। রুদ্রাণী ঠাকুরঘর খুলিয়া দিলেন; সেখানে পূজার জন্য ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল সঞ্চিত ছিল—নিজে হাতে করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া সুস্থ করিলেন আহতদের।

এদিকে বাহিরে পড়ে গেল বিষম গণ্ডগোল। বন্দুকধারী হাইল্যাণ্ডার গোরা ফৌজ দেখ্‌তে পাচ্চে না কোন লোক, আছে তারা কোন আড়ালে কিন্তু কাণে শুনুচে সাম্‌লাও তোমার চোখ সাম্‌লাও তোমার কাণ সামলাও তোমার হাঁটু সামলাও তোমার উরু আর সেই সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত হচ্চে সেই সেই স্থান সড়কির আঘাতে। বহু গোরা সৈন্য

আহত হলো কিন্তু প্রতি আঘাত করিবার লোক খুঁজিয়া পেলো না। সুশিক্ষিত সড়কি ওয়ালারা চাঁদখাঁর আদেশে গুপ্ত স্থানে নিজেদের সুরক্ষিত ক'রে রেখে চালাচ্চে সড়কী অব্যর্থ সন্ধানে, নিচ্চে প্রতিশোধ লাঠির উপর গুলি চালান কাপুরুষতার। এরূপ অসম সমর ক্ষেত্রে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা মূঢ়তা। মরিস তাই ছোট পুলিশ সাহেবকে একবার শেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। দেউড়ীর নিকটে হাতী পুনরায় টোয়াইয়া দিয়া টোটা পোরা বন্দুক উঁচু করিয়া ছোট পুলিশ সাহেব বলিলেন এবার উপর হইতে যে ঝামা মারিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিব। অমনি আলিসা হইতে গলা বাড়াইয়া ঠিক বন্দুকের লক্ষ্যের সম্মুখে প্রকাশ পেলো একখানি সুন্দর মুখ তরুণীর, নিখুঁত ললাটে তার সিন্দুর বিন্দু সূর্য্যের আলোকে ঝকমকিয়ে উঠেছে; বিপদে অবিচল দুর্দ্দমনীয় তার হৃদয়ের অসীম সাহসিকতা আঁকা রয়েছে তার বাঁকা নয়নের কালো তারার অসামান্য ঔজ্জল্যে, অমলিন সুন্দর স্মেরাননে লোহিত লঘু অধরে —ব্যাকরণশুদ্ধ সুন্দর উচ্চারণে ইংরাজী ভাষায় সে বলিল—রমণীর সন্তান হ'য়ে যে পুরুষ, কাপুরুষ হয়, নিরস্ত্র নিঃসহায় রমণীর সঙ্গে আসে লড়াই কর্ত্তে অগ্নি অস্ত্র নিয়ে সেই ভীরুর মুখ রমণী আমি এই রকম ক'রেই বন্ধ ক'রে দিয়ে থাকি।

বলিতে বলিতে ফুটন্ত জলপূর্ণ বালতি ফেলিয়া দিল সাহেবদের মুখের উপর। "গেছি গেছি" বলিয়া তাহারা মুখ ঢাকিল—মাহুত বেগে হাতী সরাইল কিন্তু দেউড়ীর সীমা পার হইবার আগেই ছাতের আর এক প্রান্ত হইতে ফেলিয়া দিল সেই তরুণী—গোবর জলে পূর্ণ ছড়া হাঁড়ি বলিল—কাপুরুষ মরিস তোমার বাঁদরামীর এই পুরস্কার।

তরুণী সুলোচনা। রুদ্রাণী নিজের বহু মূল্য হার গলায় পরাইয়া

দিয়া বলিলেন—মা ! রাণী নগরের সত্যিই রাণী তুমি, পরেশ আমার সুস্থ হ'য়ে ফিরে আসুক পুণ্যপুরের জমিদারীর রাণী কর্ব্বো তোমায় আমি মা।

বলিতে বলিতে জয়ধ্বনি উঠিল ঘোড়া ছুটাইয়া পরেশ বাবু দা ঠাকুর ও সাধুমালের সঙ্গে দেউড়ীতে ঢুকিলেন।

অন্ধকূপে পরেশনাথ।

(২৫)

বিশ্বনাথ বাবু ওরফে বিশে ডাকাত ব'সে আছেন তাঁর ময়ূরপঙ্খী ছিপ নৌকায় কিংখাপে মোড়া খাস কামরায় চুর্ণি নদীর উপর ঝোপের মধ্যে। সম্মুখে এসে দাঁড়াল তাঁর—একখানি বিশাল, মরদের দেহ, চন্দন চর্চ্চিত তার উন্নত ললাট, বদ্ধশিখায় রক্তফুল, গরদের ধুতি পরা, গরদের নামাবলি গায়ে, রুদ্রাক্ষের মালা তার গলায় রুদ্রাক্ষের তাগা তার হাতে! “দা-ঠাকুর” রামধন ভট্টাচার্য্য আজ প্রকৃত ভট্টাচার্য্যের বেশে বিশ্বনাথ বাবুকে দর্শন দিলেন। বিশ্বনাথ বাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া দা-ঠাকুর বলিলেন “ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এসেছি ভিক্ষা কর্ত্তে বাবু মহারাজের দরজায় যদি ভিক্ষা পূর্ণ করেন আসন গ্রহণ করি।”

যোড় করে বিশ্বনাথ বলিল “ভূদেবতা ব্রাহ্মণ যখন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, পায়ের ধূলি দিয়েছেন ডাকাত বিশের ঘরে, প্রার্থিত তাঁর দেওয়া তো হ'য়েছে তখনি, ঐ শ্রীমুখ থেকে আদেশের বাণী বাহির হ'তে যতক্ষণ বিলম্ব মাত্র ততক্ষণ বিলম্ব কর্ব্বে এ দাস সেই আদেশ প্রতি পালনে।

রামধন। বাবু মহারাজ! একি সত্য?

বিশ্বনাথ। পরীক্ষা ক'রে দেখুন দেবতা। এ অপবাদ যেন নূতন করে বিশ্বনাথের না হয় যে ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা কর্ত্তে এসে তার নিকট হ'তে বিফল মনোরথে ফিরে গেছেন। জীবন—তুচ্ছ কথা ; অর্থ—আরও তুচ্ছ ; অদেয় কি আছে সংসারে দেবতা ?

রামধন। আর ব্রাহ্মণ যদি ভ্রষ্টাচার হয় ?

বিশ্বনাথ। সে বিবেচনার ভার বিশ্বনাথ তার বিশ্বনাথের উপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে নিজের জন্য রাখেনি। আপনি ভ্রষ্টাচার হোন আর শুদ্ধাচার হোন্ ; আপনি ব্রাহ্মণ ; আপনি আমার দেবতা।

"সাধু। সাধু!" বলিয়া রামধন আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—বাবু মহারাজ একদল লোক আপনার নিকট কোন লোককে বন্দী ক'রে দিয়ে গেছে—নিষ্ক্রয় মূল্য আদায় করার জন্য ?

বিশ্বনাথ। একজন টাকাওয়ালা লোক জমীদার গোছের—তাকে কয়দিন হলো আমাদের চেনা কোন দল, কয়েদ ক'রে আমার হেল্লায় রেখেছে আমার উপর ভার তার ছাড়ার মূল্য আদায় করার—লোকটিকে আমি এখনও দেখি নাই।

রামধন। তিনি পুণ্যপুরের জমিদার।

বিশ্বনাথ। পুণ্যপুরের জমিদার ? পরেশবাবু ? সত্য দেবতা ! সত্য ?

রামধন। নির্ঘাত সত্য।

বিশ্বনাথ লাফাইয়া উঠিল অতি ব্যাকুলতার সহিত রামধনের দুটি পা ধরিয়া বলিল—

দেবতা দোহাই আপনার—ঐ পায়ের বিনামা দিয়ে বিশের মুখে মারুন, বিশের মাথায় মারুন। ওরে বিশে ডাকাত! এই পাপেই তোকে ঝুলতে হবে ইংরাজের ফাঁসী কাঠে—

রামধন সশব্যস্তে বলিলেন "ব্যাপার কি বাবু মহারাজ ?"

বিশ্ব। দেবতা—অনেক দিনের কথা ! পরেশ বাবু তখন ছোট, কর্ত্তা বাবু সবে মারা গেছেন। আমার পিছু লাগে কোম্পানির লোক ; আমি তখন জখম ; প্রায় ধরে ফেলেছিল, তখন আর উপায় না দেখে সোটান সিঁধিয়ে পড়ি খিড়কি দরজা দিয়ে পুণ্যপুরের জমিদারের অন্দর মহলে ; মায়ের পা জড়িয়ে ধরে নিজের পরিচয় দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাই—মা ঘেন্না কল্লে না অধম বলে পায়ে ঠেল্লে না ; আশ্রয় দিলে জীবন দিলে তার পরিবর্ত্তে আমি কিনা মায়ের অন্ধের নড়ি একমাত্র পুত্রকে রাখলাম অন্ধকূপে বন্ধ করে।

রাম। এ কাজ কি আপনার দলের লোকে ক'রেছে ?

বিশ্ব। কথনই নয়—আচ্ছা দেখে নেব আমি সেই আগুসারা ফিলিপ্‌স্ সাহেবকে এতখানি চাতুরী খেলে আমার সঙ্গে।

তারপর দুজনে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিপ নৌকায় উঠিলেন। কুড়ি জন ডাকাতে দুই সারে বসিয়া বৈঠা বাহিয়া চলিল। নদী ছাড়িয়া বিলের মধ্যে পড়িল—প্রকাণ্ড বিল নাম ডাকাতের গাড়ী—বিলের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড শিব মন্দির। নৌকা লাগিল সেখানে, উঠিল বিশ্বনাথ নৌকা হইতে—রামধনকে সঙ্গে লইয়া গেল মন্দিরাভ্যন্তরে। বিগ্রহ মূর্ত্তিকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে মূর্ত্তিটি ঠেলিতে লাগিল, বিষম গহ্বর বাহির হলো। উভয়ে গহ্বর বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। বহু নিম্নে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিদ্রামগ্ন একটি যুবা। বিশ্বনাথ আলো জ্বালিল—রামধন দেখিলেন পরেশনাথ অঘোরে ঘুমাইতেছেন—অনিশ্চিতের অন্ধকারে মৃত্যু শিয়রে করিয়া অদৃষ্টের ভ্রূভঙ্গীকে এমনি নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা করার অকুতোভয় দেখিয়া দুঃসাহসী দাঠাকুরেরও আশ্চর্য্য লাগিল। পরেশ নাথের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বিশ্বনাথ বারবার

ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। দাঠাকুর পরেশ বাবুকে সঙ্গে করিয়া পুণ্যপুরে যখন পৌঁছিলেন তখন সুলোচনার হাতের গোবর জল পোরা ছড়া হাঁড়ি মাথায় করিয়া মরিস সাহেব পগার পার হইয়াছে।

———

লাট সাহেবের সফর—পরেশনাথ বাদশাহ।

(২৬)

"ইউনিয়ান জ্যাক" উড়িতেছে। জলযান "রোটাস" চলিতেছে। বঙ্গের শাসন কর্ত্তা গ্রাণ্ট সাহেব সফরে বাহির হইয়াছেন।

পরেশনাথকে হইতে হইয়াছে অক্লিষ্টকর্ম্মা। ইংরাজি সংবাদ পত্রে বলা হইয়াছে, জন কয়েক শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইতেছে বঙ্গের নীল বুনিবার কৃষকগণ, বিদ্রোহের উত্তেজনায়, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেশময় রক্ত বিপ্লব আনিবার জন্য। তাহারা উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে "শাসন কর শিক্ষিতদের, কয়েদ কর তাদের, হাঙ্গামা চুকিয়া যাবে; দেশে অশান্তি নাই, নীলকরের জুলুম নাই; হতভাগা, ইংরাজি শিক্ষিত ছোকরারা এই সোণার শান্তিপূর্ণ দেশে অশান্তি এনে দিচ্চে। যদি দেশ শাসন কর্ত্তে চাও বদ্ধ লৌহ মুষ্টি দেখাও।"

হিন্দুপ্যাট্রিয়টে পরেশনাথ দেওয়াচ্চেন তার জবাব বলাচ্চেন তিনি—বিবাদ নীলকরে আর প্রজায়; নীলকরও গভর্ণমেণ্টের প্রজা, বাঙ্গালীও গভর্ণমেণ্টের প্রজা। প্রজায় প্রজায় বিরোধ মীমাংসা করবেন গভর্ণমেণ্ট অপক্ষপাতিতার তুলাদণ্ডে; এতে যারা বিদ্রোহের গন্ধ দেখে বিদ্রোহী তারাই। দেখাচ্চেন তিনি নীলকরদের অত্যাচার,

ব্যক্ত কচ্চেন তাদের সকল গুপ্ত কথা, প্রজারা যেখানে অত্যাচারী চেপে যাচ্চেন সে সব ব্যাপার। আর, যমুনা, ইছামতী, ভৈরব, নবগঙ্গা, কুমার, মাথাভাঙ্গা, মধুমতী ও পদ্মার কতকাংশ—এই সমস্ত নদীগুলির উভয় তীরস্থ যত প্রজা, যত জমীদার, যত লেখক ও ক্ষমতাশালী লোক—এদের সকলকে সংঘ বদ্ধ ক'রেছেন পরেশনাথ, লাট সাহেবের কাছে সব কথা খুলে বলবার জন্য। দরখাস্তের পর দরখাস্ত করাচ্ছেন তিনি লাট সেরেস্তায়, সংগ্রহ কচ্চেন তিনি সেখানে সকল সংবাদ—পয়সা ব্যয় কচ্চেন জলের মত, লোকেও মান্‌চে তাঁকে গুরুর মত ; দা'ঠাকুর শুন্‌চেন তাঁর কথা বালকের মত, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন নিজের কর্ত্তৃত্বের পদ যোগ্যতর এই তরুণকে—এই অপরিণতের পরিণত যুক্তির প্রামাণ্যে শির নত করে মান্‌তে লাগলেন তাঁর আদেশ দ্বারিকানাথ। হরিশচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছেন পরেশনাথ।

অক্লান্ত পরিশ্রমে পরেশনাথের কিন্তু ক্লান্তি নাই, কেন? ক্লান্তিহরণ কান্তি নিয়ে শান্তিময়ী সুলোচনা আজ তাঁর ধর্ম্মপত্নী। রুদ্রাণী পরেশনাথের সঙ্গে সুলোচনার মহাসমারোহে বিবাহ দিয়েছেন। সিংহের সঙ্গে সিংহিনী মিলিয়াছে।

লাট সাহেব দেখছেন অবাক হ'য়ে। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করে দলে দলে কাতারে কাতারে পিপীলিকার সারের মত চলেছে জনস্রোত, দুই তীর ঘেরিয়া লাট সাহেবের জয় শব্দে দিক্ কাঁপাইয়া, চাইছে তারা ন্যায় বিচার, চাইছে তারা অপক্ষপাতিতা।

এত লোক, পুলিশ নাই তাদের পাহারা, তবু ছত্রভঙ্গ হয়নি তারা, শান্তি ভঙ্গ করেনি তারা।

স্তম্ভিত, বিস্মিত গভর্ণর দেখ্‌চেন ক্ষণিক উত্তেজনার ক্ষেপান এতো নয়, আঁতে ঘা আছে এর তলায়, চায় তারা তাই জানাতে।

রোটাস এসে ঘাটে লেগেছে—বিপুল প্রান্তরে বসে গেছে জন সভা লাট সাহেব স্বকর্ণে শুনচেন তাদের কথা। সামিয়ানা খাটান হ'য়েছে তাঁর জন্য। এসেছেন সব নীলকর সাহেবেরা, এসেছেন তাঁদের উকীল মোক্তার। প্রজা পঞ্চাশ হাজারের উপর এসে জমেছে; আরো জম্‌চে। হরিশচন্দ্রও এসেছেন লাট সাহেবের আমন্ত্রণে।

বড়হিল সাহেব বল্‌লেন—শুধু একটা sentiment এর উপর নির্ভর ক'রে এত বড় কাণ্ডটা ক'রে ফেল্‌চে। চায়ের পেয়ালায় তুলেছে তুমুল ঝড়, তিলকে করেছে তাল। নীলকরেরা অমনি নীল বোনায় না, রীতিমত মজুরি দেওয়া হয়।

পরেশনাথ স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কত ক'রে মজুরি আপনারা দেন অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি?

হিল সাহেব গর্জ্জন ক'রে বললেন তোমার প্রশ্ন করার কোম অধিকার নাই, তুমিই সব লোক খেপাচ্চ, আমাদের কুঠি সব উঠে গেলে লাভ তো হবে তোমারি, কোন জবাব আমি দেবনা তোমার কথার।

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পরেশনাথ বিশুদ্ধ ইংরাজিতে লাট সাহেবকে সম্বোধন ক'রে বল্‌তে লাগলেন—

"হে মহান্, হে সম্মান আস্পদ! সমগ্র বঙ্গদেশ যাঁর অঙ্গুলি হেলনে চালিত হচ্ছে, যাঁর তেজের ঔজ্জ্বল্যে নীলকরের জোনাকির আলো ডুবে যেতে বাধ্য, তাঁরি চোখের সামনে, তাঁরি আশ্রয়ের গণ্ডীর মধ্যে যার রক্ত চক্ষুর অগ্নি আমার মত একজন পদস্থ জমীদারকেও দগ্ধ কর্ত্তে ইতস্ততঃ কচ্চেনা—নিজের গণ্ডীর অবাধ যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে পেলে দুর্ব্বল, সহায় হীন, নিরক্ষর কৃষকের প্রতি তার ব্যবহার যে কি রকম হয়, আর কি রকম মজুরি যে তিনি তাকে দেন, সহানুভূতি পূর্ণ বাংলার শাসন কর্ত্তার পক্ষে তাহা বুঝিবার বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হবে না। হে

মাননীয় সম্মান আস্পদ, বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "শাক দিয়ে মাছ ঢাকা"। যে পাচকব্রাহ্মণ গৃহস্থের অংশের মৎস্য নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য চুরি করে, লুকাইয়া রাখে সে তাহা নিজের ভাতের থালায় শাকের আড়ালে। লোকে দেখ্‌চে পাচক মহাশয় খুব নির্লোভ, গৃহস্থকে সব খাওয়াইয়া নিজে শুধু শাক দিয়া ভাত খাইতেছেন। নীলকর সাহেবের এই যে ক্রোধ, ইহাও শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; প্রকৃত ক্রোধ এ নয়, ক্রোধের আড়ালে সত্য গোপনের ঐকান্তিক চেষ্টা। সনাতন কাল হ'তে চ'লে আস্‌চে অপ্রিয় প্রসঙ্গ বর্জ্জন করার অদূরদর্শীর সার্ব্বভৌম নীতি—যুক্তি তর্ক ছেড়ে দিয়ে রোষানল প্রোজ্জ্বল করা পরচিত্ত দহন করবার জন্য। দরিদ্রের মা বাপ! খুলে দেখুন নিজের সেরেস্তার কাগজ, দেখতে পাবেন তাতে এই হিল সাহেবই আপনাদের জানিয়েছেন জন পিছু চারি পয়সা হইতে ছয় পয়সা পর্য্যন্ত মজুরি দিয়ে থাকেন নীল বুনানর জন্য—যদিও প্রজারা তাহা স্বীকার করে না তথাপি সে কথাও যদি স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে ঐ মজুরি বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর—ঐ উঠ্‌চে কুষ্টিয়ায় লোহ সেতু, নির্ম্মাণ হচ্চে সেথা লৌহবর্ত্ম—চল্‌চে সেখানে গভর্ণমেণ্ট হ'তে মাটি কাটার কাজ—এই দেখুন হুজুর সেখানকার অধ্যক্ষের পত্র, দিচ্চেন তাঁরা মজুরি।০ হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত দৈনিক। রাজা যে মজুরী স্বেচ্ছায় দিচ্চেন অধীনস্থ প্রজা হয়ে তার ব্যতিক্রম কর্ত্তে সাহস করা কি রকম শিষ্টাচার—বহু সম্মানের আস্পদ, দরিদ্রের মা বাপ, আপনিই বিচার ক'রে দেখুন।

অধৈর্য্য হইয়া মরিস, গর্জ্জিয়া বলিল:—

পরেশবাবু যে বাদশার মত কথা বল্‌তে লাগলেন।

তখন এগিয়ে এল হ্রস্ব দেহ কৃষ্ণকায় রক্ত চক্ষু চাঁদ খাঁ। লাট সাহেবকে আভূমি সেলাম ক'রে বল্লে—তা হলেন হুজুর

লাট সাহেব বল্‌লেন—কি হলেন ?

চাঁদ খাঁ। এই পরেশবাবু বাদশা হলেন—মরিস সাহেব তাকে বাদশা ক'রে দিলেন।

পঞ্চাশ সহস্র লোকের জনতা আকাশ বিদীর্ণ করিয়া গাহিল

"পরেশ বাদশার জয়।"

মৃদু মন্দ হাস্য করিতে করিতে লাট সাহেব সভা ভঙ্গ করিলেন।

হরিশচন্দ্র পরেশনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "নিশ্চিন্ত থাক পরেশ, এ আইন নিশ্চয় রদ হ'য়ে যাবে।"



পরেশনাথ কারাগারে।

(২৭)

কাশীশ্বর রুদ্রাণীকে বললেন—

"সব মিটে যাবে খুড়িমা ; একবার পরেশনাথ খোলাপোতায় গেলেই —প্রজারা সব খাজনা দিয়ে দেবে—মরিস সাহেবের বিদ্যে আর খাটবে না।"

রুদ্রাণী। আমার, পরেশকে পাঠাতে মন সরে না, যদি তার অনিষ্ট হয়।

কাশীশ্বর। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে যদি পরেশের কোন অনিষ্ট হয়—মাথায় করে নিয়ে যাব মাথায় ক'রে পৌছে দেব কি বল রামরূপ ?

রামরূপ। পা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি মা, বাবুর কোন বিপদ হবে না।

রুদ্রাণী ভুলে গেলেন ; বিশ্বাস কর্ল্লেন।

মায়ের পায়ের ধূলি নিয়ে, সুলোচনার নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে পরেশ গেলেন পাল্কী ক'রে খোলাপোতায়। যেমন পৌছান, রামরূপের

ছোট ভাই নটবর ঘোষ এসে সোঁটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে চেঁচাইতে লাগিল, উঃ সড়কি দিয়ে জখম করেছে আমায় পরেশবাবু—সত্য সত্যই তার উরু এ ফোঁড় ও ফোঁড় হ'য়ে গিয়েছে সড়কীর আঘাতে।

তবে সে আঘাত পরেশবাবুর দেওয়া নয়—পরেশবাবুকে বাঁধাইবার জন্য মরিস সাহেবের সড়কিওয়ালা করিয়াছে।

মার্চ্চ করিতে করিতে বন্দুকধারী পুলিশ সৈন্য আসিয়া পরেশবাবুকে ঘেরিয়া ফেলিল, দারোগা আসিয়া তাঁহা বিরুদ্ধে পরোয়ানা দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

পরেশনাথ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জামিন পেলেন না, জেলে বাস কর্ত্তে হল; তবে অনুমতি পেলেন প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি অশ্বারোহণে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার জেলে ফিরিয়া আসিবেন। জেলখানা হইতে গঙ্গা প্রায় ৪।৫ ক্রোশ দূরে।

জেলার সাহেব খুব বন্ধুর ভাব দেখাইতেছেন জেলার সাহেবের পত্নী খুব মিশিতেছেন। পাঁচ হাজার টাকা ঘুঁষ দেওয়া হলো। জেলপুরী ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হলো।

পরেশনাথের মনে জাগচে জিঘাংসা, বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিহিংসা; পরেশনাথের এখন গতি অবাধ। দা' ঠাকুরের লোকের সঙ্গে রীতিমত পরামর্শ করবার সুযোগ হলো।

রাত্রিকালে জেলারের সঙ্গে ব্রিজ খেলিতেছেন পরেশনাথ। জেলারের অলক্ষ্যে ঘড়িটি দুইঘণ্টা ফাষ্ট করিয়া রাখেন! পরেশনাথ ইচ্ছা করিয়া হারিতে লাগিলেন—জেলার অনেকগুলি টাকা লাভ করিলেন, খেলা ভাঙ্গিল। পরেশনাথ বলিলেন রাত কত—জেলার ঘড়ি দেখিল, বলিল রাত ১২টা। জেলার শুইতে চলিয়া গেল। পরেশনাথ ঘড়ির কাঁটা পুনরায় ঘুরাইয়া ঠিক সময় করিয়া দিলেন। পরেশনাথ জেল

ছাড়িয়া তখনি সেই রাত্রিতে বাহির হইলেন জমাদার বাধা দিলনা। জেলারের আদেশ ছিল পরেশ বাবুকে বাহির হ'তে বাধা দিবেনা। আর জমাদারও অনেক টাকা ঘুঁস খাইয়াছিল। অশ্ব সজ্জিত; উঠিয়া তীর বেগে ছাড়িয়া দিলেন। নদী তীরে নৌকা প্রস্তুত ছিল। নৌকায় পার হইয়া ওপারে গেলেন। অপর পারে ঘোড়ার ডাক বসান ছিল। পরেশনাথ ঘোড়ায় নক্ষত্র বেগে চলি:লন। ঘাটিতে ঘাটিতে ঘোড়া বদলাইয়া পৌছিলেন খোলাপোতায়। চাঁদ খাঁ, সাধুমাল আর আর সব লেঠেলরা ছিল মোখস মুখে দিয়ে, কেবল পরেশনাথ রহিলেন নিজের বেশে, পরিলেন না কোন ছদ্ম পরিচ্ছদ।

পরেশনাথ দাঁড়িয়ে থেকে লুঠ করালেন রামরূপের বাড়ী, খোলা-পোতার কাছারী পুড়িয়ে দিলেন। পুড়িয়ে দিলেন রামরূপ আর নটবরের ঘর আর সেই গ্রামের প্রত্যেকের ঘর, পথের ফকীর করে দিলেন বিশ্বাস-ঘাতকদের এক ঘণ্টার অগ্নি উৎসবে, বেদম মার খেলো, গোমস্তা নায়েব। রামরূপ আর নটবর সে সব লেঠেলদের কাছে এগুতে পাল্লনা কেউ; লক্ষ্মীকান্তের দল কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া আঁধারের মধ্যে মিশিয়া গেল—কাছারী হয়ে গেল দখল সেখানকার একজন মাত্র লোক ছিল বাধ্য—সেই হলো গোমস্তা বাহাল—তার পর ফিরে গেলেন সেই রকম ঘোড়ার ডাক বসিয়ে। ভোর বেলা রোজ যেমন গঙ্গা স্নান ক'রে জেলখানায় ফিরতেন, ফিরলেন তিনিও সেই দিন ঠিক সেই রকম।

পরদিন হাইকোর্ট থেকে জামীনের হুকুম মঞ্জুর হ'য়ে এল। পরেশনাথ জেলখানা হ'তে বাহির হলেন। ঢাক, ঢোল নিয়ে প্রজারা সব মহাসমারোহ ক'রে পরেশনাথকে বাড়ী নিয়ে গেল।

খোলাপোতার রামরূপ নালিশ কর্ল্লে পরেশনাথ রাত্রি ১২টার

সময় নিজে উপস্থিত হয়ে লোকেদের দিয়ে তাহার ও প্রজাদের বাড়ী লুট ক'রে পুড়িয়ে দিয়েছে ও কাছারী পুড়িয়ে দিয়েছে। জেলার সাহেব সাক্ষী দিলেন ঐ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তিনি পরেশের ঘরে জেলখানায় পরেশের সঙ্গে তাস খেলেছেন। জেলখানা হ'তে খোলাপোতা ৪০ মাইল। মকদ্দমা ফেঁসে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত জখম।

(২৮)

লক্ষ্মীকান্ত সুসজ্জিত হ'য়ে ঘোড়ার উপর উঠ্‌তে যাবেন এমন সময়ে পকেটে দেখেন একখান পত্র। বাহির করিয়া দেখেন এ পত্র তো তিনি পূর্ব্বে পান নি আর তাহা তিনি পকেটেও রাখেন নি। খুলিয়া পড়িলেন—লেখা আছে :—

কাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত! দেশের লোক হ'য়ে কচ্চ সর্ব্বনাশ দেশবাসীর কাপুরুষের মত লুঠ্‌লে পরেশবাবুর কাছারী; লুঠ্‌তে গেলে তাঁর বাড়ী—কাপুরুষের মত খাবে এমন মার যাতে জন্মে আর তোমাকে কখন ঘোড়ায় চড়্‌তে হবেনা। ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার। ফিরে যাও নিজের ঘরে নহিলে মরিস সাহেবের শ্বাপদ! প্রজার আপদ হ'য়ে আর তোমার বেঁচে থাকা হবে না।

টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্লে সেই পত্র, ফেল্লে তাতে থুঁথু; হাস্‌লে উপেক্ষার হাসি গোঁফে দিল চাড়া; খাড়া হ'য়ে বস্‌লো ঘোড়ার উপর, ছাড়্‌তকে ছাড়্‌ল ঘোড়া চিতিয়ে চল্ল বুক ফুলিয়ে বিদ্যুতের বেগে লক্ষ্মীকান্ত, হাতে চাবুক শঙ্কর মাছের লেজের। দেখ্‌তে

দেখ্‌তে এলো উলসীর কাছারী—জোর গলায় ডাক্‌লো—কিশোর, কিশোর, চল ক্ষেত্রপালের মাঠে।

কিশোরীমোহন প্রস্তুত হ'লেন যাবার জন্য; সাজালেন নিজের ঘোড়া; তুতুমিঞা ডেকে নিয়ে গেল গোপনে—বল্লে কর্ত্তা ক্ষেত্রপালের মাঠে যাচ্চ সঙ্গে সিপাই ক'জন?

কিশোরী। ৫।৬ জন।

তুতুমিঞা। যায়োনা কর্ত্তা ওমাঠে; যেতে দিয়োনা তোমার ঐ দেওয়ান দাদাকে; হাড় চুর্ণ হ'য়ে যাবে, দশ হাজার লেঠেল সেখানে মজুত। অন্ততঃ ১০০ জন বরকন্দাজ সঙ্গে ক'রে যেতে হবে। যেয়োনা আজ। গোপনে এসেছিল, গোপনে স'রে পলো তুতুমিঞা। কিশোরী মোহন বল্লেন

"দাদা আজ আর ক্ষেত্রপালের মাঠে গিয়ে কাজ নেই অনেক দুষ্ট লোক সেখানে জম্‌চে; আমার কুঠিতে মাত্র ৫ জন সেপাই আছে—এদের নিয়ে তাদের মহড়া নেওয়া যাবেনা—সদরে লিখ্‌চি এখুনি ফৌজ চ'লে আস্‌বে তারপরে দুইভায়ে যাব।

লক্ষ্মীকান্ত চোখ পাকল করিয়া বলিল

"মেয়ে মানুষ হ'য়ে মরিস সাহেবের চাকুরী করা চলে না। কুঠেল সাহেবের একজন বরকন্দাজ এক হাজার ন্যংটা পোঁদা লেঠেলের সঙ্গে সমান—থাক তুমি কাছারীতে বাবু মশায়, দেখ তোমার দাদা হাঁসিল করে কেমন ক'রে কাজ।

চলে গেল ঘোড়া হাঁকাইয়া। জমাদার দেবী বকস্‌ ও ৪ জন সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন সঙ্গে কিশোরীমোহন, অপর সোয়ার পাঠালেন মরিস সাহেবের কাছে বরকন্দাজ ফৌজের জন্য, অপেক্ষা কর্ত্তে লাগ্‌লেন তাদের আশায়।

ভীম বিক্রমে চ'লেছেন লক্ষ্মীকান্ত ক্ষেত্রপালের মাঠে ; বিস্তীর্ণ সে ময়দান। ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা হয় সেখানে একটি বটবৃক্ষতলে বাঁধান বেদীর উপর—হিন্দু মুসলমানে নির্ব্বিচারে দেয় পূজা ক্ষেত্র রক্ষার জন্য ফসল বৃদ্ধির জন্য—উৎকৃষ্ট চাষের জমি যেখানে, নীল বোনা হয় সেখানে।

চারিদিকে নরমুণ্ড, অথচ নিকটে কেহ নাই, আকাশের নীলিমা, ঘাসের সবুজের সঙ্গে দূর দিক্ চক্ররেখায় যেখানে মিশেছে, সেই সীমান্তের বৃত্তের পরিধির রেখায় রেখায় দেখা যায় শুধু কালো কালো মাথা—আকাশের নীল আর ঘাসের সবুজ, মাথার কালো চুলে কাল হ'য়ে গেল ; উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম ফাঁক নাই কোথাও। কে দেখাবে জমী ; কাকে দেবেন হুকুম—সাহেবের তরফের দু-এক জন লোক যারা ছিল—প্রমাদ গণিল তারা, মানুষের ঘেরের বৃত্ত রেখা ক্রমশঃ অপরিসর হ'তে লাগ্‌ল অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল। "মরিস সাহেবের শ্বাপদ দীর্ঘজীবী হও—নীল বানরের বানর দেখাও দেখি নাচ—নিজের মুখ পোড়ালে মুখ পোড়া, বংশের নাম ডোবালে মুখপোড়া—নিপাত যাও, নিপাত যাও –বসুন্ধরার বুক জোড়া হও।"

জন মণ্ডলের ঘের এগিয়ে এসে চেপে পড়বার মত হলো আর পড়তে লাগলো বাঁশের ছোট ছোট ঠেঙ্গি প্রথমে একটি দু'টি তারপর রীতিমত বৃষ্টির ধারার মত—লক্ষ্মীকান্ত একবার এক দিকে ঘোড়া নিয়ে আক্রমণ কর্ত্তে যান সে দিকের লোকেরা তাঁর আক্রমণের সীমার বহুদূরে সরিয়া যায় আর অপর তিন দিক হ'তে পড়তে থাকে কঠোর ঠেঙ্গির বৃষ্টি, ক্রমাগত নিষ্ফল প্রয়াসে লক্ষ্মীকান্ত ক্লান্ত হয়ে পলো, ঘোড়া জখম হয়ে ধরাশায়ী হলো তখন মাটিতে পড়ে লড়তে লাগলো লক্ষ্মীকান্ত, বীরের মত লাঠি হাতে ক'রে ঠেকাতে লাগলো ঠেঙ্গির বৃষ্টি ; কিন্তু

অসাধ্য সাধন্ করা সব সময়ে সম্ভব হয় না; ঠেঙ্গির আঘাতে মাথায় জখম হয়ে পড়ে গেলেন লক্ষ্মীকান্ত; দানবের মত হুঙ্কার ক'রে, রক্তাস্বাদে মত্ত দুর্দ্দান্ত বন্য পশুর মত এগিয়ে এল চিরদিনের লাঞ্ছিত বর্ব্বর নামে উপেক্ষিত মানুষ পশুর দল পড়্তে লাগল তাদের লাঠির বাড়ি ভূশায়ী নিরস্ত্র নিরুপায় দেওয়ানের উপর—এতদিন সবল কাপুরুষের অত্যাচার দুর্ব্বল কাপুরুষ সহ্য করেছিল মাথা পেতে আজ নিয়তির বিধানে দুর্ব্বল কাপুরুষ সবল হয়ে কাপুরুষের মতই প্রতিবিধানের বিচার কল্লো সবল কাপুরুষের উপর, তাকে নিরুপায় দুর্ব্বল করে।

হায় সাম্য! কোথায় তুমি থাক এই বৈষম্যের জগতে। "মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি" যমের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব্যবহার করে, কে দিবে তার উত্তর?

পালিয়ে গেল সব সিপাহিরা লক্ষ্মীকান্তকে ছেড়ে। থাকলো শুধু একা জমাদার দেবী বকস্। এগিয়ে এল সে, আক্রমণকারীদের ভিড় ঠেলে—লাঠি রাখলো নিজের বগলে—সেই হাজার হাজার লাঠিয়ালের মধ্যে একার লাঠি চালনা, বিড়ম্বনা। তখন নিষ্ঠাবান সেই ছত্রির ছেলে, বর্ষীয়ান অস্ত্রবিদ্ দারওয়ান অস্ত্র চালনা বন্ধ রেখে বেছে নিল সেই পথ—যুগ যুগ ধ'রে সকল দেশের সকল কালের বীরেরা যে পথ ধ'রে চলেছে, তর্ক যেখানে মৌন, যুক্তি যেখানে পৌঁছেনা হৃদয় যেখানে বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে এগিয়ে চলে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধির দৌড় যার নাগাল না পেয়ে হতভম্ব হ'য়ে থাকে—সেই আত্মোৎসর্গের পথ।

বাঘের মত থাবা গেড়ে পড়ল সে ভূশায়ী, মৃতপ্রায় দাওয়ানের উপর নিজের বুকের নীচে রাখল তার মাথা, আর পেতে দিল নিজের মাথা নিজের দেহ লাঠি বৃষ্টির জন্য।

হুড়দাড় ক'রে পড়ছিল লাঠির বাড়ি হুড়মুড়িয়ে নির্ব্বিচারে—সহসা যাদুকর যেন মন্ত্র পড়ে দিল—আর রুদ্ধ হয়ে রইল বদ্ধমুষ্টিতে উত্থিত যষ্টি—

"সাবধান! জমাদারের গায়ে যেন বাড়ি না পড়ে" বেজে উঠল জনেকের কণ্ঠে মানবিকতার বাণী—অমনি ঘুমিয়ে পড়া মনুষ্যত্ব উঠ্‌লো জেগে—থেমে গেল তাদের লাঠি।

আধমরা দেওয়ানকে কাঁধে করে কুঠিতে ফিরিল জমাদার দেবী বকস্ সিং—

হলুদ গাঁ লুটের কথা।

(২৯)

দুর্দ্দমনীয়তা—মানবের শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় শোণিতে শোণিতে আঁকা। "আমি বড় হব" এই প্রবৃত্তির মৃত্যুহীন বৃত্তি ধ্বনিত হচ্চে এই সংসারের জন্ম মৃত্যু প্রবাহের লহরে লহরে। এই প্রবৃত্তিই চালিত করেছিল মরিস ও তাহার সমব্যবসায়ী নীলকর দলকে। বিদেশী তারা চেয়ে ছিল দেশজের উর্দ্ধে উঠ্তে। তুলেছিল তারা নীলের কুঠিগুলি দৃঢ় ভিত্তি করে, নদীর বাঁকে বাঁকে এমনি সুদৃঢ় স্থানে অনায়াসে যেথান হ'তে শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করা যেতে পারে, মুহূর্ত্ত মাত্র সংবাদে যাহাকে দুর্গে পরিণত করে রক্ষা কর্ত্তে পারা যায় সেই সেই অঞ্চলের সকল লোকের আক্রমণের বিরুদ্ধে, যেথায় আশ্রয় নিয়ে কুঠিবাসীরা স্থানীয় অঞ্চলগুলি স্ববশে রাখতে পার্ব্বে।

সেই প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে সকল দেশজের অন্তরে অন্তরে—আজ তারা চায় বিদেশী কুঠীওয়ালাকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে নিজেরা বড় হতে। গভীর প্রশস্ত খাতে আসিয়া যেমন জমা

হয় শত শত সঙ্কীর্ণ, অগভীর জলধারা, তেমনি মিলিতে লাগিল সহস্র সহস্র লোক পরেশনাথের নেতৃত্বের তলে চায় তারা তাঁকে বড় কর্ত্তে, বিদেশীদের ছোট করে, নিজেরা বড় হওয়ার জন্য।

খোলাপোতায় বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া দেখে পরেশনাথের খাতির জমে গেল প্রজাদের মধ্যে—বিশ্বাসঘাতকদের দল ছিল মুষ্টিমেয় পরেশনাথ কারাগার হ'তে বাহির হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও রহিল না আর—এক কাশীশ্বর ছাড়া পরেশনাথের বিরুদ্ধবাদী। তখন পরেশনাথ যাদের ঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাদের ঘর তুলিয়া দিতে লাগিলেন আবার জমি জমা দিলেন।

হলুদ গাঁয়ের মাতব্বরেরা এল, বল্‌ল হুজুর! মরিস সাহেব লুঠ ক'রেছিলেন আপনার খোলাপোতার কাছারী আপনি লুঠুন হলুদ গাঁয়ের মরিস সাহেবের কাছারী—দেখিয়ে দিন দেশে মরদ আছে, একা মরিস সাহেবই পুরুষ বাচ্চা নয়।

পরেশ। হলুদগাঁ সেখহাটি কনসার্ণের অন্তর্গত, বরাবর মরিস সাহেবের দখল, খাজনা আদায় করেছে মরিস সাহেব দাখিলা দিয়েছে তার গোমস্তা কি ক'রে আমার দখল সাব্যস্ত হবে?

মাতব্বর—কাগজ বদ্‌লান হুজুর! গোমস্তার নামে নালিশ করুন—বিদ্রোহী হ'য়ে সে যোগ দিয়েছে মরিস সাহেবের সঙ্গে—সমস্ত প্রজা আমরা দেব সাক্ষী—আমরা দিই খাজনা আপনার সেরেস্তায়—দিন হুজুর আমাদের দাখিলা বারো বছরের লুঠ করুন কাছারী। পরখ ক'রে নিন হলুদ গাঁয়ের লোক কাজে কথায় এক কিনা।

গৌরবর্ণ ছিপ্‌ ছিপে ছোকরা রামজয় মিত্র—পরেশ বাবুর সদর নায়েব। কুঞ্চিত তার কেশ পাশ, লম্বিত বঙ্কিম নাসিকা, বড় বড়

চোখের তারা ঈষৎ নীলাভ—ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াল সে হলুদ-গাঁয়ের কাছারী—সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে—ঢুকে প'ল সোঁটান কাছারী ঘরের মধ্যে— মরিস সাহেবের গোমস্তা তুলসী বিশ্বাস ব'সে ব'সে কাজ কচ্ছিল সেখানে। চিন্‌তো সে রামজয়কে। খাতির ক'রে কাছে বসাল, ভৃত্যকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে এনে দিল। শিষ্টাচারের কুশল প্রশ্ন কর্ত্তে লাগল।

গম্ভীর ভাবে তামাক টান্‌তে টান্‌তে তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে বল্লে রামজয়—

বিশ্বাস! শিষ্টাচার রাখ, অনেক দিনের হিসাব বাকি; হিসাব নিকাশ দাও, নয় চাকুরী হতে বরখাস্ত হও। তুলসী বিশ্বাস যেন আকাশ হতে প'ল, সে অবাক হ'য়ে বল্ল, কিসের হিসেব নিকেশ মিস্ত্রিরমশায়—এ কাছারী যে মরিস সাহেবের. আপনার বাবুর কোনও হিসেব তো এ সেরেস্তায় নেই—

গর্জ্জন ক'রে বল্লে—রামজয় বিশ্বাসঘাতক! এতদিনের নেমক ভুলে গিয়ে একেবারে যোগ দিলে মরিস সাহেবের সঙ্গে—যাও, বরখাস্ত কল্লাম আজ হ'তে, চুনি মিত্র হলো নূতন গোমস্তা, দাও সিন্দুকের চাবি তাকে—যদি জান্ রাখতে চাও তো মুখ বুজে হুকুম পালন কর—

তুলসী বিশ্বাস চেয়ে দেখ্‌ল ঘর ভরে গেছে রামজয়ের লেঠেলে—খোলাপোতা কাছারীর মারের খবর অতিরঞ্জিত হ'য়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—তুলসী ভয়ে আধমরা হ'য়ে গেল, কোমর হ'তে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে সটান দৌড় মার্ল্লে সে।

হলুদ গাঁয়ের কাছারী পরেশ বাবুর দখলে এল—বার বৎসরের খাতা প্রস্তুত হ'য়ে গেল—পরেশ বাবুর জয় শব্দে আকাশ পূর্ণ ক'রে সম্বৎসরের খাজনা একদিনে দিয়ে দিল প্রজারা—তার বদলে নিল তারা বার বৎসরের দাখিলা।

মরিস সাহেব নালিশ করল পরেশবাবুর নামে, প্রজাদের নামে—দাখিলা দাখিল ক'রে প্রজারা বল্‌তে লাগ্‌ল তুলসী পরেশবাবুর গোমস্তা, পরেশবাবুর হ'য়ে খাজনা আদায় কর্ত্ত—এখন মরিস সাহেবের বাধ্য হ'য়ে মিছে কথা বলছে।

আদালতে দাখিল দাখিলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুলসী বিশ্বাস চমকাইয়া উঠিল—১১ই কার্ত্তিক ১২৬০ সাল র'য়েছে লেখা একখানা দাখিলাতে—সহি শ্রীতুলসী বিশ্বাস—তুলসী দেখিল স্বাক্ষর ক'রেছে জাল, হুবহু তারি স্বাক্ষরের মত, কিন্তু ১১ই কার্ত্তিক ১২৬০ সালে সে ছিল পুরীধামে—ওঙ্কার পাণ্ডার কাছ থেকে ধার ক'রেছিল সে ১৫৲ টাকা—শোধ ক'রেনি সে টাকা এখনো, আছে সেই পাণ্ডার খাতায় তার স্বাক্ষর সমেত সেই টাকা ধার দেওয়া লেখা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গোপন জরুরী পত্র লিখে দিলেন পুরী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—হস্তগত ক'রে সেই খাতা পাঠিয়ে দিতে তাঁর কাছে।

গুপ্তচর নিয়ে এল সংবাদ; রামজয় পরেশনাথকে বল্ল "চিন্তা নাই হুজুর! গভর্ণমেণ্টের আঠার মাসে বৎসর। সরকারি লোক পৌছাবার আগে, উদ্ধার ক'রে আন্‌বো খাতা আমি। পায়ের ধূলি দিন।"

থলে ভ'রে দিলেন টাকা পরেশনাথ, দিলেন হুকুম তাকে, রেহাই দেবেনা নিজেকে, রেহাই দেবেনা ঘোড়াকে, অতিরিক্ত মেহনতে যদি ঘোড়া ম'রে যায়, নূতন ঘোড়া কিনে নিয়ে ঝড়ের মত চলে যাবে।

ওঙ্কার পাণ্ডা স্নান ক'রে গীত গোবিন্দ পাঠ কচ্চিলেন—রামজয় মিত্র আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইয়া জিহ্বাগ্রে দিল। তাহার ভক্তিতে পাণ্ডা ঠাকুর গলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রামজয়, তুলসী বিশ্বাস ব'লে নিজেকে পরিচয় দিয়ে আলাপ জমিয়ে তুল্‌লেন। পাণ্ডাজী খাতা খুলে তুলসীর নিকট নিজের প্রাপ্য জানাইয়া দিলেন। পাণ্ডার

প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিয়া প্রণামী স্বরূপ আরও পাঁচ টাকা দিয়া খাতা খানি হস্তগত করিলেন ও পাণ্ডার সাম্‌নেই পোড়াইয়া ফেলিলেন। তিলার্দ্ধ সময় ব্যয় না করিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে রামজয় দেশে ফিরিলেন। তিন দিন পরে পুরী কলেক্‌টারের লোক যখন সেখানে পৌঁছিল, দেখিল—বামাল উধাও বেমালুম—রামজয়ের শিক্ষায় পাণ্ডাঠাকুর ধারের কথাটা একেবারে অস্বীকার করিল।

মরিস সাহেব মকদ্দমা হারিল—হলুদ গাঁয়ের কাছারী পরেশের দখলে আসিল।



কারাগারে নেলি

(৩০)

গভীর রাত্রি ; নেলি লোহার স্প্রিংয়ের খাটে সুখসুপ্ত। মরিস কুঠিতে নাই মকদ্দমার তদ্বিরে জেলায় গিয়াছে। অতি সতর্কতার সহিত ফিলিপ্‌স্ কয়েকজন দস্যুর সহিত ঘরে প্রবেশ করিল। ক্লোরোফর্মে ভেজান রুমাল নেলির নাসিকায় ধরিল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে নেলি অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বিছানার তলা হইতে চাবি লইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া ফিলিপ্‌স মরিসের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিল। সকলে মিলিয়া নেলির অচৈতন্য দেহ উর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মহাকালী মন্দিরের সংলগ্ন মহাশ্মশান। গভীর নিশীথে ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে পবিত্রানন্দ স্বামী—নেলির অচৈতন্য দেহ নৌকায় লইয়া ফিলিপ্‌স্ ও দস্যুগণ সেই শ্মশানঘাট বাহিয়া চলিয়া গেল।

পবিত্রানন্দের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল তিনি নৌকা অনুসরণ করিলেন।

* * * *

অন্ধকার পাতাল ঘরে নেলি কারারুদ্ধ। ফিলিপ্‌স্ তাহাকে রামনগর কুঠিতে রাখে নাই! তিন দিকে কল্লোলময়ী যমুনা, অপর দিকে খাল, এই চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত যাদবপুরের দুর্গম দ্বীপের দুর্গে সে আবদ্ধ। এই দুর্গে



বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়াইবে বলিয়া ফিলিপ্‌স্ তাহার অস্ত্রশস্ত্র রসদ অর্থ প্রভৃতি সঞ্চয় করিতেছে—সৈনিক পুরুষে দুর্গ পরিপূর্ণ করিতেছে; যুদ্ধ-ছিপের বহরে নদী পুরিয়া উঠিয়াছে—

নেলি আজ তিন দিন আবদ্ধ। রামীর মা ছিল পাহারায়; আজ আসিয়াছে ক্ষেত্রমণি—ক্ষেত্রমণি ফিলিপ্‌সের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল তাই তার মন যোগাইয়া ফিলিপ্‌সের বিশ্বাসপাত্রী হইল—নেলিকে সে আশ্বস্ত করিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে যেমন ক'রেই হোক সে তার অবরোধের স্থান তাহার স্বামী ও বন্ধুদের জানাইবে।

গুপ্ত পথ দিয়া ক্ষেত্রমণি বাহির হইয়া গেল—অশ্বত্থ তলে নদী তীরে পবিত্রানন্দ বসিয়া, সঙ্গে মরিসের কর্ম্মচারী, সেখানে ক্ষেত্রমণি গিয়া বলিল সকল ঘটনা—পবিত্র চিঠি লিখিয়া দিল, মরিসের কর্ম্মচারী অতি ত্রস্ত চলিয়া গেল—সহসা উপর্য্যুপরি বন্দুকের শব্দ—গুলীতে ক্ষতবিক্ষত দেহ হ'তে ভূমিপরি হইলেন পবিত্রানন্দ স্বামী—হুঙ্কার করিয়া বাহির হইয়া এল ফিলিপ্‌স্, সঙ্গে ভীমদেহ অনুচর। ক্ষেত্রমণির কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে গাছে ঝুলাইয়া দিল ফাঁসী। তারপর তার নির্জীব দেহ দিল ফেলাইয়া নদীর জলে—পবিত্রানন্দের গুলীক্ষত অচৈতন্য দেহও দিল ফেলাইয়া নদী জলে।

নেলির নিকটে গিয়া বিকট-হাস্যে ফিলিপ্‌স্ বলিল—এখন হও আমার আজ্ঞাবর্ত্তী, নয় এই বন্দুকের গুলীতে তোমার জীবনের লীলা শেষ ক'রে দেব।

নেলি। তোমার কথা শোনা অপেক্ষা বন্দুকের গুলীতে মরা আমার সহস্র গুণে ভাল।

ফিলিপ্‌স্ অট্টহাস্যে বলিল—ও ধনি! অত সহজে তোমাকে ফিলিপ্‌স্ ছাড়বে না।

পাণ্ডুর হ'য়ে গেল নেলির মুখ ; সহসা সে ছুটে গিয়ে সবলে চেপে ধল্লো নিয়ামক যন্ত্রের কল।

"সয়তানি, প্রেতিনি কল্লি কি" ব'লে ফিলিপ্‌স্‌ রিভলভারের বাঁট দিয়ে নেলিকে আঘাত কর্ত্তে গেল।

অন্ধকারকে আরও অন্ধকার ক'রে ধেয়ে এল সগর্জ্জনে যমুনার জল ভীষণ উল্লাসে ভাসাইয়া নিল ফিলিপ্‌স্‌ ও নেলিকে। নিয়ামক যন্ত্রের কল অজ্ঞাতসারে নেলি টিপিয়াছিল।

পরিণাম।

(৩১)

ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। ফিলিপ্‌সের সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ফিলিপ্‌স্ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে—নেলি বাঁচিল।

লাটসাহেবের তদন্তের ফলে বাধ্যতামূলক আইন প্রত্যাহার করা হইল—প্রজাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল বুনিতে হইল না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় চাষের নীল পারিয়া উঠিল না। একে প্রজার চাষ করিতে অনিচ্ছা, চাষকরার লোকাভাব, তারপর বাজারে নীলের দর কম হওয়ায় মরিস সাহেবের বহু টাকা লোকসান হইল—নীলের চাষ সে ছাড়িয়া দিল।

সেখহাটির কুঠি বিক্রয় করিয়া মরিস ও নেলি বিলাতে চলিয়া গেল—

পরেশবাবু সেখহাটির কুঠি কিনিয়া লইলেন।

গভর্ণমেণ্ট পরেশবাবুকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিলেন।

কাশীশ্বর কুটুম্ব বাড়ী যাইতেছিল। পথের মধ্যে বিষম জলবৃ[illegible] মধ্যে বাদল নামিল; তিন দিনের মধ্যে বাদলধারা কমিল না। চতু[illegible] দিনে দেখা গেল বজ্রাঘাতে কাশীশ্বর মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদে[illegible] কাদার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

বহুদিন পরে সুলোচনা ও পরেশ এলেন সেখহাটিতে। কিশোরীমো[illegible]

এখন পরেশনাথের সেখহাটির কুঠির নায়েব। লক্ষ্মীকান্ত প্রহারের ফলে ক্রমাগত ভুগিয়া রক্তবমি করিতে করিতে বিষম দারিদ্র্যের ভিতর মারা গিয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রপুরীর মত প্রকাণ্ড প্রাসাদের ইঁটখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—

হরিশচন্দ্র নীলকুঠিয়ালদের সহিত মকদ্দমা করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন। পরেশনাথ তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছেন। পরেশনাথ এখন জেলার চার্জ্জে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

